দশকুমার

পূর্ব্বপীঠিকা সহিত

শ্রী গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত।

কলিকাতা

চাপাতলা,—বাঙ্গলা যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৬৩। ইংরাজী ১৮৫৬।

মূল্য ১ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত ভাষায় দশকুমার-চরিত নামে প্রসিদ্ধ এক উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ আছে। ঐগ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় দণ্ডিপ্রণীত। আমার এক আত্মীয় ঐগ্রন্থের বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া অনুবাদে প্রবৃত্ত হই।

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষার রীতি একরূপ নহে। বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ করা অতিশয় কঠিন। যথাকথঞ্চিৎ অনুবাদ করিতে পারিলেও তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। আর, সংস্কৃত দশকুমারের অনেক স্থলেই অনেক অশ্লীল বর্ণনা ও অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ আছে। সে সকলের অবিকল অনুবাদ করা কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি দশকুমারের অবিকল অনুবাদ করিলাম না। অনুবাদ কালে মূল গ্রন্থের কোন কোন স্থল পরিবর্ত্ত করিয়াছি। এবং বর্ণনাংশ অধিকাংশই পরিত্যাগ করিয়াছি।

প্রকৃত দশকুমারে সমুদায়ে আটটী উচ্ছ্বাস। তাহাতে সাতটী কুমারের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। প্রধান কুমার রাজবাহনের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে বর্ণিত হয় নাই। অথচ, গ্রন্থের নাম দশকুমার-চরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর, দশকুমার-রচয়িতা যেরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, দেখিলে বোধ হয়, দশকুমারের আর একটী পূর্ব্ব গ্রন্থ আছে। দশকুমারেব পূর্ব্বপীঠিকা নামে যে গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই দশকুমারের পূর্ব্ব গ্রন্থ। কিন্তু, পূর্ব্বপীঠিকার রচনা এবং প্রকৃত দশকুমারের বচনা উভয়ের বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিলে কোনরূপে বোধ হয় না, উভয় গ্রন্থ এক ব্যক্তির লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে। যাহা হউক, পূর্ব্বপীঠিকা প্রথমে থাকিলে অবশিষ্ট দুই কুমাবের বৃত্তান্ত এবং প্রধান কুমার বাজবাহনের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায়। এই বিবেচনা করিয়া আমি দশকুমারের প্রথমে পূর্ব্বপীঠিকা অনুবাদ করিয়া দিলাম ইতি।

শ্রী গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।

সন ১২৬৩। ১৫ আশ্বিন।

ইংরাজী ১৮৫৬। ৩০ সেপ্টেম্বর।

দশ কুমার।

পূর্ব্বপীঠিকা।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

মগধ দেশে পুষ্পপুরী নামে এক মহানগরী ছিল। তথায় রাজহংস নামে এক চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম বসুমতী। রাজা রাজহংসের শিতবর্ম্মা ধর্ম্মপাল ও পদ্মোদ্ভব নামে তিন প্রাচীন পৈতৃক মন্ত্রী ছিলেন। শিতবর্ম্মার সুমতি ও সত্যবর্ম্মা নামে দুই সন্তান। ধর্ম্মপালের সুমিত্র সুমন্ত্র ও কামপাল নামে তিন সন্তান। পদ্মোদ্ভবের সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব নামে দুই সন্তান। সত্যবর্ম্মা সংসার অসার ভাবিয়া তীর্থযাত্রাভিলাষে দেশান্তর প্রস্থান করেন। কামপাল অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের অবাধ্য হইয়া নানা দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। রত্নোদ্ভব বাণিজ্যার্থ সমুদ্র পথে যাত্রা করেন। সুমতি সুমিত্র সুমন্ত্র ও সুশ্রুত এই চারি জন, রাজা রাজহংসের মন্ত্রিত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

একদা মগধরাজ, মালব দেশের ভূপতি মানসারের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং ঘোরতর সংগ্রামে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া, পুনর্ব্বার অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন পদেই প্রতিষ্ঠিত রাখিলেন। অনন্তর স্বদেশে আসিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। রাজার অধিক বয়ঃক্রম হইল, কিন্তু সন্তান হইল না, তাহাতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, সন্তান কামনায়, ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণদেবের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল বিলম্বে তাঁহার মহিষী বসুমতী

গর্ভবতী হইলেন। মগধরাজ রাজহংস দেশ বিদেশীয় আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে বসুমতীর সীমন্তোৎসব করিলেন।

এক দিন রাজা মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক চর মালব দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিল, মহারাজ! মালবেশ্বর মানসার, মহারাজের নিকট পরাজিত হইয়া সাতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তিনি বৈর নির্যাতন মানসে মহাকাল নিবাসী মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া, একবীরঘাতিনী গদা পাইয়াছেন। এক্ষণে মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, যাহা বিধেয় হয়, করুন। দূতমুখে অমাত্যেরা দেব-দত্ত গদা প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন. মগধরাজকে দুর্গ আশ্রয়ের পরামর্শ দিলেন, এবং তন্নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মগধরাজ তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই মালবরাজ সসৈন্য আসিয়া মগধদেশে প্রবেশ করিলেন।

তৎকালে মন্ত্রিগণ সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে রাজহংসের অনুমতি লইয়া বিন্ধ্যাটবী মধ্যে শত্রুদিগের অগম্য এক সুরম্য স্থান নির্ণয় করিলেন, এবং মগধরাজের ও আপনাদিগের পরিবারগণ তথায় প্রেরণ করিলেন, আর, তাহাদের রক্ষার্থ কতক গুলি উপযুক্ত লোক নিযুক্ত রাখিলেন। এদিকে মালবরাজের সহিত মগধরাজের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে মালবরাজ শিবদত্ত গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই অব্যর্থ গদা সারথিকে বিনাশ করিয়া, রথস্থ মগধরাজকে বিচেতন ও মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিল। তখন রথযোজিত অশ্বগণ সারথি বিয়োগে মুক্ত-রশ্মি হইয়া, দৈবগত্যা সেই বিন্ধ্যাটবীর পথেই রথ লইয়া ধাবমান হইল। মালবনাথ এই প্রকারে জয় প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত মগধরাজ্য অধিকার করিলেন।

রাজহংসের অমাত্যগণ রণক্ষেত্রে ক্ষত-বিক্ষত-শরীর হইয়া প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন রূপেই তাঁহার

উদ্দেশ পাইলেন না। অবশেষে বিন্ধ্যাটবী মধ্যে রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী বসুমতী তাঁহাদের নিকট রাজার অনুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রগাঢ় শোকে এককালে অভিভূত ও উন্মত্তপ্রায় হইলেন, এবং অবিলম্বেই প্রাণ পরিত্যাগের স্থির নিশ্চয় করিলেন। মন্ত্রিগণ বলিলেন রাজ্ঞি! মহারাজ এখনও জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারেন। বিশেষতঃ দৈবজ্ঞমুখে শুনিয়াছি আপনকার গর্ভে সর্ব্বশত্রুবিনাশন সর্ব্বভূমির অধীশ্বর সন্তান রহিয়াছেন। এক্ষণে আপনকার প্রাণ পরিত্যাগ করা কোন রূপেই উচিত নয়। মন্ত্রিগণের প্রবোধ বচনে বসুমতী তৎকালে কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহার শোকানল প্রবল রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন আর ক্ষণমাত্রও জীবন রক্ষায় সমর্থ না হইয়া উদ্বন্ধ মরণ অবধারণ করিলেন। নিশীথ সময়ে সকলকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া নিঃশব্দ পদে বাটী হইতে বাহির হইলেন। এবং বিন্ধ্যাটবীর প্রান্তভাগে গিয়া উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা এক বট বৃক্ষের শাখায় উদ্বন্ধনের উদ্যোগ করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন "হে নাথ! জন্মান্তরেও যেন আমি তোমাকেই স্বামী পাই"।

রাজহংসের অশ্বগণ, অরণ্যপথে রথের গতি রোধ হওয়াতে ঘটনাক্রমে সেই বট বৃক্ষের নিকটেই দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছিল। তৎকালে রজনীর হিমানী সম্পর্কে রাজার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হওয়াতে, স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। শুনিয়াই স্বরপরিচয়ে মহিষী বসুমতী জানিতে পারিয়া সত্বর তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। বসুমতী অকস্মাৎ এইরূপ অচিন্তনীয় আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন মগধনাথ জীবিত রহিয়াছেন। তখন স্বামীর সন্দর্শনে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইল। পরে বিন্ধ্যাটবী ভবনে অমাত্য গণের নিকট উভয়ে উপস্থিত হইয়া তত্তাবৎ বৃত্তান্ত বলিলেন।

রাজা রাজহংস এই রূপে জীবন লাভ করিয়া বিন্ধ্যাটবী মধ্যবর্ত্তী গোপন ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয় নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ সদা দ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। একদা

ভুবনবাসী কালত্রয়দর্শী বামদেব মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমক্ষে আপন মনোদুঃখ নিবেদন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আমি মানসারকে কিরূপে পরাজয় করিব তাহার কোন উপায় বলিয়া দেউন। বামদেব বলিলেন, মহারাজ! কিছু দিন সহ্য করিয়া থাক, বসুমতীর গর্ভে সকলরিপুমর্দ্দন রাজনন্দন অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহা হইতেই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবেক। তৎকালে ঐরূপ দৈববাণীও হইল। রাজা মুনির বচনে ও দৈব বচনে নির্ভর করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে মহিষী বসুমতী শুভ ক্ষণে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান প্রসব করিলেন। ভূপতি যথাবিধানে সন্তানের জাতকর্ম্মাদি করিয়া রাজবাহন নাম রাখিলেন। তৎকালে সুমতি, সুমিত্র, সুমন্ত্র, সুশ্রুত, এই চারি মন্ত্রীরও প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত নামক চারি পুত্র জন্মিল। রাজবাহন সেই মিত্র চতুষ্টয়ের সহিত বাল্যলীলা সুখে দিন দিন বর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন।

একদা এক তাপস, রাজলক্ষণাক্রান্ত এক কুমারকে আনিয়া রাজহংসের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন মহারাজ! কুশ সমিধ্ আহরণার্থ আমি এক বনে গমন করিয়াছিলাম, দেখিলাম এক নারী রোদন করিতেছে, জিজ্ঞাসিলাম কি নিমিত্ত তুমি এই জনশূন্য অরণ্যে একাকিনী রোদন করিতেছ। সে বলিল মহাশয়! আমার প্রভু মিথিলারাজ প্রহারবর্ম্মা নিজ বন্ধু মগধরাজের সীমন্তিনীর সীমন্তোন্নয়ন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সপরিবারে পুষ্পপুরে আসিয়াছিলেন। তৎকালে মালবেশ্বর মানসার মগধরাজ্যে আসিয়া রাজহংসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করেন, তাহাতে মগধেশ্বর পরাজিত হইলেন। আমার প্রভু তখন কি করেন, প্রাণে প্রাণে পরিজন গণের সহিত আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। স্বদেশে আসিয়া দেখিলেন, ভ্রাতৃপুত্র বিকটবর্ম্মা অন্যায় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছে। কোন রূপেই তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি অসহায় কি করেন, ভাগিনেয় সুহ্মরাজের আশ্রয় গ্রহণার্থ সুহ্মরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অরণ্য-

পথে যাইতেছেন, হঠাৎ কতগুলা শবরসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহাতে সাতিশয় ভীত হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না।

আমি এবং আমার কন্যা দুজনে রাজার দুটি যমজ সন্তানের ধাত্রী ছিলাম। দুটী সন্তান লইয়া এই অরণ্য মধ্যে পলায়ন করিতেছি, হঠাৎ এক ব্যাঘ্র আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূমিপৃষ্ঠে পতিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম। তথায় ব্যাধগণ একটা ফাঁদ পাতিয়া তন্মধ্যে এক মৃত গাভি রাখিয়াছিল, সন্তানটী আমার হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সেই গাভির ক্রোড় মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ব্যাঘ্র কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আমাকে ছাড়িয়া সেই গাভিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এমন সময় ফাঁদ হইতে এক বাণ বিনির্গত হইয়া ব্যাঘ্রের প্রাণ নাশ করিল। পরে দেখিলাম শবরেরা আসিয়া মৃত ব্যাঘ্র ও জীবিত বালক লইয়া প্রস্থান করিল। আমার কন্যা যে কোথায় গেল, কিছুই জানি না। সেই জন্য এই রোদন করিতেছি।

মহারাজ! এই কথা বলিয়াই সে আপন প্রভুর অনুগামিনী হইবার মানসে প্রস্থান করিল। আমি তখন মহারাজের মিত্র মিথিলারাজের বিপদ্ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া তাঁহার সন্তানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, দেখিলাম অরণ্যস্থিত চণ্ডিকা দেবীর সম্মুখে একটী কুমার রহিয়াছে। শবরেরা তাহাকে বলিদান দিবার মানস করিয়াছে। আমি শবরগণকে বলিলাম, অহে ব্যাধগণ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার একটী শিশু হারাইয়াছে, তোমরা কি দেখিয়াছ?। তাহারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, যদি এইটী তোমার শিশু হয় লইয়া যাও। আমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বালকটী লইয়া এই আসিতেছি, মহারাজকে উপহার দিলাম।

রাজা বন্ধুর বিপত্তির কথা শুনিয়া কাতর হইলেন এবং উপহার প্রাপ্ত হওয়াতে বালকের উপহারবর্ম্মা নাম রাখিয়া রাজবাহনের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন।

রাজহংস একদা তীর্থস্নানার্থ অরণ্যপথে যাইতেছিলেন, এক শবরীর ক্রোড়ে পরম সুন্দর রাজলক্ষণাক্রান্ত একটী সন্তান দেখিতে পাইলেন, জিজ্ঞাসিলেন অবলে! এই রাজকুমারকে তুমি কোথায় পাইলে। সে বলিল রাজন্! অরণ্যপথে শবরসৈন্যেরা একদা মিথিলারাজের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিল। সেই সময়ে আমার স্বামী এই শিশুটী হরণ করিয়া আনিয়াছেন। রাজহংস সেই শিশুকে মিত্র মিথিলারাজের পুত্র বিবেচনা করিয়া শবরীকে ধন দান পূর্ব্বক শিশুটী আনিলেন, এবং শবরের অপহৃত বলিয়া অপহারবর্ম্মা নাম দিয়া তাহাকে দেবীহস্তে প্রতিপালনার্থ সমর্পণ করিলেন।

একদা বামদেবের এক শিষ্য, রাজার সম্মুখে একটী বালক আনিয়া বলিলেন রাজন্! আমি রামতীর্থে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমন কালে দেখিলাম, বনমধ্যে এক বৃদ্ধা এই কুমার ক্রোড়ে আকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে। জিজ্ঞাসিলাম বৃদ্ধে! তুমি কে, এই শিশুটীই বা কে, কিজন্য অরণ্যে একাকিনী আসিয়াছ। বৃদ্ধা বলিল মহাশয়! কালযবন দ্বীপে কালগুপ্ত নামে এক বণিক্ আছেন। মগধরাজ্যের রাজমন্ত্রীর পুত্র রত্নোদ্ভব বাণিজ্যার্থ ঐদ্বীপে উপনীত হইয়া কালগুপ্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। কালক্রমে তিনি গর্ভবতী হইলেন। পরে রত্নোদ্ভব শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সস্ত্রীক স্বদেশে যাত্রা করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সমুদ্রে যান ভগ্ন হইয়া নিমগ্ন হইল। আমি সেই কন্যার ধাত্রী। সেই গর্ভিণীকে হস্তে ধরিয়া এক কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া এই তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছি। রত্নোদ্ভব জলমগ্নই হইলেন, কি কোথাও উত্তীর্ণ হইলেন, কিছুই জানিনা। তাঁহার পত্নী একে পূর্ণগর্ভা, তাহে আবার বারিপ্রবাহে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিলেন, তাহাতে প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। বন মধ্যেই এই পুত্রটী প্রসব করিয়া অবিলম্বেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আমি কি করি, শিশুটী লইয়া লোকালয়ের পথ অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। ইহার জননী বিচেতনা সেই স্থানেই পতিত রহিয়াছেন।

মহারাজ! বৃদ্ধা এই কথা কহিতেছে, এমন সময় এক বন্য হস্তী

তথায় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা যেমন ভীত হইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিবেক, অমনি তাহার ক্রোড় হইতে শিশুটী পতিত হইল। আমি তখন এক বৃক্ষের অন্তরালে ছিলাম। হস্তী, শুণ্ড দ্বারা সেই শিশুকে উত্তোলন করিয়াছে মাত্র, হঠাৎ এক সিংহ আসিয়া হস্তীকে বিনাশ করিয়া প্রস্থান করিল। বালকটী হস্তীর শুণ্ড হইতে ভূতলে পতিত হইবামাত্র তত্রত্য তরু হইতে এক বানর অবরোহণ করিল, এবং পক্ব ফল ভ্রমে ইহাকে লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল। কিন্তু ইহা ফল নয় দেখিয়া ফেলিয়া দিল। তখন আমি দেখিলাম, এই বালক এত সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও জীবিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া ইহার জননী ও ধাত্রীকে অনেক অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। পরে গুরুর আশ্রমে আনয়ন করিলাম। তিনি মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রাজা রাজহংস এক কালে সকল মিত্রেরই বিপদ্ ঘটনায় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর ঐ শিশুর নাম পুষ্পোদ্ভব রাখিলেন, এবং পালনার্থ তাহার পিতৃব্য সুশ্রুতের হস্তে অর্পণ করিলেন।

এক দিন মহিষী বসুমতী একটী কুমার ক্রোড়ে রাজার নিকট আসিয়া কহিলেন স্বামিন্! গত যামিনী এক দিব্য কামিনী এই শিশুটী লইয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া বিনয় বচনে বলিলেন, "দেবি! আমি মাণিভদ্র যক্ষের কন্যা, আমার নাম তারাবলী, আমি তোমার মন্ত্রিনন্দন কামপালের প্রেয়সী। তোমার পুত্র রাজবাহন সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইবেন, তাঁহার পরিচর্য্যার্থ আমার এই পুত্র অর্থপালকে যক্ষরাজের অনুমতি ক্রমে আনিয়াছি। তুমি ইহাকে প্রতিপালন কর,। স্বামিন্ আমি এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং সেই যক্ষকন্যাকে সমুচিত সমাদর করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। রাজা রাজহংস, কামপালের যক্ষকন্যা সঙ্গ সংবাদে বিস্মিত হইলেন। এবং সুমিত্রকে ডাকিয়া তাহার হস্তে তাহার ভ্রাতৃপুত্র অর্থপালকে অর্পণ করিলেন।

পর দিবস বামদেবের শিষ্য সোমশর্ম্মা একটী অতি সুকুমার কুমার আনয়ন করিয়া ভূপালকে বলিলেন মহারাজ ! আমি তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে কাবেরী তীরে গিয়াছিলাম, দেখিলাম এই বালকটী ক্রোড়ে এক বৃদ্ধা রোদন করিতেছে। জিজ্ঞাসিলাম বৃদ্ধে ! তুমি কে ? এই বালকটীই বা কে ? কি নিমিত্ত এই অরণ্যে আসিয়াছ ? এবং কি নিমিত্তই বা রোদন করিতেছ ? । বৃদ্ধা, আমাকে আপন শোক শল্যের উদ্ধারক্ষম বিবেচনা করিয়া কহিল মহাশয় ! মগধরাজ রাজহংসের মন্ত্রিপুত্র সত্যবর্ম্মা তীর্থযাত্রার উদ্দেশে এতদ্দেশে আসিয়া, এক ব্রাহ্মণের কালী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু কালীর গর্ভে সন্তান না হওয়াতে, সত্যবর্ম্মা তাহারি ভগিনী কাঞ্চনকান্তিকে বিবাহ করিয়া এই সন্তান উৎপন্ন করেন। কালী তাহাতে সাতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া এই বালককে এবং আমাকে ছল পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া এই নদীতে নিক্ষেপ করিল। আমি ইহার ধাত্রী, ইহাকে এক হস্তে ধরিয়া এক হস্তে সাঁতার দিতে লাগিলাম। ভাগ্য ক্রমে ঐ সময়ে নদীবেগে এক তরুশাখা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহা অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম। কিন্তু সেই শাখাস্থিত কালসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে । এক্ষণে বিষবেগে আমার প্রাণ বিয়োগ হইলে কে এই বালককে পালন করিবে এই শোকে রোদন কবিতেছি। এই কথা বলিতে বলিতেই বৃদ্ধা বিচেতন হইয়া পড়িল। আমি অনেক যত্ন করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। সুতরাং বালকটী লইয়া আপনকার নিকট আনিয়াছি। রাজা, সোমশর্ম্মার দত্ত বলিয়া তাহার সোমদত্ত নাম দিয়া, তাহার পিতৃব্য সুমতির নিকট সমর্পণ করিলেন।

রাজবাহন, প্রমতি মিত্রগুপ্ত মন্ত্রগুপ্ত বিশ্রুত উপহারবর্ম্মা অপহারবর্ম্মা পুষ্পোদ্ভব অর্থপাল ও সোমদত্ত এই নয় কুমারের সহিত এইরূপে একত্র মিলিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। যথাযোগ্য কালে তাঁহাদের চূড়া উপনয়ন প্রভৃতি সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন হইল। রাজা রাজহংস তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষার্থ

উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। শিশুগণ যথোচিত পরিশ্রম সহকারে কিয়ৎকাল মধ্যে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া রাজা রাজহংসের আনন্দ বিধান করিলেন। তন্মধ্যে রাজবাহন সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ।

ব্রাহ্মণের উপকার।

এক দিবস মহর্ষি বামদেব, কুমারগণ বেষ্টিত রাজা রাজহংসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন মহারাজ! আপনকার পুত্র রাজবাহন অধুনা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত শত্রু সংহারে সমর্থ হইয়াছেন, এক্ষণে ইহাঁকে মিত্রগণ সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয় ব্যাপারে প্রেরণ করুন। কুমারেরা মহর্ষির বাক্যে সাতিশয় উল্লাসিত হইলেন। অনন্তর রাজহংস সেনা সংগ্রহ করিয়া নব কুমার সমভিব্যাহারে নবকুমার রাজবাহনকে শুভক্ষণে দিগ্বিজয় সাধনে প্রেরণ করিলেন।

রাজবাহন কিয়ৎদূর অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যাটবী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং কিরাতবেশধারী এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন অহে মানব! তোমার ব্যাধের ন্যায় আকৃতি দেখিতেছি, অথচ যজ্ঞোপবীত আছে। তুমি এই নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছ, কারণ কি? সেই পুরুষ রাজবাহনের তেজোময় শরীর দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বয়স্যের নিকট তাঁহার পরিচয় লইল। অনন্তর আপন বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল, হে রাজনন্দন! কিয়ৎকাল অতীত হইল, কতগুলি দুরাচার ব্রাহ্মণ আপন কুলাচার পরিত্যাগ করিয়া এই বনে ব্যাধগণের সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতেছে। এবং দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আমি তাহারি এক জনের সন্তান, আমার নাম মাতঙ্গ। আমি কেবল পাপ কর্ম্ম দ্বারা দিন যাপন করিতাম।

এক দিন ব্যাধেরা যৎকিঞ্চিৎ অর্থলোভে এক ব্রাহ্মণকে বিনাশ

করিবার উপক্রম করিতেছিল। দেখিয়া, আমি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাদিগকে বারণ করিলাম। বারণ না শুনাতে তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করিলাম। তাহারা আমাকে বিনাশ করিল। আমি যমালয়ে গিয়া দেখিলাম, বহু পুরুষ পরিবেষ্টিত পরিষদে রত্নসিংহাসনে সমাসীন যমরাজ বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অমাত্য চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করিয়া বলিলেন অহে চিত্রগুপ্ত! এ ব্যক্তির এখনও মৃত্যু-সময় উপস্থিত হয় নাই, এব্যক্তি কেবল ব্রাহ্মণের উপকারার্থ প্রাণ দান করিয়াছে। অতএব অদ্যাবধি ইহার কেবল পুণ্য কর্ম্মেই মতি হইবেক। তুমি ইহাকে লইয়া পাপিষ্ঠদিগের যাতনা দেখাইয়া দাও এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্ব শরীরেই অবস্থাপিত কর। চিত্রগুপ্ত আমাকে নরক যন্ত্রণা দেখাইতে লাগিল। দেখিলাম, কোন কোন পাপাত্মাকে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহস্তম্ভে বন্ধন করিতেছে। কোন কোন পাপিষ্ঠকে উত্তপ্ত তৈল কটাহে নিক্ষেপ করিতেছে। কাহাকেও বা যন্ত্রারূঢ় ও ঘূর্ণায়মান করিয়া পরিতক্ষণ করিতেছে। পাপের এই সমস্ত ফলভোগ অবলোকন পূর্ব্বক আমি পূর্ব্ব শরীরে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইলাম। এক্ষণে আমি কেবল গৌরীপতি পূজায় মনোনিবেশ করিয়াছি, পূর্ব্বের বন্ধুবর্গের সহিত আর সংসর্গও করি না।

হে রাজনন্দন! গত নিশীথে ভগবান্ গৌরীপতি আসিয়া আমাকে জাগরিত করিয়া বলিলেন "মাতঙ্গ! দণ্ডকারণ্যমধ্যবর্ত্তী নদী তীরে এক বৃহৎ গর্ত্ত আছে, তদ্দ্বারা পাতাল পুরে প্রবেশ করা যায়। তুমি যদি তন্মধ্যে প্রবেশ কর, তথায় এক তাম্র-শাসন প্রাপ্ত হইবে। তাহা পাঠ করিয়া তদুপদিষ্ট খিধানের অনুষ্ঠান করিলে, তুমি পাতাল পুরীর অধীশ্বর হইতে পারিবে। যে রাজকুমারের সহায়তায় তোমার এই কার্য্য সিদ্ধি হইবে, আগামী দিবসেই তিনি এখানে আগমন করিবেন ,, ভগবান্ গৌরীপতি এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে রাজনন্দন! এক্ষণে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,, আমার সহায়তা করুন। রাজবাহন

মাতঙ্গের সাহায্য দানে সম্মত হইলেন। সেই দিনই অর্দ্ধরাত্র সময়ে সমস্ত মিত্রগণকে নিদ্রিত দেখিয়া, আপনি একাকী মাতঙ্গের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে বন্ধুগণ রাজবাহনকে না দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। রাজবাহন কোথায় গেলেন নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তাঁহার অন্বেষণার্থ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিলেন।

এদিকে মাতঙ্গ রাজবাহনের সঙ্গে গৌরীপতি নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তে প্রবেশ পূর্ব্বক তাম্রশাসন গ্রহণ করিল। ঐ তাম্রশাসন পাঠ করিয়া পাতাল পুরের অপূর্ব্ব উদ্যানে মনোহর সরোবর তীরে প্রকাণ্ড অগ্নি কুণ্ড করিল, এবং তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম আরম্ভ করিল। রাজবাহন বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ সেই জ্বলন্ত হুতাশনে আপন শরীর আহুতি প্রদান করিল। পরক্ষণেই পরম সুন্দর পুরুষ হইয়া নির্গত হইল। অবিলম্বে মণিময় ভূষণভূষিতা পরম রূপবতী এক যুবতী, সখীগণের সহিত তথায় সমাগত হইল। আসিয়া, মাতঙ্গের হস্তে এক উজ্জ্বল মণি সমর্পণ করিয়া বিনয় বচনে বলিল, হে দ্বিজোত্তম! আমি অসুর কন্যা, আমার নাম কালিন্দী। আমার পিতা এই পাতাল লোকের রক্ষিতা ছিলেন। তিনি পরাক্রম দ্বারা অমরগণকে সমরে পরাজয় করেন, পরিশেষে কংসারি হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। আমাকে পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া এক সিদ্ধ পুরুষ কহিয়াছিলেন অবলে! কিছু কাল পরে এক দিব্যশরীরধারী পুরুষ আসিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন এবং এই পাতাল লোক পালন করিবেন। হে দ্বিজোত্তম! আমি সেই সিদ্ধ পুরুষের আদেশানুসারে এতদিন আপনকার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আসিয়াছেন, আমাকে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন। তখন মাতঙ্গ, রাজবাহনের অনুমতি ক্রমে সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

রাজবাহন বয়স্যগণকে না বলিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে নিতান্ত উন্মনা হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাতাল হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিবার সময় মাতঙ্গ

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ কালিন্দী-দত্ত সেই মণিরত্ন তাঁহাকে প্রদান করিল। সে মণির গুণ এই, সঙ্গে থাকিলে ক্ষুৎ পিপাসা জনিত ক্লেশ-লেশও হয় না। রাজবাহন বিন্ধ্যাটবী আসিয়া বন্ধুগণকে দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের অন্বেষণার্থ ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা এক গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী উদ্যানে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, দূর হইতে দেখিলেন এক পুরুষ যানারোহণে আসিতে-ছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে এক পরম সুন্দরী নারী আছে। ঐ ব্যক্তি রাজবাহনকে নয়ন গোচর করিয়াই যান হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং নিরতিশয় আনন্দে বিকসিত মুখারবিন্দে অহো। চন্দ্রবংসের অবতংস প্রভু রাজবাহনের সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল, কি ভাগ্য! এই বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। রাজবাহন তাঁহাকে দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। এবং অয়ে! সোমদত্ত আসিয়াছ এই কথা বলিয়া, জিজ্ঞাসিলেন সখে বল দেখি, এত কাল কোথায় ছিলে, এখনই বা কোথায় যাইতেছ, এই রমণীই বা কে? সোমদত্ত, মিত্রদর্শনে সহর্ষ হইয়া সবিনয়ে আপন বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

সোমদত্ত চরিত।

দেব! আপনকার অন্বেষণার্থ আমি ভ্রমণ করিতে করিতে সাতিশয় পিপাসিত হইয়া এক নদীকূলে উপস্থিত হইলাম, এবং অধোদৃষ্টি হইয়া অঞ্জলি করিয়া জল পান করিতে আরম্ভ করি-লাম। জল পানের সময়ে জলমধ্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল এক রত্ন দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই গ্রহণ করিলাম। অনন্তর কিয়ৎদূর গমন করিয়া রবি-কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক দেবতা মন্দিরে বিশ্রামার্থ উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তথায় এক ব্রাহ্মণ অতিদীন দর্শন কতগুলি শিশু সন্তান সহিত বসিয়া

আছেন। জিজ্ঞাসিলাম মহাশয়! আপনি কে? কিজন্য এরূপ দৈন্যভাবাপন্ন এই অরণ্যে বসিয়া রহিয়াছেন? তিনি বলিলেন মহাশয়! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এই দেশে ভিক্ষা করিয়া এই মাতৃহীন সন্তানগুলি প্রতিপালন করি। এই মন্দিরই আমার বাসস্থান। ঐ মন্দিরের অনতিদূরে এক শিবির সংস্থাপিত দেখিয়া, ব্রাহ্মণকে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন।

মহাশয়! এতদ্দেশের অন্তঃপাতী পাটলী নামে এক নগরী আছে। তথাকার রাজার নাম বীরকেতু। তাঁহার কন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া, লাট দেশের রাজা মত্তকাল, তাহার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হন, এবং বীরকেতুর নিকট বারম্বার সেই কন্যা প্রার্থনা করেন। কিন্তু বীরকেতু তাঁহার প্রার্থনা পরিপূরণে সম্মত না হওয়াতে, মত্তকাল সসৈন্য আসিয়া পাটলী অবরোধ করিলেন। বীরকেতু ভীত হইয়া অগত্যা তাঁহাকেই কন্যারত্ন উপায়ন দিলেন। মত্তকাল কন্যারত্ন লাভে হৃষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতেছেন, এই স্থানে মৃগয়ার্থ কটক স্থাপন করিয়াছেন। ইহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে বীরকেতুর মন্ত্রী মানপাল সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছেন। মত্তকাল বলপূর্ব্বক প্রভুর কন্যারত্ন হরণ করিয়াছে, যদি কোনরূপে তাহাকে পরাভব করিয়া কন্যা প্রত্যাহরণ করিতে পারেন, মানপালের এই আন্তরিক অভিপ্রায়।

আমি ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার উপর পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এবং, ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বৃদ্ধ নির্ধন ও বহুসন্তান, অতএব দানের যোগ্যপাত্র, এই বিবেচনা করিয়া সেই রত্নটী তাঁহাকে দিলাম। ব্রাহ্মণ রত্ন পাইয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিলাম তথায় নিদ্রাগত হইলাম। ক্ষণকাল পরে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দেখিলাম সেই ব্রাহ্মণকে পশ্চাদ্বদ্ধ করিয়া কতগুলা পুরুষ আসিতেছে। তাহারা আসিয়াই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। পরে কারাগারে বদ্ধ করিয়া, এই তোমার বন্ধুবর্গ রহিয়াছেন, এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি তখন কি করি, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কারাবাসী পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসিলাম, কি জন্য তোমরা এই বন্ধনে রহিয়াছ। তাহারা বলিল মহাশয়! আমরা মানপালের কিঙ্কর। প্রভুর আদেশে কন্যাপহারক মত্তকালের বিনাশার্থ সুরঙ্গ কাটিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় সে না থাকাতে কতগুলি রত্ন হরণ পূর্ব্বক মহাবনে পলায়ন করিলাম। পরদিন তাহার অনুচরেরা অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়া সকল রত্ন প্রত্যাহরণ করিল। কেবল একটী রত্ন না পাইয়া এই রূপ বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমি তখন বুঝিলাম নদীজলে যে রত্ন পাইয়া ব্রাহ্মণকে দিয়াছিলাম, তাহা এই রত্নই হইবেক। পরে তাহাদিগকে তাহার বৃত্তান্ত কহিয়া এবং আপন নাম ধামের পরিচয় দিয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিলাম। অর্দ্ধরাত্র সময়ে আপনার ও তাহাদের শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া, নিদ্রিত দ্বারপাল গণের অস্ত্রজাল অপহরণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলাম। এবং অভিমুখাগত পুররক্ষী দিগকে পরাক্রম দ্বারা পরাভব করিয়া মানপাল শিবিরে প্রবেশ করিলাম। মানপাল নিজ কিঙ্কর গণের নিকট আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং আমার পরাক্রমের কথা শুনিয়া আমাকে সাতিশয় সম্মান করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে মত্তকালের প্রেষিত পুরুষেরা আসিয়া কহিল "আমাদের প্রভুর গৃহে চোরেরা সন্ধিখনন পূর্ব্বক নানাবিধ রত্ন হরণ করিয়া তোমার শিবিরে আসিয়াছে, তাহাদিগকে সমর্পণ কর, নতুবা অনেক অনর্থ ঘটিবেক। মানপাল আমারি সাহসে সাহস পাইয়া সরোষ বচনে বলিলেন আমি তোমাদের প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী নহি, যাহারা আমার আশ্রয় লইয়াছে তাহাদিগকে কদাপি তোমাদের প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিব না, তোমাদের প্রভু কি অনর্থ করিতে সমর্থ, করিতে বল। মানপালের এই সাহঙ্কার বাক্যে মত্তকাল ক্রোধমত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। মানপালও সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। আমি তৎকালে মানপালের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া একাকীই শত্রু সংহার করিলাম।

আম্মারি বাহুবলে বহুবিধ অশ্ব গজাদি মানপালের হস্তগত হইল। তাহাতে তিনি পরমানন্দিত হইয়া আমার সাতিশয় গৌরব করিতে লাগিলেন। রাজা বীরকেতু আমাকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের হেতু জানিয়া আমার পরাক্রম শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সম্মতি ক্রমে শুভ দিনে আমার সহিত নিজ তনয়ার বিবাহ দিলেন। তদবধি আমি যুবরাজ হইয়া এই বামলোচনার সহিত সুখ সম্ভোগ করিতেছি। কেবল বন্ধুবিচ্ছেদ যাতনায় অতিশয় কাতর ছিলাম।

সম্প্রতি এক সিদ্ধ পুরুষ আমাকে উপদেশ দেন, মহাকালনিবাসী মহেশ্বরের আরাধনা কর, করিলে বন্ধু সন্দর্শন পাইবে। এক্ষণে আমি তন্নিমিত্ত সস্ত্রীক তথায় যাইতেছিলাম। না যাইতে যাইতেই আপনকার শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম।

রাজবাহন, সোমদত্তের বিবরণ ও পরাক্রম শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। পরে বন্ধুর প্রার্থনানুসারে আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত বলিলেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তথায় পুষ্পোদ্ভবকে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন কহ পুষ্পোদ্ভব, তুমি একাকী কোথা হইতে আসিতেছ। পুষ্পোদ্ভব আত্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

পুষ্পোদ্ভব চরিত।

দেব! অপনি ব্রাহ্মণের উপকারার্থ প্রস্থান করিলে, আমরা সকলে আপনকার অন্বেষণার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমি নানাদেশ পর্যটন করিয়া একদিন মধ্যাহ্নকালে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের নিম্নভাগে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সম্মুখ ভূমি ভাগে একবার শূর্পাকৃতি একবার কূর্ম্মাকৃতি এক মনুষ্যচ্ছায়া দেখিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি হইলাম। দেখিলাম পর্ব্বতের উপর হইতে এক মনুষ্য পতিত হইতেছে। সত্বর উত্থিত

হইয়া তাহাকে শূন্যে শূন্যেই লুফিয়া ধরিয়া নামাইলাম এবং শীতল জল দ্বারা তাহার পতনজনিত মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসিলাম তুমি কে, কি নিমিত্ত এইরূপে পতিত হইলে? তিনি বলিলেন সৌম্য! আমি মগধনাথের অমাত্য পদ্মোদ্ভবের পুত্র। আমার নাম রত্নোদ্ভব। আমি বাণিজ্যার্থ কালযবন দ্বীপে উপনীত হইয়া এক বণিক-দুহিতাকে বিবাহ করিয়া কিয়ৎ কাল তথায় বাস করি। কালক্রমে তাহার গর্ভসঞ্চার হয়। পরে বনিতার সহিত স্বদেশে আসিতেছিলাম, সমুদ্রে যান ভঙ্গ হওয়াতে সকলে জলমগ্ন হইলাম। আমি কোনরূপে কূল পাইলাম বটে, কিন্তু প্রাণসমা প্রিয়তমার বিয়োগে প্রাণ ধারণ করা ভার হইয়া উঠিল। তখন এক সিদ্ধ পুরুষ বলিলেন, বহু কাল বিলম্বে তুমি পুনর্ব্বার প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে ষোড়শ বর্ষ অতীত হইল অদ্যাপি পাইলাম না। সেই শোকে আমি প্রাণ পরিত্যাগার্থ এই গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়াছি।

দেব! প্রভু রাজহংসের নিকট আমি আপন জন্মবিবরণ অবগত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পিতাই নিশ্চয় করিলাম। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের এইরূপ আর্ত্ত নাদ কর্ণগোচর হইল "সিদ্ধপুরুষের আদেশ আছে অবশ্যই তোমার পুনর্ব্বার পতি পুত্র প্রাপ্তি হইবেক, জ্বলন্ত অনলে শরীর সমর্পণ করিও না ,, আমি এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম. আপনকার সহিত অনেক কথা আছে, এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন। কি শব্দ হইতেছে, শুনিয়া আসি। এই বলিয়া দ্রুতপদে শব্দলক্ষ্যে কিয়ৎ দূর গমন করিলাম। দেখিলাম, একটী ভদ্রজাতীয় স্ত্রীলোক অগ্নি প্রবেশের উপক্রম করিতেছেন, নিকট বর্ত্তিনী এক বৃদ্ধা তাঁহাকে নিষেধ করিতেছে। আমি সেই স্ত্রীলোককে অগ্নিকুণ্ডের নিকট হইতে পিতার নিকট লইয়া আসিলাম। এবং বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসিলাম কিজন্য তোমাদের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে বল।

বৃদ্ধা করুণ বচনে বলিতে লাগিল বৎস! ইনি কালযবন

দ্বীপের কালগুপ্ত বণিকের কন্যা। মগধরাজের মন্ত্রিনন্দন রত্নোদ্ভব ইহার স্বামী। উভয়ে সমুদ্র-পথে আসিতে ছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ যান ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই জলমগ্ন হইলেন। ইনি আমার সহিত এক ফলক অবলম্বন করিয়া তীরে উঠিলেন। ইনি তখন পূর্ণগর্ভবতী ছিলেন, সেই তীর ভূমিতেই একটী পুত্র প্রসব করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আমি সন্তানটী লইয়া লোকালয় অন্বেষণ করিতে গমন করিলাম। পথিমধ্যে এক বন্য হস্তী দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলাম। যেমন পলায়ন করিব, সন্তানটী হস্ত হইতে পতিত হইল। হস্তী অবিলম্বেই সন্তানটী তুলিয়া লইল। আমি রোদন করিতে করিতে ইহাঁর নিকট প্রত্যাগত হইয়া দেখিলাম, ইহাঁর চৈতন্য হইয়াছে, রোদন করিতেছেন। পরে আমার মুখে পুত্রের বিবরণ শুনিয়া আরো রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক সিদ্ধ পুরুষ আসিয়া বলিলেন, ষোড়শ বৎসরের পর ইনি পতি ও পুত্র প্রাপ্ত হইবেন। সেই আশায় এত কাল এক পুণ্যাশ্রমে থাকিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আর বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নি প্রবেশ করিতেছিলেন, তুমি ধরিয়া আনিলে।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণে আমি তাঁহাকে জননী জানিতে পারিয়া চরণে প্রণাম করিলাম, এবং আপন বিবরণ সমস্ত কহিলাম। তখন আমার পিতা একদাই স্ত্রীপুত্র পাইয়া এবং মাতা একদাই পতি পুত্র পাইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পিতা আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, রাজা রাজহংস এক্ষণে কি অবস্থায় আছেন। আমি মহারাজ রাজহংসের রাজ্য ভ্রংশ প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। অনন্তর পিতা মাতাকে,এক আশ্রমে রাখিয়া, পুনর্ব্বার আপনকার অন্বেষণে বাহির হইলাম।

বিন্ধ্যাটবী মধ্যে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নানা চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া বোধ হইল, অতি প্রাচীন কালে তথায় এক বর্দ্ধিষ্ণু নগর ছিল, এক্ষণে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যক্রমে আমি সেই স্থানে বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হইলাম। পরে, উজ্জয়িনী নগরবাসী চন্দ্রপাল নামক বণিক বিন্ধ্যারণ্য সান্নিধ্যে কটক স্থাপন

করিয়া আছেন শুনিয়া, সেই রাশীকৃত ধন লইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রপালের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী নগরে গমন করিলাম। অনন্তর পিতা মাতাকেও তথায় আনাইলাম। চন্দ্রপালের পিতা বন্ধুপাল, আমার পিতাকে লইয়া মালবনাথ মানসারের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। পরে মালবনাথের মতানুসারে উজ্জয়িনী নগরে বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলাম।

পুনর্ব্বার আপনকার অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, বন্ধুপাল বলিলেন " আমি জ্যোতিষ গণনা জানি, গণনা করিয়া তোমার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইবার উপায় বলিয়া দিব, তুমি এক্ষণে বৃথা ভ্রমণে ক্ষান্ত হও "। আমি তাঁহার বচনে বিশ্বাস করিয়া নিবৃত্ত হইলাম। এক দিন বালচন্দ্রিকা নামে এক বণিক-নন্দিনীকে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম। তিনি মালবনাথের দুহিতা অবন্তিসুন্দরীর সহচরী। তাহার রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইল। তিনিও আমাকে দেখিয়া সাভিলাষ নয়নে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে এক সর-সীতীরে ভ্রমণ করিতেছি, অকস্মাৎ বালচন্দ্রিকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার বদন সুধাকর মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলাম অয়ি সুমুখি! আজি তোমাকে কেন ম্লানবদন দেখিতেছি। তিনি সেই নির্জ্জন স্থানে নির্লজ্জ ভাব অবলম্বন করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন।

সৌম্য! মালবেশ্বর মানসার বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্বয়ং রাজ্য রক্ষণে অক্ষম হইয়া রাজকুমার দর্পসারকে এই উজ্জয়িনী রাজ্য রক্ষার ভার সমর্পণ করেন। কিন্তু দর্পসার কেবল উজ্জয়িনীর রাজত্বে পরিতৃপ্ত না হইয়া, সসাগরা ধরণীর একাধিপত্যের অভি-লাষী হন। এই অভিলাষ সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত, আপন পিতৃ-স্বস্রীয় ভ্রাতা চণ্ডবর্ম্মা ও দারুবর্ম্মা এই উভয়ের প্রতি উজ্জ-য়িনী শাসনের ভার দিয়া, রাজরাজ পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গিয়া-ছেন। তদবধি চণ্ডবর্ম্মা এই রাজ্য শাসন করিতেছে। কিন্তু দারু-

বর্ম্মা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুষ্কর্ম্ম পরায়ণ হইয়াছে। একদা আমাকে দেখিয়া আমার পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু আমি ক্ষণকালের নিমিত্তও তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি। তোমাকে যে দিন দেখিয়াছি সেই দিনই তোমাতে প্রাণ ও মন সমর্পণ করিয়াছি। দুরাচার দারুবর্ম্মা পাছে আমার প্রতি বলপ্রকাশ করে, এই ভয়ে এরূপ ভাবিত হইয়াছি। যদি তুমি ইহার কোন সদুপায় করিতে পার, তাহা হইলে মনোরথ পূর্ণ হয়।

আমি বলিলাম অবলে! দুরাচার দারুবর্ম্মার বিনাশের এক উত্তম উপায় স্থির করিয়াছি। আমার প্রতি যে তোমার এইরূপ প্রণয়প্রবৃত্তি হইয়াছে, বিশ্বস্ত সখীজন দ্বারা অগ্রে ইহা তোমার পিতা মাতার গোচর কর। তাঁহারা আমার কুল শীল বয়ো রূপ দর্শনে অবশ্যই সন্তুষ্ট ও সম্মত হইবেন সন্দেহ নাই। পরে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবাসীগণ এবং তাবৎ পুরজনের নিকট এই কথা প্রচার করিয়া দাও, যে "বালচন্দ্রিকা ভূতাবিষ্ট হইয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি ইহাকে ভূতের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তাঁহার সহিত ইহার বিবাহ হইবেক„। দারুবর্ম্মা এই ভূতাবেশের কথা শুনিয়া যদি ক্ষান্ত হয়, ভালই। কিন্তু সে দুরাচার ক্ষান্ত হইবার নয়। অবশ্যই তোমাকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া ভূতাবেশ শান্তির চেষ্টা করিবেক। তাহা হইলে তুমি আমাকে গোপনে সংবাদ দিও। আমি তোমার সহচরী রূপ ধারণ করিয়া তোমার সঙ্গে তাহার ভবনে গমন করিব। পরে যাহা হয় দেখিতে পাইবে।

বালচন্দ্রিকা আমার এই বচন শ্রবণে পুলকিত হইয়া, বারম্বার আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। আমিও বাটী আসিলাম। কিছু দিন পরে বালচন্দ্রিকা দূতী দ্বারা আমার নিকট এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে "তুমি জামাতা হইবে শুনিয়া পিতা মাতা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর আমার ভূতাবেশের কথা প্রচার হওয়াতে দারুবর্ম্মা ভগ্নোৎসাহ

হয় নাই, প্রত্যুত আমাকে আপন ভবনে লইয়া গিয়া ভূতাবেশ শান্তির চেষ্টা করিবেক, স্থির করিয়াছে। অদ্য প্রদোষে তাহার আবাসে যাওয়া হইবেক ,,।

আমি দূতীমুখে সংবাদ পাইয়া স্ত্রীবেশধারী হইলাম। সমস্ত অঙ্গে এপ্রকার নৈপুণ্যে বসন ভূষণ বিন্যাস করিলাম, যে, নিত্য-সঙ্গী ব্যক্তিরাও আমাকে দেখিয়া পুরুষ বলিয়া সন্দেহও করিতে পারিলেন না। অনন্তর যানারোহণে বালচন্দ্রিকার ভবনে গমন করিলাম। পরে প্রদোষ কালে তাহার সহচরী হইয়া দারুবর্ম্মার গৃহে যাত্রা করিলাম। বালচন্দ্রিকার ভূতাবেশের কথা নগর মধ্যে অত্যন্ত প্রচার হইয়াছিল। ভূতাবেশ শান্তির কথা শুনিয়া অপর সাধারণ তাবৎ ব্যক্তিই কৌতুকাবিষ্ট হইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দারুবর্ম্মার দ্বারে উপস্থিত হইল। আমরা দুজনে দারুবর্ম্মার গৃহে প্রবিষ্ট হইলাম। দারুবর্ম্মা বালচন্দ্রিকাকে দেখিয়া একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, ভূতাবেশের কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে নির্জ্জন গৃহে লইয়া চলিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

অনন্তর আমি গৃহ প্রবেশ করিয়াই, তাহার গলদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক একবারে ভূতলশায়ী করিলাম এবং প্রচণ্ড প্রহারে ক্ষণকাল মধ্যেই তাহার প্রাণ সংহার করিলাম। তাহার পর, বিশৃঙ্খল বসন ভূষণ যথাস্থানে বিনিবেশিত করিয়া, ভবনাঙ্গনে আসিয়া এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম " কুমার দারুবর্ম্মাকে যক্ষে সংহার করিল, তোমরা কে আছ, শীঘ্র আসিয়া রক্ষা কর ,,। দ্বারস্থ লোকেরা আমার চীৎকার শুনিয়া হাহা শব্দে দ্রুতপদে ভবন প্রবেশ করিল। বলিতে লাগিল হা! দারুবর্ম্মার কি দুর্ম্মতি, বালচন্দ্রিকার ভূতাবেশের কথা জানিয়া শুনিয়াও কেন এমন কুকর্ম্ম করিলেন, আপন দোষেই আপনি প্রাণ হারাইলেন। লোকে এইরূপ কলরব করিতে লাগিল। আমি সেই অবসরে প্রিয়তমা লইয়া প্রস্থান করিলাম।

কিছুদিন পরে বালচন্দ্রিকার পিতা সর্ব্বসমক্ষে সম্মান পূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিয়া কন্যা দান করিলেন। তদবধি আমি সেই

মনোহারিণী কামিনী লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি। সম্প্রতি জ্যোতির্জ্জ্ঞ বন্ধুপালের পরামর্শে এখানে আসিয়া আপনকার চরণারবিন্দ সন্দর্শন পাইলাম।

রাজবাহন পুষ্পোদ্ভবের বিবরণ শুনিয়া তাঁহার সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে আপনার ও সোমদত্তের বৃত্তান্ত কহিলেন। পরে সোমদত্তকে বলিলেন, তুমি মহাকালেশ্বরের পূজা সমাপনপূর্ব্বক প্রিয়তাকে গৃহে রাখিয়া আইস, আমি এক্ষণে পুষ্পোদ্ভবের ভবনে গমন করিতেছি। এই বলিয়া পুষ্পোদ্ভবের সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী রাজধানী অবন্তী নগরে প্রবেশ করিলেন। পুষ্পোদ্ভব কেবল বন্ধুপালপ্রভৃতি কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট রাজবাহনের যথার্থ পরিচয় দিলেন। তাঁহারা পরিচয় পাইয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন এবং রাজবাহনের রাজযোগ্য সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজবাহন, বন্ধুপাল প্রভৃতি কতিপয় ভিন্ন আর সমুদায় লোকের নিকট, আপন পরিচয় গোপন রাখিয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন। রাজবাহন এই রূপে ছদ্মবেশে অবন্তী নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

অবন্তিসুন্দরীর পরিণয়।

রাজবাহন অবন্তী নগরে অবস্থিতি করিতেছেন; বসন্ত কাল উপস্থিত হইল। দক্ষিণ পবনে বিরহি জন হৃদয়ে মদনানল উদ্দীপিত করিতে লাগিল। কোকিল কলরবে দিক্ সকল বাচাল হইয়া উঠিল। মানবতী যুবতীর মান সমূলে উন্মূলন হইল। এক দিন মালবরাজনন্দিনী অবন্তিসুন্দরী বিহার বাসনায়, প্রিয়সখী বালচন্দ্রিকা ও পুরসুন্দরীগণ সমভিব্যাহারে নগরের প্রান্তবর্ত্তী সুশোভন উপবনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া, সুরম্য সরোবর তীরে সুশীতল রসাল তরুতলে কুসুম চন্দনাদি নানাবিধ সামগ্রী সমাধান করিয়া মনোভব পূজায় মনোনিবেশ করিলেন।

সেই দিন রাজবাহন পুষ্পোদ্ভব সমভিব্যাহারে, বসন্তের সহিত কামদেবই যেন, অবন্তিসুন্দরী সন্দর্শনাভিলাষে সেই উপবন দেশে প্রবেশ করিলেন। অভিনব পল্লব মুকুলে সুশোভিত রসাল বৃক্ষে কোকিল মধুকরাদির মধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ সুন্দরী সমাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মালবরাজকন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ভাবিলেন, বুঝি মদনদেব প্রিয়তমা রতির প্রীতি সম্পাদনার্থ, জগতের যাবতীয় ললিত পদার্থ লইয়া একটী কাঞ্চনময়ী লীলাপুত্তলী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ তাদৃশ সুন্দরী কদাপি কাহারও নয়ন গোচর হয় নাই। অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনকে দেখিয়া, বুঝি আমার আরাধনায় সদয় হইয়া অনঙ্গদেব অঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিলেন এই ভাবিয়া, এক অনির্ব্বচনীয় ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার তৎকালীন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া রাজবাহনের সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে বারম্বার তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। অবন্তিসুন্দরী লজ্জায় তাঁহার সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া, সখীজনের ব্যবধানে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সুকুমার রাজকুমারের প্রতি প্রীতি বিকসিত নয়নে অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পঞ্চবাণ তাঁহাদিগের তাদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় উৎসাহ পাইয়াই যেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঘন ঘন বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবন্তিসুন্দরী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আহা! এমন অপরূপ রূপ ত কখনই দেখি নাই। নাজানি, কোন্ ভাগ্যবতী এই পুরুষ রত্নের মনোহারিণী হইয়াছে। ইনি কোথা হইতে, কি নিমিত্ত, এখানে আসিয়াছেন, কি রূপে জানিব। ইহাঁকে দেখিয়া আমার মন কেন এমন চঞ্চল হইতেছে।

তাঁহাদের পরস্পরের এইরূপ অনুরূপ অনুরাগ দেখিয়া বালচন্দ্রিকা, সর্ব্বজন সমক্ষে রাজনন্দনের যথার্থ পরিচয় দেওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া, নগরস্থ সাধারণের বিদিত পরিচয়ই প্রদান করিল। ভর্তৃদারিকে! এই দ্বিজকুমার সর্ব্বগুণাধার, যুদ্ধবিদ্যা-

বিশারদ, মণি মন্ত্র ঔষধি প্রয়োগে চতুর, এবং দেবতার অনুগৃহীত, ইহাঁকে সমুচিত সমাদর কর। বালচন্দ্রিকার মুখচন্দ্র-বিনির্গত এই বচনামৃত শ্রবণে অবন্তিসুন্দরী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং মদনসুন্দর কুমারকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইয়া, সখী-হস্ত দ্বারা গন্ধ পুষ্প তাম্বূলাদি প্রদান করিলেন। রাজবাহন মনে মনে ভাবিলেন "এই রমণী আমার পূর্ব্ব জন্মের জায়া যজ্ঞবতীই হইবেন, নতুবা ইহাতে আমার মন কেন এমন অনুরক্ত হইতেছে। যাহা হউক, সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্ত্তব্য। তপোনিধির অনুগ্রহে আমরা উভয়েই জাতিস্মর হইয়া জন্মিয়াছি। এক্ষণে ইহাকে পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়া দি। ইহারও যদি পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ হয়, তাহা হইলে সংশয় দূর হইবেক। রাজবাহন এইরূপ ভাবিতেছেন, যদৃচ্ছাক্রমে তথায় এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকন্যা উৎসুক হইয়া সখীকে হংস ধরিতে আদেশ করিলেন।

রাজবাহন সময় বুঝিয়া বলিলেন "সখি! পূর্ব্বকালে শাম্ব নামে ভূপতি, মহিষী যজ্ঞবতীর সহিত জলক্রীড়ার্থ কমলাকরে গমন করেন। তথায় বিকসিত পদ্ম মধ্যে এক রাজহংস নিদ্রিত রহিয়াছে দেখিলেন। কৌতুকাবিষ্ট হইয়া পদ্মমৃণালে তাহার পদদ্বয় বদ্ধ করিয়া, সহাস্যবদনে প্রিয়াকে বলিলেন সুমুখি! আমি হংস বাঁধিয়া রাখিয়াছি, তুমি ইহাকে লইয়া ক্রীড়া কর। তখন সেই হংসরূপী তাপস শাম্বকে শাপ দিলেন রাজন্! আমি এখানে সুখে তপস্যা করিতেছি, তুমি আমাকে অকারণে অবমান করিলে, এই পাপে তোমাকে প্রিয়াবিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক। শাপ শ্রবণে শাম্ব বিষণ্ণ-বদন হইয়া বিনয় বচনে বলিলেন মহাশয়! আমি না-জানিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করুন। তাপস তাঁহার বিনয়ে সদয় হইয়া বলিলেন, যাহা বলিয়াছি মিথ্যা হইবেক না, কিন্তু এজন্মে না হইয়া জন্মান্তরে মাসদ্বয়মাত্র তোমার চরণদ্বয় শৃঙ্খলবদ্ধ হইবেক এবং প্রিয়া বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিতে হইবেক। পরে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে জাতিস্মর করিয়া দিলেন। অতএব হে বালচন্দ্রিকে' মরাল বন্ধন করিও না।

কুমারের এই কথা শুনিয়া রাজতনয়ার পুর্ব্বজন্মের বিবরণ স্মরণ হইল। তখন তিনি তাঁহাকে আপন প্রাণনাথ জানিতে পারিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন সৌম্য! শাম্ব রাজা রাজ্ঞী যজ্ঞবতীর প্রীতি সম্পাদনার্থই হংস বন্ধন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত লোকেরা অনুকূল কর্ম্মই করিয়া থাকেন।

কন্যা কুমার পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ স্মরণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনুরাগ সহকারে এই প্রকার আলাপ করিতেছেন, এমন সময়, মালবরাজমহিষী পরিজন গণের সহিত উদ্যানে আগমন করিলেন। বালচন্দ্রিকা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া, রহস্য প্রকাশ ভয়ে, হস্তসঙ্কেতে রাজবাহন ও পুষ্পোদ্ভবকে নিকটস্থ বৃক্ষবাটিকার অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে বলিল। মানসার মহিষী তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া গৃহ গমনে সত্বর হইলেন। অবন্তিসুন্দরীও জননীর অনুগামিনী হইলেন। গমনকালে কহিলেন "অহে রাজহংসকুল তিলক! তুমি এই কেলী কাননে স্বেচ্ছাক্রমে বিহার বাসনায় আসিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না, ইহাতে তুমি অন্যথা ভাবিও না। অবন্তিসুন্দরী রাজহংস চ্ছলে রাজা রাজহংসের নন্দন রাজবাহনকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া সখী সহিত প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমারী রাজকুমারকে পরিত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ কেবল রাজকুমার চিন্তায় মগ্ন হইল। বিরহ বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া, কৃষ্ণপক্ষ-চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। আহার বিহার পরিহার করিয়া কেবল রহস্যমন্দিরে সুশীতল পল্লব শয়নে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। সখীগণ রাজকুমারীকে বিরহানলে নিতান্ত তাপিত দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইল। তাঁহার সন্তাপ শান্তির জন্য শীতল জল, চন্দন, মৃণাল, ও পদ্মপত্রের ব্যজন প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু আহরণ করিল। কিন্তু ইহাতে তাপ নিবৃত্তি না হইয়া বরং, তপ্ত তৈলে জলসেকের ন্যায়, দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বালচন্দ্রিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন সখি! কাম-

দেবকে কুসুমায়ুধ ও পঞ্চবাণ বলিয়া থাকে, এ কথা মিথ্যা। কাম আমাকে বজ্রসম অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করিতেছেন। সখি! এই সুশীতল পল্লব শয্যা অগ্নিশিখার ন্যায় সন্তাপ দিতেছে, সুশীতল চন্দনলেপ গরল লেপের ন্যায় জ্বালা বিধান করিতেছে। সখি! তোমরা কেন বৃথা আয়াস পাইতেছ, সেই হৃদয়বল্লভ রাজকুমার ব্যতিরেকে আমার এ ব্যাধি উপশমের অন্য ঔষধ নাই।

বালচন্দ্রিকা প্রিয়সখী অবন্তিসুন্দরীর এইরূপ বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল, মনে মনে বিবেচনা করিল রাজনন্দিনীর যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, রাজবাহনকে সত্বর আনয়ন না করিলে ইহাঁর প্রাণ রক্ষা ভার হইয়া উঠিবেক। এই চিন্তা করিয়া বালচন্দ্রিকা আর আর সহচরীকে রাজকুমারীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া রাজবাহনের ভবনে উপস্থিত হইল। দেখিল, তিনিও মদন বেদনায় অধিকতর কাতর হইয়াছেন। প্রিয়বন্ধু পুষ্পোদ্ভবের সহিত সেই প্রাণেশ্বরীর কথা লইয়াই কাল ক্ষেপ করিতেছেন। রাজবাহন প্রিয়তমার প্রিয় সহচরী বালচন্দ্রিকাকে দেখিয়া পরম সন্তোষে সমাদর করিলেন এবং প্রিয়তমার বিবরণ জিজ্ঞাসিলেন। বালচন্দ্রিকা রাজবালিকার প্রেরিত পত্রিকা প্রদান করিয়া বলিল দেব! যে দিন ক্রীড়াকাননে রাজনন্দিনী তোমাকে দেখিয়াছেন তদবধি তাঁহার হৃদয় মদনানলে দগ্ধ হইতেছে, পল্লব শয়নেও সন্তাপ শান্তি হইতেছে না। মনোবেদনা গোপন করিতে না পারিয়া, তোমার অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই পত্র লিখিয়াছেন।

রাজপুত্র পত্র পাঠ করিলেন "হে সুভগ! তোমার সেই অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া আমার চিত্ত তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে, তুমি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ কর„। পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন সখি! তিনি আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু যে দিন তিনি আমার নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছেন, তদবধিই আমি তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে আমিই তাঁহার অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। অতএব সখি! তুমি পরম মিত্র পুষ্পো-

স্তবের প্রিয়তমা এবং সেই মৃগনয়নার প্রাণসমা, তোমারই যত্ন ও তোমারই কৌশল এ বিষয়ের উপায় হইতে পারিবেক। আমি মনে করিয়াছি, দুই তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার নিকট যাইবার সুযোগ করিব, তুমি সংবাদ দিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ কর। বালচন্দ্রিকা কুমারের প্রেমাভিষিক্ত বচন শুনিয়া সন্তুষ্টমনে রাজকন্যা-সন্নিধানে প্রস্থান করিল।

রাজবাহন অবন্তিসুন্দরীর পত্র পাঠ করিয়া নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন আর গৃহে থাকিতে না পারিয়া বিরহ-বেদনা বিনোদনের নিমিত্ত, যেখানে প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই উদ্যানপ্রদেশে পুষ্পোদ্ভবের সহিত গমন করিলেন। গমন করিয়া, একবার রাজদুহিতার চরণ চিহ্নিত সিকতাময় প্রদেশে, একবার মাধবীলতা মণ্ডপে, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কুত্রাপি সুস্থির হইতে পারিলেন না।

এই রূপে রাজবাহন বিরহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়, মণিকুণ্ডলধারী বিচিত্র বসন পরিধান এক ব্রাহ্মণ, মুণ্ডিতমস্তক কতগুলি শিষ্য সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছা-ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজবাহনের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কুমার সমাদর করিয়া জিজ্ঞাসিলেন আপনকাব নাম কি, কি ব্যবসায় করিয়া থাকেন, কোথা হইতে আসিতেছেন, এস্থানে আগমনের প্রয়োজনই বা কি, শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার নাম বিদ্যেশ্বর, আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা ব্যবসায়ী, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অদ্য উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। আপনকার বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া, কারণ জানিতে অভিলাষ হইতেছে। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, বলুন।

পুষ্পোদ্ভব, ইন্দ্রজাল দ্বারা আপনাদের কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা করিয়া কহিলেন মহাশয়! আলাপ পরিচয় দ্বারাই সাধুদিগের সখ্যভাব হইয়া থাকে, বিশেষতঃ আপনি মিষ্টভাষী, আপনকার

সহিত অদ্যাবধি আমাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। বন্ধুর নিকট কোন বিষয় গোপন করা উচিত নয়। অতএব শুনুন, এই কেলিকাননে এক দিন মালবেন্দ্রনন্দিনী অবন্তিসুন্দরী বসন্তোৎসব উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। এই রাজনন্দনের সহিত শুভ সন্দর্শন হওয়াতে পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু সম্মিলনের উপায় না পাইয়া, ইনি এমন বিমনা হইয়াছেন।

বিদ্যেশ্বর কুমারের লজ্জা-মধুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন দেব! আমি অনুচর থাকিতে আপনকার কোন্ কার্য্য অসাধ্য আছে। ইন্দ্রজাল দ্বারা মালবেন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়া সর্ব্ব জন সমক্ষেই আপনকার সহিত তাঁহার তনয়ার বিবাহ দিয়া আপনাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইব। আপনি অগ্রে এই বৃত্তান্ত বিশ্বস্ত সখী দ্বারা রাজনন্দিনীর গোচর করিয়া রাখুন। রাজকুমার, সেই আকস্মিক বন্ধু ইন্দ্রজালবিদ্যা-সিন্ধু বিদ্যেশ্বরের বচনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অত্যন্ত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর রাজবাহন, বিদ্যেশ্বরের নৈপুণ্যে মনোরথ সম্পন্ন হইবেক ভাবিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুষ্পোদ্ভব সমভিব্যাহারে আপন মন্দিরে প্রস্থান করিলেন। পরে বালচন্দ্রিকা দ্বারা ঐন্দ্রজালিক বৃত্তান্ত অবন্তিসুন্দরীর গোচর করিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে বিদ্যেশ্বর পিচ্ছিকা হস্তে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজভবন দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এবং অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে শুনিয়া অন্তঃপুরিকাগণ উৎসুক চিত্তে দেখিতে আসিল। বিদ্যেশ্বরের অনুচরেরা বাদ্য আরম্ভ করিল। ক্ষণবিলম্বে, দর্শকগণের মন একতান হইয়াছে দেখিয়া, বিদ্যেশ্বর পিচ্ছিকা ভ্রমণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মুদ্রিত-নয়ন হইলেন। অবিলম্বেই বিষম বিষদূষিত ভয়ানক ফণধারী সর্পসমূহ আসিয়া দর্শকগণের ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিল। সকলে সশঙ্কিত, কাহাকে কখন্ দংশন করে এইভয়ে, ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল গগণ পথে গরুড় আসিয়া সেই সকল সর্প গ্রাস করিয়া প্রস্থান করিল।

ইত্যাদি বিবিধ অপরূপ দর্শনে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া বিদ্যেশ্বর বলিলেন মহারাজ! এক্ষণে আপনকার শুভ-সূচক কোন প্রয়োগ করা আবশ্যক। আমি মনে করিয়াছি সর্ব্ব-গুণ সম্পন্ন এক রাজনন্দনের সহিত রাজকন্যা অবন্তিসুন্দরীর বিবাহ বিধান করি, আপনকার কি অনুমতি হয়? রাজা কৌতুক দর্শনার্থ সম্মতি দিলেন। রাজবাহন পূর্ব্ব সঙ্কেতানুসারে তথায় উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যেশ্বর তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক আসনে বসাইলেন। রাজদুহিতা পূর্ব্বেই সখী মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। বিদ্যেশ্বর শিষ্যগণ দ্বারা তাঁহাকে বাহিরে আনাইলেন। আনাইয়া সভামধ্যে সর্ব্বজন সমক্ষে আপনারাই পুরোহিত হইয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া, যথা বিধি মন্ত্র তন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক রাজবাহনের সহিত রাজ নন্দিনীর বিবাহ বিধান করিলেন। সভাস্থ দর্শকগণ ইন্দ্রজাল মনে করিল, বাস্তবিক বিবাহই নির্ব্বাহ হইল। মালবরাজ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন, এবং বিদ্যেশ্বরকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। কন্যা কুমারে পরমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাজবাহন এই রূপে মনোরথ সিদ্ধি করিয়া, মধুর বচনে হরিণ-লোচনার লজ্জা বিমোচন করিলেন। পরে তাঁহার মুখচন্দ্রনিঃসৃত বচনামৃত পান করিবার বাসনায়, অতি বিচিত্র চতুর্দ্দশ ভুবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন।

পূর্ব্বপীঠিকা সমাপ্ত।

দশ কুমার।

উপক্রমণিকা।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

অবন্তিসুন্দরী নিশীথ সময়ে প্রিয়তমের মুখে ভুবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া সস্মিত বদনে বলিতে লাগিলেন প্রিয়তম! আজি তোমার অনুগ্রহে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ হইল। আজি তুমি আমার অন্তঃকরণে তমোবিনাশক জ্ঞান-প্রদীপ প্রদান করিলে। তুমি যে অনুগ্রহ করিলে, আমি কি বস্তু প্রদান করিয়া ইহার প্রত্যুপকার করিব। আমার কি শরীর, কি মন, কি প্রাণ, সকলই তোমার। তোমার অধিকার বহির্ভূত কোন বস্তুই আমার নাই। এই বলিয়া রমণী প্রিয়তমের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইলেন।

অনন্তর উভয়ে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে এক হংস দেখিতে পাইলেন, হংসের চরণ দ্বয় পদ্ম মৃণালসূত্রে বদ্ধ রহিয়াছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলেম রাজকুমারের চরণ যুগল বাস্তবিক রৌপ্যশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। তাহা দেখিয়াই রাজকন্যা অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া মুক্ত কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কন্যার আকস্মিক ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে অত্যাহিত আশঙ্কা করিয়া অন্তঃপুরচারী তাবৎ ব্যক্তিই অত্যন্ত ব্যাকুল হইল, এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভূতোপহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া, কি হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। বাস্তবিক কি ঘটনা হইয়াছে তাহা কেহই বিবেচনা করিল না। কন্যা কুমারের গোপনীয় পরিণয় বৃত্তান্ত প্রকাশ হইবার আশঙ্কা পরিশূন্য হইয়া, সকলে এমত কলরব করিয়া উঠিল,

যেন অন্তঃপুরে হঠাৎ গৃহদাহ উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হইতে লাগিল।

এই কলরব শুনিয়া দ্বারপালেরা কি হইল কি হইল বলিয়া সহসা আসিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল। দেখিল, পরম সুন্দর এক নবীন যুবা পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার চরণদ্বয় রজত শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। রাজকুমারের এমনি প্রভাব, যে, দ্বারবানেরা তাঁহার গাত্র স্পর্শও করিতে পারিল না। তৎক্ষণেই সেই সমস্ত বিবরণ চণ্ডবর্ম্মার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল। প্রচণ্ড-প্রতাপ চণ্ডবর্ম্মা এতাবৎ ব্যাপার শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে আগমন করিল। আসিয়াই জ্বলন্ত অনল তুল্য নয়নে রাজকুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কি! এ যে সেই, পাপকর্ম্মা দুরাত্মা পুষ্পোদ্ভবের মিত্র, কপটধার্ম্মিক, লোকবঞ্চক। পৌর জনেরা এমনি মূর্খ, যে, ইহার কুহকে মোহিত হইয়া ইহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার তুল্য পাপিষ্ঠ নরাধম আর নাই। পাপীয়সী অবন্তিসুন্দরী এই গূঢ়পাপকারী দুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে অবমানিত এবং বিশুদ্ধ পিতৃকুল কলঙ্কিত করিল। আমি অদ্যই এই দুরাচারের প্রাণ সংহার করিব, এই কুলকলঙ্কিনী স্বচক্ষে অবলোকন করুক। এই প্রকার ভৎর্সনা করিতে করিতে কালান্তক যমের ন্যায় চণ্ডবর্ম্মা করাল ভ্রূকুটি করিয়া, যমদণ্ড তুল্য ভুজদণ্ড দ্বারা বলপূর্ব্বক রাজপুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া চলিল। স্বাভাবিক ধৈর্য্যশালী সর্ব্বপৌরুষাধার রাজকুমার, সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া, আত্ম বিমোচন চেষ্টায় বিরত হইলেন। এবং প্রাণ পরিত্যাগরাগিণী প্রাণসমা প্রিয়তমার আশ্বাসার্থ বলিলেন, হে হংসগামিনি! সেই হংসের কথা স্মরণ করিয়া মাসদ্বয় সহ্য করিয়া থাক। এই বলিয়া রিপুর আয়ত্ত হইলেন।

অবন্তিসুন্দরীর পিতা মানসার রাজকুমারের রূপ লাবণ্য দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু ক্রূরকর্ম্মা চণ্ডবর্ম্মা তাঁহাকে বিনাশ করিবেক শুনিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন। তিনি

তৎকালে চণ্ডবর্ম্মাকে অনেক উপরোধ করিয়া কুমারের প্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু প্রভুত্ব না থাকাতে তাহার হস্ত হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না।

অবন্তিসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ সহোদর দর্পসার তৎকালে রাজরাজ পর্ব্বতে তপস্যা করিতে ছিলেন। চণ্ডবর্ম্মা, অবন্তিসুন্দরীর সহিত রাজকুমারের প্রণয়সঞ্চার ও তাঁহাকে ধরিয়া আনয়ন প্রভৃতি তাবৎ সংবাদ দূতদ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল। অনন্তর, পুষ্পোদ্ভবের আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। রাজবাহনকে সিংহ শিশুর ন্যায় কাষ্ঠ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। রাজবাহনের কেশের মধ্যে এক আশ্চর্য্য মণি বিনিহিত ছিল। তাহারই প্রভাবে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণাদি জন্য কোন ক্লেশ হইল না।

ইতিপুর্ব্বে চণ্ডবর্ম্মা বিবাহ করিবার বাসনায়, অঙ্গ দেশের রাজা সিংহবর্ম্মার নিকট তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি উহার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন নাই। সেই ক্রোধে চণ্ডবর্ম্মা অঙ্গরাজের উন্মূলনার্থ সৈন্য সামন্ত সঙ্গে অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিল। পিঞ্জরবদ্ধ রাজকুমারকে অন্যত্র কুত্রাপি রাখিতে বিশ্বাস না হওয়াতে, শকট যানে স্বসমভিব্যাহারে লইয়া চলিল। অনন্তর অঙ্গ দেশে উপস্থিত হইয়া রাজধানী চম্পানগরী অবরোধ করিল।

সিংহবর্ম্মা তখন ভীত হইয়া নানা দেশীয় আত্মীয় ভূপতি গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল রাজগণ অঙ্গরাজের সাহায্যার্থ সত্বর আসিতে লাগিলেন। কিন্তু সিংহবর্ম্মা, শত্রুর অবরোধ অসহ্য হওয়াতে, বন্ধুগণের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না, মুর্ত্তিমান্ অহঙ্কারের ন্যায় পুরীর পশ্চাৎ প্রাচীর ভেদ করিয়া চতুর্ব্বিধ সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া শত্রু সৈন্যের পশ্চাৎ ভাগে অলক্ষিত রূপে আক্রমণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইল। অবশেষে চণ্ডবর্ম্মা সিংহবর্ম্মার সমস্ত সৈন্য ক্ষয় করিল এবং তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল।

পরে তাঁহার দুহিতা অম্বালিকাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আপন শিবিরে আনয়ন করাইল। এবং গণক দ্বারা সেই দিবসেই রাত্রি-শেষে বিবাহের লগ্ন স্থির করিল।

চণ্ডবর্ম্মা বিবাহার্থ মাঙ্গল্য অনুষ্ঠান করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে এমন সময়, রাজরাজ পর্ব্বত হইতে এণজঙ্ঘ নামে এক দূত প্রভু দর্পসারের প্রত্যুত্তর লইয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "অয়ি মূঢ়! কন্যাপুর দূষকের প্রতি কি দয়া দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। রাজা মালবেন্দ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত মানাপমান জ্ঞান রহিত হইয়াছেন, দুশ্চরিত্র দুহিতার পক্ষপাতী হইয়া যাহা অনুরোধ করিয়াছেন, তোমার কি সেই অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করা উচিত। তুমি অবিলম্বেই সেই কন্যাপুরদুষককে বিনাশ করিয়া সংবাদ প্রেরণ পূর্ব্বক আমার শ্রবণানন্দ সম্পাদন করিবে, এবং সেই দুষ্ট ভগিনীকেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা কীর্ত্তিসারের সহিত রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।,,

দর্পসারের এই অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডবর্ম্মা তৎক্ষণাৎ ভৃত্য গণকে আজ্ঞা করিল, কল্য প্রাতঃকালেই সেই কুমারীপুরদূষককে শিবির দ্বারে আনিয়া রাখিও, এবং প্রধান হস্তী চণ্ডপোতকে সুসজ্জিত করিয়া তথায় উপস্থিত করিও। আমি বিবাহ কৃত্য সম্পাদনের পর প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রে হস্তী দ্বারা সেই পাপিষ্ঠকে ভূমিসাৎ করিব। পশ্চাৎ, অঙ্গরাজের সাহায্যার্থ যে রাজগণ আসিতেছে, ঐ হস্তী আরোহণে অগ্রবর্ত্তী হইয়া সেই সকল রাজগণের সংহার করিব।

চণ্ডবর্ম্মার আজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা পর দিন প্রত্যুষে রাজপুত্রকে ও চণ্ডপোতকে শিবির দ্বারে আনিল। দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্রেই রজতশৃঙ্খলা রাজবাহনের চরণ যুগল পরিত্যাগ করিল এবং অপ্-সরা রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল দেব! আমি সোমরশ্মিবংশে সম্ভূত সুরতমঞ্জরী নামে অপ্সরা। একদা নভোমণ্ডলে মনোহর কলহংসগণ গমন করিতেছিল। আমি তাহাদের সৌন্দর্য্য দর্শনার্থ এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিলাম। হঠাৎ যেমন মুখ ফিরাইয়া লইব, অমনি আমার গল-

লম্বিত মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তৎকালে হিমালয়ের এক জলাশয়ে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় অবগাহন করিয়া মগ্নোন্মগ্ন হইতেছিলেন। দৈবাৎ ঐ মুক্তাহার তাঁহার পলিত মস্তকের উপর পতিত হইল। হারের শুভ্র কান্তিতে পক্ব কেশগুলির দ্বিগুণ শোভা হইল। হার পতনের আঘাতে মহর্ষির বেদনা বোধ হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই শাপ দিলেন পাপে! তুমি চৈতন্যশূন্য ধাতুময় আকার প্রাপ্ত হও। তখন আমি বিনয় বচনে আপনাকে নিরপরাধিনী বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন তোমাকে মাসদ্বয় মাত্র রাজবাহনের চরণ যুগলের বন্ধনী হইয়া থাকিতে হইবে, মাসদ্বয় অতীত হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইবে। এই রূপ শাপ গ্রস্ত হইয়া আমি রৌপ্য শৃঙ্খলের আকার ধারণ করিয়া শঙ্কর পর্ব্বতে পতিত রহিলাম।

অনন্তর ইক্ষ্বাকু বংশীয় বেগবান্ রাজার পৌত্র, মানসবেগের পুত্র বীরশেখর নামে এক বিদ্যাধর ঐ শৃঙ্খল পাইয়া গ্রহণ করিলেন। বৎসরাজ বংশীয় বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী নরবাহনদত্তের সহিত বীরশেখরের পিতার শত্রুতা ছিল। বীরশেখর সেই বৈর নির্যাতনের বাসনা করিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সামর্থ্য না থাকাতে তপস্বী দর্পসারের আশ্রয় লইলেন। দর্পসার তাঁহার আচার ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপন ভগিনী অবন্তিসুন্দরী দান করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিছুকাল পরে বীরশেখর এক দিন নিশাকর-কিরণে গগণ মণ্ডল আলোকময় দেখিয়া, অবন্তিসুন্দরীকে দেখিবার নিমিত্ত চঞ্চল-চিত্ত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আসিয়া মানসারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অবন্তিসুন্দরী তোমার অঙ্কে নিঃশঙ্কে শয়িত ও নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। বীরশেখর সেই ভাব দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন। কিন্তু তোমার অলৌকিক ও অসামান্য প্রভাবে তোমাকে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না। সেই রৌপ্য শৃঙ্খল দ্বারা তোমার পাদপদ্ম দ্বয় বদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দেব! অদ্য আমার সেই শাপ মোচন হইল। শৃঙ্খল রূপে মাসদ্বয় তোমার পাদ পদ্ম আশ্রয় করিয়া ছিলাম। এক্ষণে প্রসন্ন হও, কি করিতে হইবেক আজ্ঞা কর। এই বলিয়া সুরতমঞ্জরী প্রণাম করিল। রাজবাহন বলিলেন সুন্দরি! যদি আমার উপকার করা তোমার অভিলষিত হইয়া থাকে, প্রিয়তমা অবন্তিসুন্দরীকে আমার এই বন্ধন মুক্তির সংবাদ প্রদান করিয়া আশ্বাসিত কর, তাহা হইলেই যথেষ্ট উপকার হইবেক। এই বলিয়া অপ্সরাকে বিদায় করিলেন।

ঐ সময়ে হঠাৎ, এইরূপ শব্দ রাজবাহনের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, যে, "চণ্ডবর্ম্মা হত হইয়াছে, চণ্ডবর্ম্মা বিবাহ কালে অম্বালিকার কর গ্রহণার্থ যেমন কর প্রসারণ করিতেছিল, অমনি এক তস্কর তাহার প্রসারিত করদ্বয় বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, ছুরিকা প্রহারে তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। সেই তস্করই এক্ষণে শত শত শত্রু সৈন্য সংহার পূর্ব্বক তাহাদের শব সমূহে রাজমন্দির পরিপূর্ণ করিয়া, অস্খলিত পদে নিরাপদে ভ্রমণ করিতেছে,,। এই শব্দ শ্রবণ মাত্র রাজবাহন সেই মত্ত হস্তী আরোহণ করিয়া আধোরণকে ভূমে নিক্ষেপ করিলেন, এবং অতিবেগে রাজভবনে গমন করিলেন। মত্ত হস্তীর অত্যন্ত বেগ দর্শনে ভীত হইয়া পদাতিকেরা পথ ছাড়িয়া দিল। রাজবাহন পুরী প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, কে সেই মহাপুরুষ, যিনি এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, আসুন, আমার পার্শ্বে এই হস্তী আরোহণ করুন, আমার পার্শ্বস্থ হইয়া দেব দানবের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেও, শঙ্কার সম্ভাবনা নাই।

রাজবাহনের বচন শ্রবণে সেই তস্কর সহর্ষে তৎসন্নিকর্ষে আসিয়া অঞ্জলি বন্ধন করিল। হস্তিরাজ সঙ্কেত মাত্র গাত্র আকুঞ্চন করিলে, তস্কর অনায়াসে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। আরোহণ কালে রাজবাহন তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া চিনিতে পারিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া বলিলেন অয়ে! প্রিয়বন্ধু উপহারবর্ম্মা যে দেখিতে পাই। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সাতিশয় সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

হস্তীর উপরেই পরস্পর আলিঙ্গনাদি হইল। অনন্তর অপহারবর্ম্মা নানা জাতীয় অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন, সিংহবর্ম্মার সাহায্যার্থ সমাগত ভূপতিগণ চতুর্দ্দিক হইতে সসৈন্য আসিয়া শত্রু সৈন্য সংহার করিতেছেন।

অনন্তর আকর্ণ-নয়ন বিশাল-বক্ষ পট্টাম্বর-পরিধান গৌরবর্ণ এক পুরুষ, হস্তী আরোহণে রাজবাহনের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি পূর্ব্বে অপহারবর্ম্মার নিকট রাজবাহনের যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া, ইনিই সেই দেব রাজবাহন, নিশ্চয় করিয়া, অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। পরে অপহারবর্ম্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন মিত্র! তোমার আদেশানুসারে আমি, অঙ্গরাজের সাহায্যার্থ সমাগত রাজগণকে একত্রিত করিয়া আনিয়াছি, শত্রু সৈন্য সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। এক্ষণে কি অনুমতি হয়।

অপহারবর্ম্মা মিত্র দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া রাজবাহনকে বলিলেন দেব! দৃষ্টি প্রদান দ্বারা এই আজ্ঞাকরকে অনুগৃহীত করুন। ইনি আমার পরম মিত্র, ইহার নাম ধনমিত্র। যদি অনুমতি করেন, ইনি অঙ্গরাজের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া এবং শত্রু দিগের ধন সম্পত্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আপনকার নিকট আসেন। আর যদি আপনকার অভিরুচি হয়, আপনি, এই সমস্ত সমাগত মিত্র রাজগণের সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। রাজবাহন অপহারবর্ম্মার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং নগরের বহির্ভাগে গমন করিয়া গঙ্গাতটবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় হস্তী হইতে অবরোহণ করিলেন। অপহারবর্ম্মা অগ্রেই অবরোহণ করিয়া, ভাগীরথী তীরে তাঁহার উপবেশনার্থ স্বয়ং স্থান পরিষ্কার পূর্ব্বক আসনাদি বিন্যাস করিয়া দিলেন। তথায় গঙ্গাতরঙ্গ সম্পর্কে সুশীতল মন্দমন্দ সুগন্ধ বায়ুসঞ্চার হইতে ছিল। রাজবাহন শ্রান্তি দূর করণার্থ সুখোপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধনমিত্র উপহারবর্ম্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত, মিথিলারাজ প্রহারবর্ম্মা, কাশীরাজ কামপাল, এবং অঙ্গরাজ সিংহবর্ম্মাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। রাজবাহন অতি আহ্লাদে গাত্রোত্থান করিয়া, অহো! সমস্ত মিত্রই একত্র উপস্থিত হইয়াছেন, কি আনন্দের বিষয়! এই বলিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও আলিঙ্গনাদি করিলেন। বন্ধুগণের নিকট পরিচয় পাইয়া, কাশীরাজ, মিথিলারাজ ও অঙ্গরাজ এই তিন প্রাচীন রাজাকে পিতার ন্যায় সমাদর করিলেন। বয়োবৃদ্ধ রাজারা হর্ষে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বহুকালের পর মিত্রগণের একত্র সমাগম হওয়াতে সকলেই আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া, নিজ নিজ বৃত্তান্ত কথনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ রাজবাহন আপনার, সোমদত্তের ও পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে বর্ণন করিলেন। পরে আর আর বন্ধুবর্গের বৃত্তান্ত শ্রবণে কৌতুকী হইয়া, অগ্রে অপহারবর্ম্মাকে আপন বিবরণ বর্ণন করিতে অনুমতি করিলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

অপহারবর্ম্ম চরিত।

অপহারবর্ম্মা বলিলেন, দেব! আপনি ব্রাহ্মণের উপকারার্থ পাতাল বিবরে প্রবেশ করিলে, আপনকার অন্বেষণার্থ সমস্ত মিত্রগণ বহির্গত হইলেন। আমিও আপনকার উদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এক দিন শুনিলাম অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরীর বহির্ভাগে গঙ্গাতীরে মহাতপা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়দর্শী মরীচি নামে এক মহর্ষি অবস্থিতি করেন। তাঁহার নিকট আপনকার বৃত্তান্ত জানিবার বাসনায় আমি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তথায় এক আম্রবৃক্ষের ছায়ায় বিবর্ণ

শ্রীভ্রষ্ট এক তাপস উপবিষ্ট আছেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আমি ক্ষণকাল বিশ্রামের পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম মরীচি মহর্ষি কোথায়? অনেক দিন হইল, আমার বন্ধু কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশে বিদেশে গিয়াছেন, এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন, কিরূপ আছেন, কিছুই সংবাদ পাই নাই। মহর্ষি কালত্রয়দর্শী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার নিকট বন্ধুব বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমি আসিয়াছি।

সেই শ্রীভ্রষ্ট তাপস একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মরীচির বিবরণ বিস্তারিত রূপে বলিতে লাগিলেন। এই আশ্রমে তাদৃশ প্রভাবশালী মহর্ষি ছিলেন। একদা এই চম্পানগরীর ভূষণ স্বরূপা অতি সুরূপা কামমঞ্জরী নামে বারনারী মহর্ষির সমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং ভূমিপতিত হইয়া বন্দনা করিতে লাগিল। তৎপরক্ষণেই সেই বারবনিতার মাতা প্রভৃতি স্বজনেরা উচ্চৈঃস্বরে অতি কাতরে ক্রন্দন কবিতে করিতে আসিয়া ভূতলে মুনির পদতলে পতিত হইল। অতি দয়ালু মরীচি মহর্ষি স্নেহ বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, গণিকাকে তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কামমঞ্জরী বিষণ্ণ-বদনে সলজ্জভাবে তাঁহার নিকটে করপুটে নিবেদন করিল ভগবন্! এ ব্যক্তি ঐহিক সুখঃসম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া এক্ষণে পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সংসার হইতে বহির্গত হইয়াছে, এবং আপনাকে দুঃখিত-পরিত্রাণে দীক্ষিত জানিয়া আপনকার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছে।

গণিকার এই রূপ নিবেদনের পরক্ষণেই তাহার মাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় বচনে বলিল ভগবন্ আমার এই কন্যার নিকট আমি যেঅপরাধ করিয়াছি, নিবেদন করি। বেশ্যাজাতির যে স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, এই কন্যা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া এক নির্দ্ধন ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। আপন অর্থ ব্যয় করিয়া, প্রায় এক মাস, তাহার সহিত আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতেছে। অন্য কোন ধনবান্ পুরুষ আসিলে তাহার সহিত আলাপও করে না, তাহাতে অনেকে ক্রুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং উপার্জ্জনের পথ

একবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আহারাভাবে পরিবার বর্গের দিন-পাত করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া আমি ইহাকে বলিলাম, উপার্জ্জন চেষ্টা পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল এক ব্যক্তিতে আসক্ত থাকা বেশ্যা জাতির রীতি নহে, তুমি এ দুর্ম্মতি পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া আমি ইহাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমার প্রতি কুপিত হইয়া গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া বনবাসার্থ বহির্গত হইয়াছে। এই কন্যা ব্যতিরেকে আমা-দের দিন পাতের অন্য উপায় নাই। এ যদি যথার্থই বনবাস করে তাহা হইলে আপনকার সমক্ষেই আমরা অনশন দ্বারা প্রাণ পরি-ত্যাগ করিব। এই বলিয়া গণিকার মাতা রোদন করিতে লাগিল।

মরীচি মহর্ষি কামমঞ্জরীকে বলিলেন হে কোমলাঙ্গি! বন-বাসে বহুতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তোমার যেরূপ শরীর বনবাস ক্লেশ কোন রূপেই সহ্য করিতে পারিবে না। জননীর মতানুসারিণী হইয়া সংসারাশ্রমে সুখে অবস্থিতি কর। গণিকা মহর্ষির বচনে বিষণ্ণ হইয়া বলিল আমি আপনকার চরণযুগলে আশ্রয় লইয়াছি, যদি আশ্রয় না দেন, এই দণ্ডেই অগ্নিকুণ্ডের আশ্রয় লইব। এই বলিয়া গণিকা বিষণ্ণবদনে দণ্ডায়মান রহিল। ভগবান্ মরীচি তাহার বিষণ্ণ ভাব দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া, তাহার মাতাকে বলিলেন তোমরা এক্ষণে কন্যাকে এখানে রাখিয়া গৃহে গমন কর। এই কোমলাঙ্গী সর্ব্বদা সুখ ভোগেই কাল যাপন করিয়া আসিয়াছে, দুঃখ কাহাকে বলে, জানেও না। কিছু দিন বন-বাস দুঃখ অনুভব করিলে স্বয়ংই গৃহ গমনে ব্যগ্র হইবেক। গণি-কার মাতা মুনিবরের এই রূপ অনুগ্রহ বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া কামমঞ্জরীকে মুনির আশ্রমে রাখিয়া গৃহ প্রস্থান করিল।

কামমঞ্জরী মরীচির আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া অত্যন্ত ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। আপন শরীর সংস্কার ও বেশ বিন্যাসে হতাদর হইল। প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া অপূর্ব্ব ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধ বেশে মুনির পূজার আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল। কখন কখন ধর্ম্ম অর্থ

কাম বিষয়ক কথা বার্ত্তা, কখন বা অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রস্তাব ও আত্মতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা আপন বুদ্ধি শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কখন বা নৃত্য গীতাদি দ্বারা মুনির আনন্দ বিধান ও মনোহরণ করিতে লাগিল। এই রূপে অল্পকাল মধ্যে গণিকা, জ্ঞানবান্ মরীচি মুনির মানস বশীভূত ও অনুরক্ত করিয়া আনিল।

মুনির মন একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কামমঞ্জরী এক দিন মুনিসমক্ষে নিবেদন করিল মহর্ষে! সংসারের লোকেরা অতিশয় মূর্খ, ইহারা ধর্ম্মকে অর্থ কামের সহিত একত্র গণনা করে। এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। মুনি তাহার সহাস্য বচন শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন সুন্দরি! তোমার মতে অর্থকাম অপেক্ষা কোন্ অংশে ধর্ম্মের প্রাধান্য, তাহা আমাকে বল। মুনির এইরূপ জিজ্ঞাসায় সলজ্জ হইয়া বারনারী বলিল ভগবন্! আমার নিকট হইতে আপনকার ধর্ম্ম অর্থ কামের তারতম্য জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! অথবা দাস জনের প্রতি ইহা এক প্রকার অনুগ্রহ বলিতে হইবেক, যাহা হউক, শ্রবণ করুন। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অর্থ কামের উৎপত্তিই অসম্ভব। আর যদি, অর্থ কামের কামনা পরিশূন্য হইয়া কেবল ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে, তাহা হইতে তত্ত্বার্থ বোধ উৎপন্ন হইয়া মুক্তি পদার্থ লাভ হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছা ক্রমে অর্থ কামের উপভোগ করেন, তাহা হইলে সেই অর্থ কাম দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হয় না। যৎকিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মিলেও তিনি অনায়াসে জ্ঞানাভ্যাস বলে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, এবং অনায়াসেই আপন শ্রেয়ঃ সাধনে পুনঃ সমর্থ হন। তাহার উদাহরণ দেখুন। পরাশর ব্যাসদেব অত্রি প্রভৃতি মুনিগণ, কৈবর্ত্তকন্যা গমন ভ্রাতৃ ভার্য্যা লঙ্ঘন মৃগীসঙ্গম প্রভৃতি ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদিগের ঐ সকল কাম-কর্ম্ম ধর্ম্ম ব্যাঘাত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর ধূলি যেমন গগন মণ্ডলে লিপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী দিগের ধর্ম্মপূত মানসে অর্থ কাম জনিত

দোষ সংস্পর্শও করিতে পারে না। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্ম, অর্থ কাম অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট পদার্থ।

কামমঞ্জরীর এই প্রকার বচন বিন্যাসে মুনির মানসে অনুরাগ সঞ্চার হইল। বলিলেন অয়ি বিলাসিনি! ভাল বলিয়াছ, বিষয় সুখ ভোগে তত্ত্বজ্ঞানী দিগের ধর্ম্মের হানি হয় না, এ কথা যথার্থ। আমরা আজন্ম কাল বনে থাকি, অর্থ কামের বার্ত্তাও জানি না। তোমার কথায় বোধ হইতেছে অর্থ কামের উপভোগ করিলে হানি নাই। কিন্তু অর্থ কাম কিরূপ পদার্থ, তাহার উপভোগে কিরূপ সুখানুভব হয়, জানিতে ইচ্ছা করি। কামমঞ্জরী বলিল ভগবন্! উপভোগ ব্যতিরেকে অর্থ কামের স্বরূপ জানা যায় না। উপভোগ করিলে যে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, তাহাও বর্ণনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারা যায় না। সেই সুখ ভোগের অভিলাষে মনুষ্যেরা কতই পরিশ্রম ও কতই যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কতই বা ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সমুদ্র লঙ্ঘনাদিও করিয়া থাকে। গণিকার মুখে এই সমস্ত প্রলোভন বাক্য শ্রবণ করিয়া মরীচি মুনি, দুর্ভাগ্য প্রযুক্তই হউক, বারাঙ্গনার পটুতা প্রযুক্তই হউক, অথবা তাঁহার বুদ্ধি ভ্রংশ প্রযুক্তই হউক, আপন যম নিয়মাদি কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সেই বেশ্যাতেই নিতান্ত আসক্ত হইলেন।

গণিকা মরীচি মুনিকে এই রূপে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চম্পানগর প্রস্থান করিল, এবং মনোহর শকট বাহনে আপন ভবনে উপস্থিত হইল। মরীচি মুনি বেশ্যার আবাসে বাস করিয়া কাম সুখ ভোগে উন্মত্ত হইলেন। ক্রমশঃ সেই বেশ্যার প্রতি তাঁহার এমত প্রীতি ও এমত অনুরাগ জন্মিল যে, তাহাকে ক্ষণকাল মাত্র না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। এক দিন নগর মধ্যে ঘোষণা হইল "কল্য মদনমহোৎসব হইবেক,,। পর দিন মহর্ষি, উৎসব দর্শনে অভিলাষী হইয়া মনোহর বেশ ভূষা করিলেন। কামমঞ্জরীও বেশ বিন্যাস করিয়া মরীচি সমভিব্যাহারে রাজ মার্গে বহির্গত হইল, এবং পদব্রজে কিয়ৎ দূর গমন করিয়া উৎসব সমাজে উপস্থিত হইল। তথায় রাজা শত শত যুবতী

পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে ছিলেন। মরীচি মহর্ষির সহিত কামমঞ্জরীকে সমাগত দেখিয়া সহাস্য বদনে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। কামমঞ্জরী স্মিত বদনে ভূপতি চরণে প্রণাম করিযা মহর্ষির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইল।

অনন্তর পরম সুন্দরী এক বারাঙ্গনা সেই সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার নিকটে করপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! কামমঞ্জরীর নিকট আমি পরাজিত হইয়াছি, আজি অবধি আমি ইহার আজ্ঞাকারিণী হইলাম। সভাস্থ সমস্ত লোক মরীচি মহর্ষির এই দুর্দ্দশা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া এবং কামমঞ্জরীর বশীকরণ সামর্থ্যে সন্তুষ্ট হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। রাজা কামমঞ্জরীর প্রতি প্রীত হইয়া অনুগ্রহ চিহ্ন স্বরূপ বহুমূল্য বসন ভূষণ পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

কামমঞ্জরী রাজার নিকট বিদায় হইয়া মুনি সমভিব্যাহারে সভা হইতে বহির্গত হইল। পথি মধ্যেই মুনিকে বলিল ভগবন্! আপনকার নিকট অঞ্জলি করিয়া বলিতেছি, আপনি এই দাসীর প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তপোবনে গিয়া আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করুন। মহর্ষি, বেশ্যার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়াছিলেন, তাহার মুখে এইরূপ নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া একবারে বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন প্রিয়ে! এ কি, কেন এমন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে, তোমার সেই অনুরাগ এখন কোথায় গেল? কামমঞ্জরী সহাস্য বদনে বলিতে লাগিল, ভগবন্! আজি সভামধ্যে যে রমণী আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল, একদা উহার সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ নারী আমাকে এই বলিয়া তিরস্কার করে "তুই যেন মরীচি মুনিকে বশীভূত করিয়া আনিয়াছিস্ এইরূপ অহঙ্কার করিতেছিস্"। আমি বলিয়াছিলাম, মনে করিলে অবশ্যই তাঁহাকে বশ করিয়া আপন আবাসে আনিতে পারি। ঐ রমণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা হইলে চিরকাল আমার দাসী হইয়া থাকিবেক। এক্ষণে আপনকার অনুগ্রহে আমি

সেই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। দুর্ব্বুদ্ধি মরীচি মুনি, বারবনিতার এই বচন শুনিয়া অত্যন্ত অনুতাপিত হইলেন, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন আর কি করেন, আপন আশ্রমেই পুনরাগমন করিলেন।

সৌম্য! সেই বারাঙ্গনা যে মহাপ্রভাব সরলস্বভাব মুনিকে এই প্রকার প্রতারিত ও অনুতাপিত করিয়াছিল, আমিই সেই মরীচি মুনি। সে রমণী আমার অন্তঃকরণে যে অনুরাগ রোপণ করিয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অত্যন্ত বৈরাগ্য অর্পণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই বৈরাগ্য সহকারে পুনরায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছি। বোধ হয় অল্প কাল মধ্যেই তোমার বন্ধুর বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ হইব। তুমি কিয়ৎ কাল চম্পা-নগরীতে অবস্থিতি কর।

দেব! সেই বিবর্ণ তাপসের বাক্যে আমি সম্মত হইলাম। অবিলম্বেই সন্ধ্যা সময় উপস্থিত হইল। আমি তাঁহার সহিত সায়ংকৃত্য সমাধান করিয়া শয়ন করিলাম, এবং তৎকালোচিত সৎকথালাপ দ্বারা সে রাত্রি সেই আশ্রমেই বিশ্রাম করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে, যখন অরুণোদয় হইয়া পূর্ব্বদিক্ অরুণ বর্ণ হইল, উদয় পর্ব্বতের অরণ্যে দিগ্‌ব্যাপী অগ্নিদাহ ভ্রম হইতে লাগিল। তখন আমি মরীচি মুনিকে বন্দনাদি করিয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। যাইতে যাইতে পথের প্রান্তে একটী আশ্রম দেখিতে পাইলাম। তাহার অনতিদূরে এক অশোক তরু মূলে অতি-মলিনবেশ এক বিবর্ণ তাপস বসিয়া রোদন করিতেছে। সে অত্যন্ত বিষণ্ণ বদন, দীনদর্শন, মনোদুঃখে নিতান্ত দুঃখিত। তাহার নয়নে অনবরত অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতেছে। আমি তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলাম, অহে তাপস! তপস্যার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কেবল ক্রন্দন করিতেছ কারণ কি? যদি গোপনীয় না হয়, শুনিতে ইচ্ছা করি।

তাপস বলিতে লাগিল মহাশয়! শ্রবণ করুন। আমি, এই চম্পানগর-নিবাসী নিধিপালিত নামক ধনবান্ শ্রেষ্ঠীর সন্তান।

আমার নাম বসুপালিত। আমি অতিশয় কুরূপ, এই নিমিত্ত আমার নাম বিরূপক বলিয়া নগরে প্রসিদ্ধি হয়। এই নগরে সুন্দরক নামে পরম সুন্দর আর এক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি আমার মত ধনবান্ ছিলেন না। বৈরোপজীবী নগরধূর্ত্তেরা স্বার্থ সিদ্ধির বাসনা করিয়া, নানা কল্পিত অলীক বাক্যে আমাদের পরস্পরের বিদ্বেষভাব জন্মিয়া দেয়। একদা এক উৎসব-সমাজে আমরা উভয়ে উপস্থিত ছিলাম। ঐ ধূর্ত্তেরা প্রসঙ্গক্রমে এই কথা উত্থাপন করিল "সৌভাগ্যশালী পুরুষ কাহাকে বলা যায়,, তাহা শুনিয়া সুন্দরক বলিলেন, যাহার সৌন্দর্য্য আছে সেই সৌভাগ্যশালী পুরুষ। আমি বলিলাম যাহার ঐশ্বর্য্য আছে সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী পুরুষ। আমাদের এই রূপ বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া ধূর্ত্তগণ আপনারাই আসিয়া মধ্যস্থ হইল, এবং আমাদের বিবাদের এইরূপ মীমাংসা করিয়াদিল, যে, তোমরা রূপবান্ ও ধনবান্ বলিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালী পুরুষ বোধ করিতেছ। কিন্তু সৌভাগ্য ও পুরুষত্বের মূল, রূপও নহে ধনও নহে। কোন পরম সুন্দরী বারনারী স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে কামনা করে, সেই পুরুষেরই সৌভাগ্য, সেই পুরুষেরই পুরুষত্ব। অতএব, সকল সুন্দরীর অগ্রগণ্যা কামমঞ্জরী গণিকা আসিয়া তোমাদের মধ্যে যাহাকে অভিলাষ করিবেক, সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।

ধূর্ত্তদিগের এই রূপ মীমাংসায় প্রতারিত ও বিমোহিত হইয়া আমরা দূত দ্বারা সেই বেশ্যাকে আনয়ন করিলাম। ভাগ্যক্রমে আমিই তাহার কামনার পাত্র হইলাম। সুন্দরক ও আমি, উভয়ে বসিয়াছিলাম, সেই বেশ্যা আমারই নিকটে আসিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ আমার প্রতিই প্রণয়রসাভিষিক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন নীলপদ্মের মালা আমার অঙ্গে প্রক্ষেপ করিতেছে। সুন্দরক তাহা দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে আমিই সুভগ পুরুষ হইয়া উঠিলাম। এবং অভিমানে মত্ত হইয়া সেই বেশ্যার হস্তে আপন ধন সম্পত্তি সমস্ত সমর্পণ

করিলাম। ক্রমশঃ আমার গৃহ গৃহসামগ্রী ও দাস দাসীগণ, অধিক কি, আপন প্রাণ পর্য্যন্তও, তাহার অধীন করিয়া রাখিলাম। কিন্তু সেই কল্পিত-প্রণয়বতী ধূর্ত্তা বারযুবতী অল্প দিন মধ্যেই আমার সর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া লইল, এবং আমাকে নিতান্ত নিঃস্ব ও নিরালম্ব করিয়া এই বেশে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিল। তখন আমাকে তাবৎ লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিতে লাগিল। পুরবাসীদিগের ধিক্কার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সংসারের বাসনা অগত্যা পরিত্যাগ করিলাম, এবং এই আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইলাম।

এই স্থানে এক মুনি করুণা করিয়া আমাকে মুক্তিপথের উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার সেই সদুপদেশ শ্রবণ করিলাম বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইল না। মধ্যে মধ্যে এক এক বার সংসার স্মরণ হওয়াতে, শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কতই মনে হইতে লাগিল, যে আমি সেই অসীম ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া অনায়াসলভ্য নানাবিধ সুখসেব্য দ্রব্যজাত উপভোগ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতাম, সেই আমি এক্ষণে এই অনাসন্ন স্থানে ক্ষুৎপিপাসাদি দুঃখে অবসন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতেছি। যে আমি সেই স্বর্গ তুল্য ভবনে অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়া শত শত কামিনী সঙ্গে পরম সুখে যামিনী যাপন করিতাম, সেই আমি এক্ষণে এই অনাবৃত ও অপরিষ্কৃত প্রদেশে ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া শৃগালীগণ বেষ্টিত হইয়া অতি কষ্টে রাত্রি প্রভাত করিতেছি। হায়! সেই পাপীয়সী বেশ্যাই আমার সর্ব্বনাশ করিয়া, আমাকে এই রূপ দুরবস্থা গ্রস্ত করিয়াছে।

এই বলিয়া সেই মুগ্ধ তাপস, দুঃখ সমুদ্রের প্রবাহের ন্যায় অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল। বলিলাম, তুমি নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি ও নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তন্নিমিত্তই তুমি বেশ্যাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলে। বেশ্যাগণ কেবল স্বার্থপরায়ণ। তাহারা ধনবান্ পুরুষের প্রতি

কপট প্রণয় প্রকাশ করিয়া, ক্রমশঃ তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়, একবারও তাহার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। বেশ্যারা অতিশয় নির্দ্দয়, নিতান্ত কৃতঘ্ন। যে পুরুষ তাহাদিগকে সমুদায় সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া আপনাকে তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া রাখে, নির্দ্ধন হইলে তাহাকেও নিষ্ঠুর বেশ্যারা অনায়াসে নির্ব্বাসন করিয়া দেয়। বেশ্যা সংসর্গের দোষের কথা কি কহিব, যে সকল ভদ্র সন্তান বেশ্যাতে নিতান্ত আসক্ত হয়, তাহাদের আর লোকসমাজে লজ্জা থাকে না, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার বর্গের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ থাকে না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও সদসৎ বিবেচনা এককালেই অন্তর্হিত হয়। ফলতঃ তাহারা এমত হতবুদ্ধি ও এমত অবিবেচক হইয়া উঠে, যে, যদি কোন আত্মীয় ব্যক্তি বেশ্যাবৃত্তির অশেষবিধ দোষ দর্শাইয়া, তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেয়, তাহার সেই সদুপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত বিরক্তই হইয়া উঠে।

যাহাহউক, যাহা হইয়াছে এক্ষণে আর তাহা ভাবিয়া কি হইবে। তুমি আর কিছু দিন ক্লেশ সহ্য করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি কর, যাহাতে সেই পাপীয়সী বেশ্যা স্বয়ং আসিয়া তোমার সমুদায় সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করে আমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিব; তাহার অনেক উপায় আছে।

আমি সেই মুগ্ধ তাপসকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া চম্পানগর প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ মাত্রেই তত্রত্য লোক মুখে শুনিলাম, কতগুলা লুব্ধ তস্কর ও দস্যুদলে ঐ পুরী পরিপূর্ণ। তাহারা প্রতি নিয়তই দস্যুবৃত্তি করিয়া পুরবাসী দিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে এবং সেই ধনে আপনারা সাতিশয় ধনবান্ হইয়াছে। ঐ নগরকণ্টক পাপিষ্ঠ দিগকে তাদৃশ দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, আমি প্রথমতঃ ঐ নগরে তস্কর বৃত্তি অবলম্বন করিবার মানস করিলাম। বিবেচনা করিলাম, ঐ দস্যুবর্গের গৃহে চৌর্য্য করিয়া তাহাদিগের চৌর্য্যোপার্জ্জিত অর্থ সম্পত্তি সমুদায় অপহরণ করিতে পারিলে, তাহারা অবশ্যই জানিতে ও বুঝিতে

পারিবেক " অর্থ অচিরস্থায়ী পদার্থ, অনেক যত্ন করিলেও অর্থকে কেহ চিরকাল একত্র স্থির রাখিতে সমর্থ হয় না, অতএব সেই অর্থের নিমিত্ত দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া অতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম ,, । দস্যুদিগের এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, তাহারা দুষ্কর্ম্মে বিরত ও সৎ-পথে প্রবৃত্ত হইবেক।

আমি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন নিশ্চয় করিয়া, প্রথমতঃ এক দ্যূত সভায় প্রবেশিয়া অক্ষধূর্ত্ত দিগের সহিত মিলিত হইলাম। দেখিলাম তাহারা নানা প্রকার দ্যূতক্রীড়া করিতেছে। আমি তাহাদের ক্রীড়া বিষয়ে অনভিজ্ঞতা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলাম। তাহাতে এক ব্যক্তি আমার প্রতি কুপিত হইয়া কহিল কে, হে, তুমি, আমাদের ক্রীড়া দর্শনে উপহাস করিতেছ, আইস তোমার সঙ্গেই অগ্রে ক্রীড়া হউক। এই বলিয়া বিমর্দ্দক নামক দ্যূতসভাধ্যক্ষের অনুমতি ক্রমে, আমার সহিত পণ করিয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। আমি ঐ ব্যক্তির নিকট একবারেই ষোড়শ সহস্র মুদ্রা জিতিলাম। পরে, দ্যূতসভার নিয়মানুসারে, অধ্যক্ষ ও সভ্যদিগকে অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া আপনি অর্দ্ধাংশ লইয়া বহির্গত হইলাম। তত্রত্য তাবৎ লোকেই আমার ধন্য বাদ করিতে লাগিল। দ্যূতসভাধ্যক্ষ আমার সঙ্গে সঙ্গেই সভা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং বিস্তর আগ্রহ করিয়া আমাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার অনুরোধে তাঁহার গৃহেই বাসা করিলাম। ক্রমশঃ তাঁহার সহিত আমার এমত অকৃত্রিম মিত্রতা জন্মিল, যে, উভয়ে অভিন্ন-হৃদয় হইলাম।

আমি নির্জ্জনে বিমর্দ্দকের নিকট চম্পানগরবাসী দস্যুদিগের বৃত্তান্ত বিশেষ রূপ অবগত হইলাম। একদিন নিশীথ সময়ে, যখন নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন আমি নীলবর্ণ বসনের কাচ পরিয়া কক্ষদেশে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বন্ধন করিলাম। এবং চৌর্য্য কার্য্যের নানাবিধ উপকরণ লইয়া বহির্গত হইলাম। ইতি পুর্ব্বে বন্ধু বিমর্দ্দকের নিকট সন্ধান পাইয়াছিলাম, তদনুসারে এক দস্যুপতির গৃহে সন্ধি খনন করিলাম। সন্ধির মুখ

প্রশস্ত ও প্রসারিত করিবার পূর্ব্বে, সন্ধির সুক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া অগ্রে গৃহমধ্যের তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। পশ্চাৎ, সন্ধির মুখ প্রশস্ত করিয়া অবলীলা ক্রমে আপন গৃহের ন্যায় গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বহুমূল্যের একছড়া হার লইয়া প্রস্থান করিলাম।

চতুর্দ্দিক্ ঘোরতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, রাজপথ নিবিড়তর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। আমি সেই রাজপথে গমন করিতেছি, হঠাৎ বিদ্যুৎপাতের ন্যায় কিয়দ্দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলাম। ঐ আলোক আমার দিকেই আসিতে লাগিল। ফলতঃ সেটা আলোক নহে, এক পরমসুন্দরী যুবতী স্ত্রী। ক্রমেক্রমে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে সদয় বাক্যে জিজ্ঞাসিলাম কে তুমি, কোথায় যাইতেছ? সে অতিশয় ভীত হইয়া গদ্গদ স্বরে বলিল আর্য্য! কুবেরদত্ত নামে এক ধনবান্ বণিক্ এই নগরে বাস করেন। আমি তাঁহার কন্যা। আমার নাম কুলপালিকা। জাতমাত্রেই পিতা আমাকে, এই নগরবাসী ধনমিত্র নামক এক ধনাঢ্য বণিক্-কুমারকে বাগ্দান করিয়াছিলেন। জ্ঞানোদয় হইলে আমি আপন বাগ্দানের বৃত্তান্ত অবগত হইলাম এবং ধনমিত্রকেই মন সমর্পণ করিলাম। ধনমিত্র, পিতা মাতার লোকান্তর গমনের পর সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইলেন। তিনি স্বভাবতঃ পরম ধার্ম্মিক এবং অতিশয় বদান্য। বদান্যতা হেতু দীন দুঃখীদিগকে ক্রমশঃ সমস্ত সম্পত্তিই দান করিয়া, স্বল্পকাল মধ্যেই স্বয়ং দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ঔদার্য্য গুণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুরবাসীগণ এক্ষণে তাঁহাকে উদারক বলিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতা, নির্ধন বলিয়া তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিলেন না, অর্থপতি নামক এক অর্থশালী বণিকের সহিত আমার বিবাহ দিবেন অবধারণ করিয়াছেন। অদ্য রাত্রিশেষে সেই অমঙ্গল ঘটনা হইবেক। ইহা অগ্রে জানিতে পারিয়া আমি সেই প্রিয়তম ধনমিত্রের সঙ্কেতানুসারে আপন পুরজনকে বঞ্চনা করিয়া এই নিশীথে বাটী হইতে

বহির্গত হইয়াছি। একাকিনী কেবল সেই প্রিয়তমের সঙ্গবাসনা সঙ্গিনী করিয়া, বাল্যকালের পরিচিত পথে তাঁহার ভবনে যাইতেছি। হে মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করুন, এই অলঙ্কার গুলি গ্রহণ করুন, এই বলিয়া সেই অবলা বসন হইতে ভূষণ ভাণ্ড উন্মোচন করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিল।

আমি তাহার এই বিবরণ শ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে বলিলাম পতিব্রতে! এস আমি তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকট পহুছিয়া দিতেছি। এই বলিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া দুই চারি পদ অগ্রবর্ত্তী হইবামাত্র দেখিতে পাইলাম, এক দল প্রহরী সৈন্য, তীক্ষ্ন খড়্গ ও প্রচণ্ড দণ্ড হস্তে আলো জালিয়া কোলাহল করিয়া আসিতেছে। তাহা দেখিয়া ঐ অবলা কম্পান্বিত-কলেবর হইল। আমি তাহাকে বলিলাম অবলে! তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, আমার হস্তে এই খড়্গ রহিয়াছে। অথবা, আর এক উপায় আছে। আমি, যেন সর্পাঘাত হইয়াছে এই রূপ ভান করিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকি, তুমি বিষণ্ন বদনে প্রহরী দিগকে এই কথা বল যে ' আমরা স্ত্রীপুরুষে রাত্রিকালে যাইতেছিলাম, আমার স্বামীকে সর্পে দংশন করিয়াছে, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ মন্ত্রবৈদ্য থাকেন, দয়া করিয়া আমার প্রাণনাথকে বাঁচাইয়া দেউন, তাহা হইলে এ অনাথার প্রাণ রক্ষা হয়,,।

তখন সেই কুলকামিনী ভয়ে কম্পমান ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া অগত্যা সেই কথাতেই সম্মত হইল। আমি যেন বিষাক্ত ও বিচেতন হইয়াছি এইরূপ ভঙ্গী করিয়া পড়িয়া রহিলাম। প্রহরী সৈন্য সমীপবর্ত্তী হইলে, অবলা সজল নয়নে আমার কথিতানুরূপ সমস্ত নিবেদন করিল। সৈন্যমধ্যে বিষবৈদ্যাভিমানী এক ব্যক্তি আমাকে নাড়িয়া চাড়িয়া অনেক মন্ত্র তন্ত্র পড়িল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। বলিল, ইহাকে কালে দংশন করিয়াছে, এ আর বাঁচিবে না, ইহার সমুদায় অঙ্গ স্তব্ধ ও মলিনবর্ণ হইয়াছে, চক্ষুঃ স্থির হইয়াছে, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে। হে সাধ্বি! শোক পরিত্যাগ কর, অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কেহই লঙ্ঘন করিতে

পারে না। এক্ষণে তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর, কল্য তোমার স্বামীকে অগ্নিসাৎ করিয়া দিব । ইহা বলিয়া প্রহরী সৈন্য প্রস্থান করিল।

আমি গাত্রোত্থান করিয়া সেই কামিনীকে ধনমিত্রের নিকট লইয়া গিয়া বলিলাম আমি এক তস্কর, এই ঘোর নিশীথে রাজপথে যাইতে ছিলাম। এই কামিনী তোমার প্রতিই একান্তচিত্ত হইয়া একাকিনী আসিতেছিলেন। আমি পথিমধ্যে সহায় হইয়া তোমার নিকট পঁহুছিয়া দিলাম। ইহার এই অলঙ্কারগুলি গ্রহণ কর। এই বলিয়া, পতিব্রতার অর্পিত ভূষণ-ভাণ্ড ধনমিত্রের হস্তে অর্পণ করিলাম।

ধনমিত্র অলঙ্কারগুলি দর্শন করিয়া ভক্তি, হর্ষ ও সম্ভ্রম সহকারে আমাকে বলিলেন আর্য্য! আজি তোমা হইতেই আমি প্রিয়তমা প্রাপ্ত হইলাম। সাধুতা যার নাম, ঔদার্য্য যার নাম, ও অলোভ যার নাম, আজি তোমা হইতেই তাহার উদ্ধারন হইল। তুমি যে উপকার করিলে, কি প্রত্যুপকার করিয়া আমি এ ঋণ হইতে মুক্ত হইব। যদি শরীর প্রদান করি, তাহাও হইতে পারে না। আজি প্রিয়াকে না পাইলে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিতাম না, এক্ষণে আমার প্রাণ দান করিয়া তুমিই এই শরীরের অধিকারী হইয়াছ, সুতরাং এই শরীর দানে আমার আর অধিকার নাই। অতএব ইহাই কেবল নিবেদন, আজি অবধি তুমি এ দাস জনকে ক্রয় করিয়া রাখিলে, চিরকাল প্রতিপালন করিতে হইবে। এই বলিয়া ধনমিত্র আমার পদতলে পতিত হইলেন।

আমি তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিলাম ভদ্র! আমার প্রত্যুপকার চিন্তায় প্রয়োজন নাই, তুমি নিশ্চিন্ত হইলে কি না বল। তিনি বলিলেন নিশ্চিন্ত হইবার বিষয় কি, এই নারীর পিতা মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে ইহাকে বিবাহ করিয়া এ দেশে থাকিলে, প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইবে। অতএব এই রাত্রেই এ দেশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এক্ষণে তোমার আজ্ঞাই প্রমাণ। আমি বলিলাম, এ রূপ রূপবতী যুবতী সমভি-

ব্যাহারে লইয়া বিদেশে গমন করিতে হইলে পথিমধ্যে নানা বিঘ্ন ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, বুদ্ধিমান্ লোকেরা এরূপে দেশত্যাগ করেন না, করিলে বুদ্ধিমত্তা ও মহত্ত্বের হানি হয়। যদি এই স্ত্রীর সহিত এই দেশেই নিষ্কণ্টকে বাস করা যায়, তাহা হইলেই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করা হয়। অতএব চল, ইহাকে ইহার আপন ভবনেই রাখিয়া আসি।

ধনমিত্র আমার এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। এবং তৎক্ষণেই আমরা উভয়ে সেই কন্যাকে লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তথায় সেই কুমারীকে চর করিয়া সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিলাম। মৃৎপাত্র মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তথা হইতে বহির্গত হইয়া, চোরিত দ্রব্য জাত এক নির্জ্জন স্থানে লুকাইয়া রাখিলাম। অনন্তর উভয়ে রাজপথে গমন করিতেছি, হঠাৎ কতগুলা প্রহরী পুরুষের সম্মুখে পতিত হইলাম। তখন কি করি, পথপ্রান্তে একটা হস্তী শয়ন করিয়াছিল তাহার পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। এবং তাহার স্কন্ধদেশে পদাঘাত পূর্ব্বক সঙ্কেত করাতে, সেই মত্ত হস্তী গাত্রোত্থান করিয়া শুণ্ডাঘাত ও দন্ত প্রহার দ্বারা তাবৎ প্রহরীকেই সংহার করিল। পরে সেই হস্তী দ্বারা সেই রাত্রেই, কুবেরদত্তের মনোনীত বরপাত্র অর্থপতির গৃহ দ্বার সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম। পশ্চাৎ হস্তীর পৃষ্ঠে যাইতে যাইতে এক পুরাতন উদ্যানে উপনীত হইলাম। তথায় বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক উভয়ে হস্তী পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ভূমে অবতীর্ণ হইলাম। পরে ধনমিত্রের ভবনে গমন করিয়া শয়ন করিয়া থাকিলাম।

অবিলম্বেই উদয় পর্ব্বতের পদ্মরাগ শৃঙ্গের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল গগনমণ্ডলে উদিত হইল। আমরা গাত্রোত্থান করিয়া নগর ভ্রমণে নির্গত হইলাম। পথিমধ্যে শুনিলাম, পুরবাসিরা বলিতেছে, কি চমৎকার! গতরাত্রে কি ভৌতিক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। কুবেরদত্তের গৃহ সম্পত্তি সমুদায় অপহরণ করিয়াছে, অর্থপতির গৃহদ্বার সমস্ত চূর্ণ করিয়াছে। বোধ হয়, কুবেরদত্ত অন্যায় করিয়া

ধনমিত্রকে কন্যাদান না করাতে এইরূপ দৈব ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকিবেক। অনন্তর কুবেরদত্তের ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তথায় তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। কুবেরদত্ত অর্থশোকে সাতিশয় অভিভূত, অর্থপতি তাহাকে বিপুল অর্থ প্রদান করিবেক বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, এবং এক মাস পরে কুলপালিকাকে বিবাহ করিবেক এই প্রস্তাব করিল। কুবেরদত্ত তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন আমরা একমাস আর কোন উৎপাত নাই বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে স্বভবনে প্রত্যাগত হইলাম।

অনন্তর আমি এক চর্ম্মভস্ত্রিকা প্রস্তুত করিয়া অতিগোপনে ধনমিত্রকে কহিলাম সখে! এই ভস্ত্রিকা লইয়া তুমি অঙ্গরাজের নিকট উপস্থিত হও, এবং নির্জ্জনে রাজাকে এই কথা বল, "মহারাজ! আপনি অবগত আছেন, আমি আপনকার নগরবাসী বসুমিত্র বণিকের এক মাত্র পুত্র, আমার নাম ধনমিত্র। আমি স্বহস্তে সমস্ত সম্পত্তি সৎপাত্রে দান করিয়া এক্ষণে দরিদ্র হইয়াছি, সকলে আমাকে দরিদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, যে কুবেরদত্ত আমাকে আপন কন্যা কুলপালিকা সম্প্রদান করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে আমার দারিদ্র্য হেতু আমাকে কন্যা দানে পরাঙ্মুখ হইয়া, অর্থপতি নামক বণিককে কন্যা দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। আমি সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ পরিত্যাগের বাসনায় এক জীর্ণ অরণ্যে উপস্থিত হইলাম। এবং সেই জন শূন্য স্থানে গলায় ছুরি দিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ কোথা হইতে এক জটাধর পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে জিজ্ঞাসিলেন কে হে তুমি, কি নিমিত্ত এই সাহস কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি কহিলাম মহাশয়! আমি এই চম্পানগরনিবাসী এক বণিকের পুত্র, দারিদ্র্য নিমিত্ত সাহস কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন তুমি অতি মূঢ়, জাননা আত্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ নাই। তুমি ধনের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছ, ইহা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। ধনলাভের অনেক উপায় হইতে পারে, কিন্তু একবার কণ্ঠচ্ছেদ হইলে

পুনর্ব্বার প্রাণ লাভের কোন প্রত্যাশা থাকে না। অতএব তুমি এ দুর্ম্মতি পরিত্যাগ কর। আমি এক চর্ম্মভস্ত্রিকা তোমাকে দিতেছি ইহার প্রসাদে তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইবেক। আমি অনেক তপস্যা করিয়া এই ভস্ত্রা সিদ্ধ করিয়াছি। আমি যত কাল কামরূপে বাস করিয়াছিলাম, ইহারি প্রসাদে তথায় অনেক দরিদ্রের দারিদ্র্য দুঃখ দূর হইয়াছে। এক্ষণে চম্পানগর দর্শনার্থ আসিয়াছি। তোমার দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দয়া জন্মিতেছে, তুমি এই ভস্ত্রারত্নটী গ্রহণ কর। এই ভস্ত্রার বিষয়ে যে দৈব আদেশ আছে তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। এই ভস্ত্রা বেশ্যা ও বণিক জাতি ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও গৃহে রত্ন প্রসব করে না। এবং যিনি এই ভস্ত্রা হইতে ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার প্রতিও এই আদেশ আছে, তাঁহাকে পূর্ব্বোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি সৎপাত্রে দান করিতে হইবেক, আর যদি তিনি অন্যায় করিয়া কহারও ধন সম্পত্তি লইয়া থাকেন তাহা তাহাকে ফিরিয়া দিতে হইবেক। অনন্তর এই ভস্ত্রাকে কোন পবিত্র স্থানে রাখিয়া রাত্রিকালে পূজা করিলে, পরদিন প্রভাতে এই ভস্ত্রা সুবর্ণে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইবেক। দয়ালু জটাধর এই অলৌকিক ভস্ত্রা আমাকে অর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এক্ষণে এই ভস্ত্রারত্ন মহারাজকে নিবেদন না করিয়া উপভোগ করা অনুচিত বিবেচনায়, আপনকার নিকট আসিয়াছি, আপনি যাহা আজ্ঞা করেন „। এই বলিয়া করপুটে দণ্ডায়মান হইও। রাজা অবশ্যই তোমাকে এই ভস্ত্রারত্ন উপভোগের আজ্ঞা দিবেন। পুনর্ব্বার তুমি কহিও মহারাজ ! যাহাতে কোন ব্যক্তি ইহা অপহরণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। রাজা তোমার এ প্রার্থনাও পরিপূরণ করিবেন।

তদনন্তর আপন গৃহে আসিয়া পূর্ব্ব সম্পত্তি যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে তাহা সর্ব্ব সমক্ষে সৎপাত্রে দান করিয়া, এই ভস্ত্রা পূজা করা যাইবেক। প্রতিদিন আমরা যে ধন চুরি করিয়া আনিব তদ্দ্বারা এই ভস্ত্রা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিব। তুমি প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বসমক্ষে ধনপূর্ণ ভস্ত্রা বাহির করিবে এবং ঐ সমস্ত ধন পূর্ব্ববৎ বিতরণ

করিবে। এই রূপ করিলে, অর্থলুব্ধ কুবেরদত্ত অর্থপতিকে তৃণ জ্ঞান করিয়া তোমাকেই কন্যা দান করিবেন সন্দেহ নাই। এবং এই উপায়ে আমাদের চৌর্য্য কার্য্যও প্রচ্ছন্ন থাকিবেক।

ধনমিত্র আমার এই পরামর্শে হৃষ্ট হইয়া, আমার উপদেশানুরূপ সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ দিবসেই বন্ধু বিমর্দ্দককে বলিলাম সখে! তুমি অর্থপতির সহিত কোনরূপে প্রণয় কর এবং যাহাতে তোমার উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এরূপ চেষ্টা কর, আর ক্রমশঃ তাহার অন্তঃকরণে ধনমিত্রের উপর শত্রুতা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিতে থাক। বিমর্দ্দক আমার পরামর্শের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ধনমিত্রের ভস্ত্রারত্ন প্রাপ্তি এবং উত্তরোত্তর সম্পত্তি বৃদ্ধি দেখিয়া, লুব্ধ কুবের দত্ত অর্থপতিকে কন্যাদান-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ধনমিত্রকেই কন্যা দান করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু অর্থপতি তাহাতে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে লাগিল।

এক দিন শুনিলাম কামমঞ্জরীর কনিষ্ঠ ভগিনী রাগমঞ্জরীর নাচ হইবেক। এই সংবাদ শুনিয়া অনেক নাগরিক লোক যাইতে লাগিলেন। আমিও ধনমিত্রের সহিত নৃত্য দর্শনাভিলাষে সভায় উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট হইলাম। রাগমঞ্জরী রঙ্গভূমিতে নৃত্য আরম্ভ করিল। আমি তাহার রূপমাধুরী ও নৃত্যচাতুরী দর্শন করিয়া একবারে মোহিত ও মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। কুসুমায়ুধ তাহার দৃষ্টি পরম্পরা রূপ নীলপদ্ম লইয়াই যেন আমাকে সাতিশয় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাগমঞ্জরীর নৃত্য দর্শন করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রশংসা শ্রবণে রাগমঞ্জরীর মুখচন্দ্রের বিজাতীয় শোভা জন্মিল। তাহার তৎকালের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আমি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিলাম। নৃত্য শেষ হইলে সেই বারবিলাসিনী, কি বিলাস হেতুক, কি অভিলাষ হেতুক, কি অকস্মাৎই বা, জানিনা কি হেতুক, সে আমাকে অপাঙ্গ নয়নে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরিশেষে ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রস্থান করিল। আমি তখন গৃহে

আসিয়া দিবারাত্র কেবল রাগমঞ্জরী চিন্তায় মগ্ন হইলাম। শিরো-বেদনাচ্ছলে এক নির্জ্জন গৃহে শয়ন করিয়া থাকিলাম।

ধনমিত্র আমার অবস্থা দর্শনে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন সখে! ধন্যা সেই বারকন্যা, যে তোমার অন্তঃকরণকে এরূপ মোহিত করিয়াছে। আমি তাহার তৎকালীন ভাব ভঙ্গী দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহারও তোমার প্রতি প্রণয়প্রবৃত্তি হইয়াছে। কামদেব তাহাকেও তোমার ন্যায় ব্যাকুলিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এক স্থানে উভয়ের মিলনের অপেক্ষা মাত্র রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত সমাগমের একটী প্রতিবন্ধক আছে। সেই বারবিলাসিনী বেশ্যা ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া কুল-কামিনীর ন্যায় একমাত্র বিবাহিত স্বামি সমাগমে কাল যাপন করিবেক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণে তাহার ভগিনী কাম-মঞ্জরী এবং তাহার মাতা মাধবসেনা তাহাকে স্বধর্ম্ম অবলম্বনের নিমিত্ত বিস্তর বুঝাইয়াছিল। কিন্তু সে কোনরূপেই তাহাদিগের মতানুযায়িনী হয় নাই। পরে তাহারা এই বিষয় রাজগোচর করে। রাজা রাগমঞ্জরীকে ডাকাইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন তথাপি তাহাকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারেন নাই। অনন্তর তাহার ভগিনী ও জননী বিনয় পুর্ব্বক নৃপতির নিকট প্রার্থনা করিল "মহারাজ! যদি কোন ব্যক্তি আমাদের অমতে রাগমঞ্জরীকে বিবাহ করে তাহা হইলে আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিবেন"। রাজা তাহাদের প্রার্থনা পুর্ণ করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এবিষয়ে যাহা পরামর্শ হয় কর।

আমি বলিলাম তবে আর ভাবনা কি, রাগমঞ্জরীর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে বোধ হইতেছে সে ধনলুব্ধা নহে, গুণলুব্ধা। অতএব তাহাকে বশ করা কঠিন কর্ম্ম নয়। তাহার ভগিনী ও জননী কেবল ধনেরই আকাঙ্ক্ষা করে। তাহাদিগকে গোপনে প্রচুর ধন দান করিলেই তাহারা সম্মত হইবেক। আমি মিত্রের সহিত এই পরামর্শ স্থির করিয়া ধর্ম্মরক্ষিতা নামে কামমঞ্জরীর দুতীকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া বশীভুত করিলাম। তাহার দ্বারা কামমঞ্জরীকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলাম,

"যদি তুমি আমার সহিত রাগমঞ্জরীর বিবাহ দাও, তাহা হইলে আমি ধনমিত্রের ভস্ত্রারত্ন চুরি করিয়া তোমাকে দিব,,। কামমঞ্জরী ভস্ত্রালাভ লোভে আমার প্রার্থনায় সম্মত হইল। আমি রাত্রি-যোগে অতিগোপনে বন্ধুর বাটী হইতে সেই ভস্ত্রাটী আনিয়া তাহাকে দিলাম। দিয়া, রাগমঞ্জরীকে বিবাহ করিলাম।

এইরূপে যে রাত্রে ভস্ত্রারত্ন চুরি হইল সেই দিন দিবাভাগে, বন্ধু বিমর্দ্দককে যেরূপ শিখাইয়া দিয়াছিলাম তদনুসারে তিনি আসিয়া, কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে ধনমিত্রকে কতগুলা তিরস্কার করেন। তাহাতে ধনমিত্র বলেন ভদ্র! কেন তুমি অকারণে আমাকে অপমান করিতেছ, আমি তোমার বিন্দুমাত্রও অপকার করি নাই। এই কথায় বিমর্দ্দক পুনর্ব্বার তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন " কি! তুমি অপকার কর নাই। আমার প্রভু অর্থপতি অর্থ দিয়া যে নারী ক্রয় করিয়াছেন, তুমি তাহার পিতা মাতাকে ধন সম্পত্তির লোভ দেখাইয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছ, আর বলিতেছ কোন অপকার কর নাই। তুমি কি জাননা, যে, বিমর্দ্দক অর্থপতি বণিকের প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্র। আমি প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি কিসের এত অহঙ্কার কর, যে এক ভস্ত্রারত্নের অহঙ্কার, আমি এক রাত্রেই সে অহঙ্কার চূর্ণ করিতে পারি,,। প্রতিবাসী ভদ্র লোকেরা বিমর্দ্দকের এইরূপ সাহস বাক্যে রুষ্ট হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বিদায় করিয়া দেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ধনমিত্র রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃত্রিম কাতরতা প্রদর্শন করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ! আমি পূর্ব্বে যে ভস্ত্রারত্নের বিষয় আপনকার গোচর করিয়াছিলাম, গতরাত্রে আমার সেই ভস্ত্রারত্নটী চুরি গিয়াছে। কল্য দিবাভাগে অর্থপতি বণিকের প্রিয়পাত্র বিমর্দ্দক আমাকে অকারণ কতগুলা কটু বাক্য কহিয়া ভস্ত্রা হরণের ভয় প্রদর্শন করে। তাহার উপরেই আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে। এক্ষণে আপনকার আজ্ঞাই প্রমাণ। রাজা, অর্থপতিকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন ভদ্র!

বিমর্দ্দক নামে কেহ তোমার আত্মীয় আছে কি না ?। মূর্খ অর্থপতি উত্তর করিল মহারাজ ! বিমর্দ্দক আমার পরম আত্মীয়। রাজা কহিলেন তাহাকে একবার ডাকিয়া আন। অর্থপতি রাজাজ্ঞায় স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, বিমর্দ্দককে আপন আলয়ে, বেশ্যালয়ে, দ্যূতসভায় এবং আপণ প্রভৃতি নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইল না। দেব ! মূর্খ অর্থপতি আর কিরূপেই বা বিমর্দ্দককে প্রাপ্ত হইবেক। আমি তাহাকে সেই দিনেই তোমার অন্বেষণার্থ উজ্জয়িনী নগর প্রেরণ করিয়াছিলাম। সুতরাং তাহাকে না পাইয়া অর্থপতি একাকী রাজগোচরে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। রাজা, সাক্ষী দ্বারা বিমর্দ্দকের সেই সেই সাহস বাক্যের প্রমাণ পাইয়া, অর্থপতিকেই ভস্ত্রা হরণের মূলীভূত বিবেচনা করিয়া, কারাবদ্ধ করিলেন।

এদিকে কামমঞ্জরী ভস্ত্রা হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের আকাঙ্ক্ষায়, ভস্ত্রার বিষয়ে যে দৈব আদেশ আছে তদনুসারে আপন অর্থ সম্পত্তি সমুদায় বিতরণ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে অন্যায় পূর্ব্বক যে বিরূপক বণিকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই বিরূপকের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার তাবৎ সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিল। বিরূপক, অকস্মাৎ আপন সমুদায় সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া একবারে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। এবং আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সংসারধর্ম্মে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন।

কামমঞ্জরী ভস্ত্রারত্ন দোহনের প্রত্যাশায় অল্প দিন মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল, কেবল গৃহ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এমন সময় ধনমিত্র, আমার পরামর্শানুসারে অতি গোপনে ভূপতি ভবনে গিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ! আমি পূর্ব্বে আপনকার গোচর করিয়াছি, ভস্ত্রা হইতে ধন গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ব্ব সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হয়। এক্ষণে কামমঞ্জরী বেশ্যা সাতিশয় ধনলুব্ধা হইয়াও যখন অকাতরে আপন সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করিতেছে, ইহাতে বোধ হয় আমার ভস্ত্রা রত্নটী ইহার গৃহেই আছে।

রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কামমঞ্জরী ও তাহার মাতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে আমি যেন অতিবিষণ্ণ হইয়া কামমঞ্জরীকে বলিলাম বোধ করি, প্রকাশিত রূপে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাতে তোমার গৃহেই ভস্ত্রারত্ন আছে আশঙ্কা করিয়া, অঙ্গরাজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, যদি তোমরা আমা হইতে পাইয়াছ, বল, তাহা হইলে অবশ্যই আমার প্রাণদণ্ড হইবেক, আমার বিয়োগে তোমার ভগিনীও জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না, এবং এই ভস্ত্রা রত্নও ধনমিত্রের হস্তগত হইবেক। এককালে নানা বিপদ্ উপস্থিত, উদ্ধারের উপায় কি?

কামমঞ্জরী ও তাহার মাতা আমার এই কাতরোক্তি শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল এক্ষণে আর উপায় কি, আমাদিগের মূর্খতা প্রযুক্তই এই গোপনীয় বিষয় প্রকাশিতপ্রায় হইয়াছে। রাজা আমাদিগকে ভস্ত্রাপহারকের নাম জিজ্ঞাসিলে, যদি আমরা তোমাকে নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে সকলেই এককালে ধনে প্রাণে মজিলাম। তবে এই এক উপায় আছে, অর্থপতি ভস্ত্রা রত্ন হরণ করিয়াছে বলিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে। সেই হতভাগ্য প্রতিদিন আমাদের গৃহে গতায়াত করিত, অঙ্গপুরীস্থ তাবৎ ব্যক্তিরই ইহা বিদিত আছে। অতএব তাহারই নাম নির্দ্দেশ করিয়া আপাততঃ প্রাণ রক্ষা করা পরামর্শ। এই স্থির করিয়া তাহারা রাজভবনে গমন করিল।

রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমাদিগকে ধনমিত্রের ভস্ত্রারত্ন দিয়াছে, বল। তাহারা বলিল মহারাজ! বেশ্যা জাতির এরূপ রীতি নহে, যে, ধনদাতার নামোল্লেখ করে। যাহারা বেশ্যাসক্ত হয় তাহারা কিছু ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ আনিয়া বেশ্যাকে দেয় না। অতএব মহারাজ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা কি রূপে তাহার নাম নির্দ্দেশ করিতে পারি। এইরূপ অনেক বাক্ছল করাতে, রাজা কুপিত হইয়া তাহাদের নাসা কর্ণ ছেদনের আদেশ করিলেন। তখন তাহারা অতিশয় বিষণ্ণ ভাব প্রকাশ করিয়া অর্থপ-

তিরই নাম উল্লেখ করিল। রাজা এই কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। আর কোন অনুসন্ধান না করিয়া তৎক্ষণাৎ অর্থপতির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। তৎকালে ধনমিত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ! এ ব্যক্তি প্রধান বণিক্‌বংশে জন্মিয়াছে, ইহার প্রাণদণ্ড করিবেন না, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন। বরং সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বাসন করিয়া দেউন। ধনমিত্রের এইরূপ সৌজন্য ও দয়ালুতা দর্শনে সভাস্থ তাবৎ লোক তাঁহার ধন্যবাদ করিতে লাগিল। রাজাও পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে অর্থমত্ত অর্থপতিকে সর্ব্বস্ব বর্জ্জিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। লুব্ধা কামমঞ্জরী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, ধনমিত্রের অনুরোধে, অঙ্গরাজ তাহাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অর্থপতির অর্থের কিয়দংশ দিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর ধনমিত্র উত্তম দিন দেখিয়া নির্ব্বিঘ্নে কুলপালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। আমি এইরূপে মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া প্রিয়তমা রাগমঞ্জরীর সহিত সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলাম।

অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। একরাত্রি আমি প্রণয়িনী রাগমঞ্জরীর অনুরোধে অধিক সুরা সেবন করিয়া অত্যন্ত মত্ত হইলাম। মত্ত ব্যক্তিরা উত্তর কাল বিবেচনা না করিয়াই সহসা সাহস কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। আমি মদভরে অধীর হইয়া রাগমঞ্জরীকে বলিলাম অদ্য রাত্রেই তোমার গৃহ ধনে পরিপূর্ণ করিব, এই কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিলাম। প্রিয়তমা আমাকে মত্ত দেখিয়া বারম্বার বারণ করিতে লাগিল। আমি তাহার নিষেধ না মানিয়া অতিবেগে রাজপথে বহির্গত হইলাম। আমার হস্তে কেবল একখানি খড়্গ ছিল। চৌর্য্য কার্য্যের উপযোগী আর আর উপকরণ লইতে বিস্মৃত হইলাম। শৃগালিকা নামে রাগমঞ্জরীর দাসী আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। অবিলম্বেই কতগুলা প্রহরী পুরুষ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি তখন অতিশয় মত্ত ছিলাম, তাহাদের দুই তিন জনকে খড়্গাঘাত করিলাম। পরিশেষে মদভরে অবসন্ন-শরীর হইয়া ভূতলে পতিত

হইলাম। সেই অবকাশে তাহারা আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল।

অনন্তর শৃগালিকা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে আমার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হওয়াতে মনে মনে বিবেচনা করিলাম অহো! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, আপন দোষেই ঘোরতর বিপদে পতিত হইলাম। এখন কি করিয়া উদ্ধার হই। ধনমিত্র ও রাগমঞ্জরীর সহিত আমার প্রণয় আছে নগরের সকলেই জানিতে পারিয়াছে। আমার নিমিত্ত উত্তর কালে তাহাদের কোন বিপদ ঘটনা না হয়, অথচ আমিও এ বিপদে মুক্ত হইতে পারি, এমন কোন উপায় করা কর্ত্তব্য। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে এক উপায় স্থির করিলাম। অনন্তর শৃগালিকাকে বলিলাম দূর হ, বৃদ্ধে! দূর হ, তুই সেই অর্থলুব্ধা রাগমঞ্জরীকে ভস্ত্রারত্ন-গর্ব্বিত ধনমিত্রের সহিত মিলন করিয়া দিয়াছিস্, আবার আমার নিকট আত্মীয়তা করিতে আসিয়াছিস্। আমি তোর রাগমঞ্জরীর তাবৎ অলঙ্কার এবং ধনমিত্রের ভস্ত্রারত্ন চুরি করিয়া আনিয়াছি। ইহাতে আমার প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি তোর কথায় আর কদাপি রাগমঞ্জরীর গৃহে যাইব না।

পরম ধূর্ত্তা শৃগালিকা আমার মনের ভাব বুঝিয়া সজল-নয়নে রাজপুরুষদিগের নিকট নিবেদন করিল হে মহাশয়গণ! আপনারা ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করুন, আমি ইহার স্থানে আমার কন্যার অলঙ্কার গুলির সন্ধান জানিয়া লই। তাহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, শৃগালিকা আমার নিকট আসিয়া বলিল সৌম্য! আমার এই অপরাধটী মার্জ্জনা কর, এক্ষণে ধনমিত্র তোমার কলত্র হরণ দ্বারা শত্রু হইয়াছে, যথার্থ বটে। কিন্তু রাগমঞ্জরী চিরকাল তোমার পরিচর্য্যা করিয়াছে, তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ কর, তাহার অলঙ্কার গুলি লইয়া কোথায় রাখিয়াছ বলিয়া দাও। এই বলিয়া আমার পদতলে পতিত হইল। তখন আমি কৃত্রিম দয়া প্রকাশ করিয়া বলিলাম, ভাল, আমিত মৃত্যুর হস্তে পতিতই হইয়াছি. তবে আর তাহার অলঙ্কার রাখিবার প্রয়োজন কি। রক্ষীপুরুষদিগের সমক্ষে প্রকাশিত রূপে এই কথা বলিয়া, শৃগা-

লিকার কানে কানে সঙ্ক্ষেপে আপন উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলাম। সে আমার সমস্ত অভিপ্রায় বুঝিয়া লইল। এবং, বৎস! চিরজীবী হও, দেবতারা তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। রক্ষী পুরুষেরা আমাকে কারাগারে আনিয়া বদ্ধ করিল।

কান্তক নামে এক যুবা পুরুষ ঐ কারাগারের কর্ত্তৃত্ব পদে নূতন নিযুক্ত হইয়াছিল। সে যৌবন মদে মত্ত হইয়া আপনাকে সুন্দর পুরুষ বলিয়া অভিমান করিত। ফলতঃ তাহার কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য ছিল বটে, কিন্তু তাদৃশ বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না। সে একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিল, তুমি যদি ধনমিত্রের ভস্ত্রারত্ন প্রত্যর্পণ না কর, তাহা হইলে তোমাকে নানা যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে মৃত্যু-পথের পথিক হইতে হইবেক। আমি হাস্য করিয়া বলিলাম, যদিও চিরকালের চোরিত অর্থজাত প্রত্যর্পণ করিতে হয়, যদিও সহস্র সহস্র যাতনা ভোগ করিতে হয়, তথাপি আমার পরম শত্রু ধনমিত্রের ভস্ত্রারত্ন কদাপি প্রদান করিব না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কান্তক প্রত্যহই আমাকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন, কখন বা তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন বা সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। আমি সেই কারাগারে কোন প্রকারে কাল হরণ করিতে লাগিলাম।

কিছু কাল পরে এক দিন অপরাহ্নে শৃগালিকা একাকিনী নির্জ্জনে আমার নিকট আসিয়া প্রফুল্ল বদনে বলিল সৌম্য! তুমি আমার কানে কানে যাহা বলিয়া দিয়াছিলে তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছি। আমি তোমার আদেশানুসারে ধনমিত্রকে গিয়া বলিলাম "তোমার বন্ধু বেশ্যা সংসর্গসুলভ পান দোষ হেতুক এইরূপ বিপদে পড়িয়া কারাগারে বদ্ধ হইয়াছেন। তোমাকে বলিয়াছেন তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে রাজার নিকটে গিয়া জানাও মহারাজ! আমার যে ভস্ত্রারত্ন অর্থপতি অপহরণ করিয়াছিল, আপনকার অনুগ্রহে তাহা আমি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে রাগমঞ্জরীর নায়ক একজন অক্ষধূর্ত্ত আমার সহিত বন্ধুত্ব

করিয়াছিল। আমি তাহার সম্পর্কেই তাহার প্রিয়তমা রাগমঞ্জরীর গৃহে কখন কখন গমনাগমন করিতাম এবং বন্ধুর প্রণয়িনী বলিয়া কখন কিঞ্চিৎ উপঢৌকনস্বরূপ বসন ভূষণও প্রদান করিতাম। সেই দুরাশয় আমার তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে, আমি রাগমঞ্জরীতে অনুরক্ত হইয়াছি, অনুমান করিল। তাহাতে আমার প্রতি এবং রাগমঞ্জরীর প্রতি কুপিত হইয়া, আমার ভস্ত্রারত্ন ও রাগমঞ্জরীর অলঙ্কারাদি সমুদয় চুরি করিয়াছে। পুনর্ব্বার অন্যত্র চুরি করিতে যাইতেছিল, পথিমধ্যে আপনকার নাগরিক পুরুষেরা ধরিয়া, কারাগারে রাখিয়াছে। কিন্তু রাগমঞ্জরীর এক পরিচারিকা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার নিকট অলঙ্কারগুলির সন্ধান লইয়া গিয়াছে, বোধ করি পাইয়া থাকিবেক। মহারাজ! অনুগ্রহ করিয়া যদি সেই দুরাত্মার নিকট হইতে আমার ভস্ত্রারত্নটী দেওয়াইয়া দেন, তাহা হইলে, কৃতার্থ হই। রাজাকে এইরূপ নিবেদন করিলে, তিনি অবশ্যই তোমাব বন্ধুর প্রাণদণ্ড না করিয়া, ভয় প্রদর্শনাদি অন্যান্য উপায় দ্বারা ভস্ত্রারত্ন দেওয়াইবার চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়,,। ধনমিত্র আমার নিকট তোমার এই বিপদ্ শুনিয়া তোমার আদেশানুরূপ সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাহাতে রাজা কান্তকের প্রতি, তোমার নিকট হইতে ভস্ত্রারত্ন আদায় করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এই সংবাদ কহিয়া শৃগালিকা পুনর্ব্বার আমাকে বলিল, সৌম্য! আমি তোমার আজ্ঞানুসারে রাগমঞ্জরীর নিকট অর্থ লইয়া তদ্দ্বারা রাজকন্যা অম্বালিকার পরিচারিণী মাঙ্গলিকাকে বশীভূত করিলাম। মাঙ্গলিকা দ্বারা রাগমঞ্জরীর সহিত রাজকন্যার আলাপ পরিচয় হইল, এবং ক্রমশঃ উভয়ের প্রণয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি প্রতিদিন রাগমঞ্জরীর প্রেরিত নানাবিধ বসন ভূষণ উপহার লইয়া, রাজকন্যার নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলাম। রাজকন্যা আমাকে ক্রমে ক্রমে অতিশয় ভাল বাসিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ছাতের উপর দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, অনতিদূরে কান্তক কোন

কর্ম্মান্তরে আসিয়া, রাজকন্যার রূপ মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এক দৃষ্টে তাঁহার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। রাজকন্যাও, সেই দিকে কতগুলি কপোতের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, কিন্তু কান্তককে দেখিতে পান নাই। আমি অবসর বুঝিয়া একটী রহস্যের কথা কহিলাম। তাহা শুনিয়া রাজকন্যা মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমি কান্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এরূপ নয়নভঙ্গী করিলাম, যে, তাহাতে কান্তক মনে করিল রাজকন্যা তাহার প্রতিই আসক্ত-চিত্ত হইয়া হাস্য করিলেন। মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া অল্পবুদ্ধি কান্তক নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সেইদিন সায়ংকালে রাজকন্যা এক পেটিকার মধ্যে বসন-যুগল তাম্বূল বীটিকা ও অনুলেপন-সামগ্রী রাখিয়া আপন অঙ্গুরীয়-মুদ্রায় মুদ্রিত করিলেন। এবং, এই পেটিকা প্রিয়সখী রাগমঞ্জরীকে দাও বলিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। আমি সেই পেটিকা লইয়া কান্তকের গৃহে উপস্থিত হইলাম। অকূল সমুদ্রে মগ্ন ব্যক্তি নৌকা প্রাপ্ত হইলে যেমন হয়, তেমনি সে আমাকে পাইয়া আহ্লাদিত হইল। রাজকন্যা এই সকল সামগ্রী তোমাকে উপহার দিয়াছেন এই বলিয়া, আমি সেই পেটিকাটী কান্তকের হস্তে অর্পণ করিলাম। আরো বলিলাম, তোমার নিমিত্ত রাজকন্যা নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, কামদেব তাঁহাকে নিরন্তর শর প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেছেন। এই প্রকার ও আর আর প্রকার বচনোপন্যাস দ্বারা অল্পবুদ্ধি কান্তককে অল্প দিন মধ্যেই একবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিলাম।

এক দিন নির্জ্জনে তাহাকে কহিলাম আর্য্য ! আমার প্রতিবেশী সামুদ্রিক শাস্ত্রবেত্তা এক দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন " সামুদ্রিক শাস্ত্রে যে সমস্ত রাজ-লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, কান্তকের আকারে তৎ সমুদয় লক্ষিত হইতেছে। বোধহয় এই চম্পানগরীর আধিপত্য কান্তকের হস্তগত হইবেক "। এক্ষণে সে কথা আমার

যথার্থ বোধ হইতেছে। নতুবা এই পৃথিবীতে কত শত রূপবান রাজপুত্র আছেন, তাহাদিগকে অবহেলন করিয়া রাজকন্যা তোমার প্রতিই এত অনুরক্ত হইলেন কেন। এক্ষণে যাহাতে তোমার সহিত তাঁহার মিলন হয়, তাহার কোন সদুপায় করা কর্ত্তব্য। তোমাদের মিলন হইলে, রাজা জানিতে পারিয়া যদি কুপিতও হন তথাপি, তোমার বিরহে কন্যার প্রাণ বিয়োগ আশঙ্কা করিয়া, কদাপি তোমার প্রাণদণ্ড করিবেন না, প্রত্যুত তোমার হস্তেই সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিবেন। তোমার, কুমারীপুরে প্রবেশ করিবার, আমি এক পরামর্শ বলি। এই কারাগারের পশ্চাৎ ভাগেই কুমারীপুরের উপবন। কোন নিপুণ ব্যক্তি দ্বারা কারাগৃহ হইতে উপবন পর্য্যন্ত সন্ধি খনন করাও। ঐ সন্ধি পথ দ্বারা তুমি তথায় উপস্থিত হইতে পারিলে, আর কোন উদ্বেগের বিষয় নাই। রাজকন্যার পরিচারিকাগণ সকলেই তাঁহার অনুরক্ত, তাহারা কদাপি এই গোপন ব্যাপার প্রকাশ করিবেক না।

আমার নিকট এই কথা শুনিয়া কান্তক বলিল সাধু ভদ্রে! সাধু, তুমি ভাল পরামর্শ বলিয়াছ। এই কারাগারে এক জন তস্কর আছে, সে সগরসন্তান দিগের ন্যায় খনন কর্ম্মে নিপুণ, যদি তাহাকে বশ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসিলাম কে সে তস্কর, কেনই তাহাকে বশ করিতে পারা যাইবেক না। কান্তক বলিল যে ব্যক্তি ধনমিত্রের ভস্ত্রারত্ন চুরি করিয়াছে, এই বলিয়া তোমাকেই নির্দ্দেশ করিল। আমি বলিলাম এ ত সহজ উপায়, তাহাকে কারা মোচনের লোভ দেখাইয়া, সন্ধি খনন করিয়া লও। সন্ধি খনন হইলে, পুনর্ব্বার তাহাকে বন্ধন করিয়া, তুমি রাজার নিকট গিয়া নিবেদন কর মহারাজ! সেই তস্কর কোন ক্রমে ভস্ত্রারত্ন প্রত্যর্পণ করিল না। রাজা এই কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করিবেন। তাহা হইলে, এই ব্যাপার আর প্রচার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কান্তক হৃষ্ট চিত্তে এই পরামর্শ স্থির করিয়াছে। এক্ষণে তোমার প্রলোভনের নিমিত্ত আমাকেই প্রেরণ করিয়াছে।

শৃগালিকা এই সমস্ত বিবরণ কহিয়া পরিশেষে বলিল, আমি এই পর্য্যন্ত করিয়া তুলিয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, কর। দেব! এই সমস্ত শুনিয়া আমি শৃগালিকার প্রতি পরম প্রীত হইলাম, বলিলাম শৃগালিকে! ধন্য, আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিয়াছিলাম, তুমি তদপেক্ষা অধিক করিয়াছ। যাহাহউক, এক্ষণে কান্তককে আমার নিকটে আনয়ন কর। অনন্তর, কান্তক আমার নিকট আসিয়া, আমাকে কারা হইতে মোচন করিয়া দিবেক শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল। আমিও বলিলাম এই গোপনীয় ব্যাপার আমি কদাচ প্রকাশ করিব না। তাহা শুনিয়া কান্তক আমার নিগড় বন্ধন ছেদন করিয়া দিল। আমি কারাগারের এক অন্ধকার গৃহে ভিত্তিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপবন পর্য্যন্ত, সর্পমুখাকৃতি এক প্রশস্ত সুরুঙ্গ প্রস্তুত করিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম " কান্তক আমার প্রাণ বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াই বন্ধন মোচনের শপথ করিয়াছে। অতএব সে আততায়ী। তাহাকে বিনাশ করিলে তাদৃশ পাপস্পর্শ হইতে পারে না। বিশেষতঃ তাহাকে বিনাশ না করিলে, আপন প্রাণ রক্ষারও উপায়ান্তর নাই ,,। আমি সন্ধি খনন করিয়া কারাগৃহে প্রত্যাগত হইলে, কান্তক আমাকে পুনর্ব্বার বদ্ধ করিবার উপক্রম করিল। তখন আমি তাহাকে বলপুর্ব্বক ভূতলে ফেলিয়া, বক্ষঃস্থলে বসিয়া, তাহারই খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলাম।

অনন্তর শৃগালিকাকে কহিলাম ভদ্রে! তুমি রাজকন্যার অন্তঃপুরের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছ, আমাকে বলিয়া দাও, তথায় একবার যাইবার ইচ্ছা হইতেছে। শৃগালিকা আমার সমক্ষে অন্তঃপুর বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিল। আমি নিশীথ সময়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, অন্তঃপুর, নানাবিধ আলোকে আলোকময় হইয়াছে। পরিজনগণ অচেতন প্রায় নিসুপ্ত রহিয়াছে। আশ্চর্য্য পর্য্যঙ্কে অপুর্ব্ব শয্যার উপর রাজকন্যা একপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার মনোহর ঊরুদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন রহিয়াছে। নিতম্ব দেশে একখানি হস্ত শিথিলভাবে পতিত রহিয়াছে। অবিরত নিশ্বাস

প্রশ্বাস বশতঃ, উন্নত বক্ষঃস্থল ঈষৎ কম্পমান হইতেছে। মুখপদ্মে অল্প অল্প ঘর্ম্মবিন্দু হইয়া মকরন্দ-শোভা বিধান করিতেছে, সুকোমল শুভ্র শয্যাতলে রাজকন্যার শরীর অর্দ্ধনিমগ্ন হওয়াতে, বোধ হইতে লাগিল, যেন, শরৎকালীন মেঘ মধ্যে স্থির সৌদামিনী শোভা পাইতেছে।

আমি সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত প্রায় হইলাম। মনে করিয়াছিলাম রাজকন্যার গৃহ হইতে কোন অমূল্য রত্ন হরণ করিয়া আনিব। কিন্তু আমি কি হরণ করিব, তিনিই আমার মন হরণ করিয়া লইলেন। তখন কি করি কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া, ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলাম, যদি এই মনোহারিণীকে না পাই, পঞ্চবাণ আমার প্রাণ বিনাশ করিবেন। যদি হঠাৎ অঙ্গ স্পর্শ করি, এই বালা এখনিই আর্ত্ত রব করিয়া উঠিবেক, তাহা হইলে মনোরথ সিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। আমি এই রূপ চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, এক পার্শ্বে একখানি চিত্র-ফলক এবং চিত্রকর্ম্ম-সাধন বর্ণভাণ্ড ও কতগুলি তূলিকা রহিয়াছে। আমি সেই ফলক লইয়া সেই খানে বসিয়াই, এইরূপ একটী ছবি আঁকিলাম, যে, রাজকন্যা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহার চরণ প্রান্তে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান রহিয়াছি। পশ্চাৎ, আপন অঙ্গুরীয়কের সহিত রাজকন্যার অঙ্গুরীয়ক পরিবর্ত্ত করিয়া নির্গত হইলাম, এবং সুরুঙ্গ দ্বারা একবারে কারাগারে আসিয়া উঠিলাম।

সিংহঘোষ নামে এক প্রধান নাগরিক পুরুষ কোন অপরাধে ঐ কারাগারে বহুকালাবধি বদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে বলিলাম মিত্র! আমি কান্তককে বিনাশ করিয়াছি, তুমি এই কথা রাজগোচর করিয়া যদি কোন রূপে মুক্ত হইতে পার, চেষ্টা কর। আমি সিংহঘোষকে এই পরামর্শ দিয়া শৃগালিকার সহিত সেই রাত্রেই কারা হইতে পলায়ন করিলাম। রাজপথে উপস্থিত হইয়াই হঠাৎ কতগুলা রক্ষিক পুরুষের সমক্ষে পতিত হইলাম। তখন মনে করিলাম, আমি

এক্ষণে অতিবেগে দৌড়িয়া অক্লেশেই পলাইতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে শৃগালিকা বিপদে পতিত হইবেক। এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্রুতপদে রক্ষিক বর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উন্মত্তের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিলাম, যদি আমি চোর হই, আমাকেই বন্ধন কর, এই বৃদ্ধাকে বদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই। চতুরা শৃগালিকা আমার এই বচন শ্রবণে ও আকার প্রকার দর্শনে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সজল নয়নে রক্ষিকগণকে বলিল, আমার এই সন্তানটী বায়ুগ্রস্ত হওয়াতে আমি ইহাকে বন্ধন পূর্ব্বক বহু দিন চিকিৎসা করিয়া আরাম করিয়াছিলাম। কল্য ইহাকে প্রকৃতিস্থ বোধ করিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছি। অদ্য অর্দ্ধরাত্রে পুনর্ব্বার উন্মত্ত হইয়া নানা অসম্বদ্ধ বাক্য কহিতে কহিতে পলায়ন করিতেছে। আমি স্ত্রীলোক, কি করি, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছি। যদি তোমরা অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে ধরিয়া দাও পরম উপকৃত হই। এই বলিয়া শৃগালিকা যখন ক্রন্দন করিতে লাগিল, তখন আমি বলিলাম বৃদ্ধে! পবন দেবকে কে বদ্ধ করিতে পারে, কাক কখন কুকুরের নিগ্রহ করিতে পারে না। এই বলিয়া দৌড়িলাম। রক্ষিকেরা শৃগালিকাকে বলিল বৃদ্ধে! তুমিই উন্মত্তা, যেহেতু উন্মত্তকে মুক্ত করিয়া দিয়াছ, কে তোমার পাগলকে এখন ধরিয়া দিবেক, এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। শৃগালিকা ও ক্রন্দন করিতে করিতে আমার পশ্চাৎপশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। আমি রাগমঞ্জরীর গৃহে উপস্থিত হইয়া বিরহকাতরা প্রিয়তমাকে নানাবিধ আশ্বাস প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট রাত্রি সুখে যাপন করিলাম। প্রভাতে ধনমিত্রের সহিত একত্রিত হইলাম।

অনন্তর, মরীচি মহর্ষি পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া, আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। যেরূপে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তিনি তাহা বলিয়া দিলেন। এদিকে সিংহঘোষ কান্তকের মৃত্যু সমাচার রাজগোচর করিয়া বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলেন। রাজা তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কান্তকের পদেই নিযুক্ত করিলেন। সিংহঘোষের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল,

এক্ষণে তাঁহার জ্ঞাতসারেই আমি সেই সুরুঙ্গ দ্বারা কন্যান্তঃপুরে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে শৃগালিকা রাজকন্যার নিকট আমার রূপ গুণের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করে, তাহাতে তিনি আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলে, তিনি আমাকে চির-পরিচিতের ন্যায় সাতিশয় সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এইরূপে আমি প্রতিদিনই সুরুঙ্গপথে তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতে লাগিলাম।

এমন সময় চণ্ডবর্ম্মা, বিবাহ করিবার বাসনায় সিংহবর্ম্মার নিকট তাঁহার এই কন্যা প্রার্থনা করিল। অঙ্গরাজ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ না করাতে, সে সাতিশয় কুপিত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া অঙ্গপুরী আক্রমণ করিল। তাহার উপদ্রব অঙ্গরাজের অসহ্য হইয়া উঠিল। যে সমস্ত রাজগণ তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন, অঙ্গরাজ তাঁহাদের অপেক্ষা না করিয়াই যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। চণ্ডবর্ম্মা যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ করিল। পরে তাঁহার কন্যা অম্বালিকাকে বলপূর্ব্বক আপন শিবিরে লইয়া গেল। আর অধিক কাল বিলম্ব করিতে না পারিয়া সেই দিনই রাত্রিশেষে বিবাহ করিবেক, স্থির করিল।

আমি তখন ধনমিত্রকে বলিলাম মিত্র! যে সকল বিদেশীয় রাজগণ অঙ্গরাজের সাহায্যার্থ আসিতেছেন, তুমি তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া আইস। আসিয়াই দেখিতে পাইবে চণ্ডবর্ম্মার শিরশ্ছেদন হইয়াছে। মিত্রকে এই কথা বলিয়া আমি চণ্ডবর্ম্মার শিবিরে গমন করিলাম। দেখিলাম তথায় নানা উৎসব হইতেছে। শিবিরের সকল দ্বারই মুক্ত রহিয়াছে। বিবাহ দর্শনাভিলাষী নগরবাসী নানাজাতীয় লোক গমনাগমন করিতেছে। আমি তখন কতগুলি স্তুতিপাঠকের সঙ্গে বিবাহাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে চণ্ডবর্ম্মা অগ্নি সমক্ষে অম্বালিকার পাণিগ্রহণার্থ উপবিষ্ট হইয়াছিল। কন্যার করগ্রহণার্থ যেমন কর প্রসারণ করিল, অমনি আমি তাহার হস্ত ধরিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলাম, এবং তৎক্ষণেই ছুরিকা প্রহারে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ

করিয়া ফেলিলাম। তখন তাহার সেনাগণ আমাকে আক্রমণ করিল। আমি অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিলাম। পরে, ভয়-কম্পিতা অম্বালিকাকে রাজমন্দিরে প্রত্যানয়ন করিয়া নানাবিধ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতেছি, এমন সময় তোমার মধুর গম্ভীর স্বর কর্ণগোচর হইল।

রাজবাহন অপহারবর্ম্মার এই আশ্চর্য্য বিবরণ শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন। অনন্তর উপহারবর্ম্মাকে তাঁহার বিবরণ কহিতে আদেশ করিলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

উপহারবর্ম্ম চরিত।

উপহারবর্ম্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া আপন বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন দেব! আমি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে বিদেহ রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। রাজধানী মিথিলা প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীদিগের মঠ দেখিতে পাইলাম। বহু পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ আশ্রমে বিশ্রামার্থ উপস্থিত হইলাম। তথায় এক বৃদ্ধা তাপসী আমাকে আসনাদি প্রদান করিলেন, এবং সস্নেহ নয়নে কিয়ৎক্ষণ আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রান্ত অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম অম্ব! আমাকে দেখিয়া তুমি রোদন করিতে লাগিলে, কারণ কি?

বৃদ্ধা করুণ বচনে আমাকে বলিতে লাগিলেন বৎস! শুনিয়া থাকিবে, প্রহারবর্ম্মা এই মিথিলা নগরীর রাজা ছিলেন। মগধরাজ রাজহংসের সহিত তাঁহার অতিশয় বন্ধুত্ব ছিল। প্রহারবর্ম্মার পত্নী প্রিয়ম্বদা, মগধরাজের মহিষী বসুমতীর সহিত সখ্য বিধান করিয়াছিলেন। মগধরাজ্য, মিথিলার বহু-দূরবর্ত্তী হইলেও, তাঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পর প্রণয় সূচক দ্রব্য সামগ্রী উপ-

ঢৌকন প্রদান করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের সাতিশয় সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি হইয়াছিল। একদা বসুমতীর সীমন্তোন্নয়নের নিমন্ত্রণে, মিথিলারাজ সপরিবারে মগধ রাজ্যে গমন করিলেন। গমন করিয়া, পরম মিত্র রাজহংস ও বসুমতীর সাক্ষাৎকার লাভে পরম সুখী হইলেন। তাঁহাদের অনুরোধে তথায় কিছু কাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এমন সময় মালব-রাজ মানসারের সহিত মগধরাজের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ যুদ্ধে মগধরাজের পরাজয় হইল, এবং তাবৎ রাজ্য এককালে ছার খার হইয়া গেল। মিথিলারাজ স্বচক্ষে বন্ধুবিপত্তি দর্শন করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও নিতান্ত কাতর হইলেন, কি করেন সপরিবারে প্রাণে প্রাণে সত্বর স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

এখানে আসিয়া দেখিলেন ভ্রাতৃপুত্র দুশ্চরিত্র বিকটবর্ম্মা বল পূর্ব্বক তাঁহার সিংহাসন অক্রমণ করিয়া রাজ্য করিতেছে, ধনাগার ও সৈন্য সামন্ত সমস্ত আপন বশবর্ত্তী করিয়াছে। মিথিলারাজ আসিবামাত্র তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিল। তিনি অসহায়, কি করেন, আপন রাজ্যে স্থান না পাইয়া, ভাগিনেয় সুহ্মরাজের সাহায্য লইবার বাসনায় সুহ্ম রাজ্যে যাত্রা করিলেন। মনুষ্যের দুঃসময় পড়িলে, এককালে নানাবিপদ্ উপস্থিত হয়। মিথিলারাজ অতি দুর্গম অরণ্যমার্গে যাইতেছেন, হঠাৎ কতগুলা দস্যু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

আমি তাঁহার এক পুত্রের ধাত্রী ছিলাম, আমার কন্যা তাঁহার আর একটী পুত্রের প্রতিপালিকা ছিল। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে কে কোথায় রহিল, কাহাকেও না দেখিয়া আমি বালক লইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম, ক্রমশঃ একাকিনী নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। হঠাৎ একটা বিকটাকার ব্যাঘ্র আসিয়া, আমাকে এমত নখাঘাত করিল, যে, তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় ভূতলে পতিত হইলাম। অনতিদূরে ব্যাধেরা বাঘমারা কল পাতিয়া রাখিয়াছিল। ঐ কলে একটা মৃত কপিলা নিদ্রিতের ন্যায় শয়ান ছিল। পুত্রটী আমার হস্ত ভ্রষ্ট হইয়া, ভাগ্যক্রমে ঐ কপিলার কক্ষদেশে পতিত ও

লুক্কায়িত হইয়া রহিল। ব্যাঘ্র তখন কালপ্রেরিত হইয়াই যেন, আমাকে ছাড়িয়া ঐ কপিলাকে আক্রমণ করিল, যেমন আকর্ষণ করিবেক অমনি সেই কল হইতে এক বাণ বিনির্গত হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যাধেরা আসিয়া, পরম সুন্দর পুত্র পাইয়া গৃহে লইয়া গেল। আমি সেইখানেই অচেতন প্রায় পতিত রহিলাম।

অনন্তর এক দয়ালু বনচর আসিয়া আমাকে আপন কুটীরে লইয়া গেলেন, এবং অতি যত্নে আমার ক্ষতাদির চিকিৎসা করিলেন। আমি সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু পুত্রটীর নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে লাগিলাম। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উদ্দেশ না পাওয়াতে নিতান্ত নিরাস হইয়া রোদন করিতে করিতে প্রভুর উদ্দেশে চলিলাম। পথিমধ্যে এক মুনির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার শোকের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, গমন করিতেছি, এমন সময়, আমার কন্যা এক যুবা পুরুষ সমভিব্যাহারে যাইতেছে, দেখিতে পাইলাম। কন্যা আমাকে দেখিয়াই করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ রোদনের পর বলিল " আমি সেই দুরাত্মা দস্যুদিগের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, রাজপুত্রকে সঙ্গে করিয়া বনমধ্যে পলায়ন করিতেছি, এক ব্যাধ আসিয়া বলপূর্ব্বক রাজনন্দনকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। অবিলম্বেই আর এক ব্যাধ আমাকে বয়স্থা দেখিয়া আপন ভবনে লইয়া গেল। তখন আমার রোদন বৈ আর উপায় রহিল না। ব্যাধ আমাকে নানা উপায়ে সুস্থ করিয়া বিবাহ করিতে চাহিল। আমি নীচ সংসর্গ ভয়ে নিতান্ত কাতর হইতে লাগিলাম। এমন সময় ভাগ্যক্রমে এই যুবা পুরুষ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং আমাকে ব্যাধ হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। এক্ষণে প্রভুর নিকট যাইতেছি, তোমার সঙ্গে দেখা হইল "।

আমি সেই যুবা পুরুষের পরিচয় লইলাম। তিনি আমাদের রাজারই এক জন ভৃত্য। কোন কারণে পথে বিলম্ব হইয়াছিল এক্ষণে প্রভুর নিকট গমন করিতেছেন। তখন আমরা তাঁহারি সমভি-

ব্যাহারে প্রভু সমীপে উপস্থিত হইলাম। এবং তাঁহার সন্তান-দ্বয়ের অপহরণ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলাম। তাহাতে তাঁহার শোকানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভৃত্যেরা তাঁহাকে নানাবিধ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহার ভাগিনেয়ের আলয়ে উপস্থিত করিল। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার শোকাবেগের অনেক শান্তি হইল। তখন তিনি স্বদেশে যাত্রা করিয়া রাজ্যাপ-হারী বিকটবর্ম্মার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে সমরে পরাজিত হইলেন। এক্ষণে বিকটবর্ম্মা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রখিয়াছে, দেবীও সেই সঙ্গে কারাবাস করি-তেছেন।

বৎস! আমার বড় দুর্ভাগ্য! প্রভুর এত দুরবস্থা দর্শন করি-লাম, আপনিও এত কষ্ট পাইলাম, তথাপি মরণ হইল না। এই বৃদ্ধ বয়সে কি করি, সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এইআশ্রমে রহি-য়াছি। আমার কন্যা অনন্যগতিকা, কি করিবেক, উদরান্নের জন্য বি-কটবর্ম্মার মহিষী কল্পসুন্দরীর আশ্রয় লইয়াছে। বৎস! সেই দুটী রাজনন্দন যদি থাকিতেন, এত দিনে, তোমার মত হইতেন, তাহা হইলে মহারাজের এ দুরবস্থা ঘটিত না। আমাকেও এত ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। এই বলিয়া তাপসী সাতিশয় শোকে রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি তাপসীর মুখে পিতা মাতার এইরূপ দুরবস্থার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, তাপসীকে বলিলাম মাত! রোদন করিওনা, আর চিন্তা নাই। তুমি, যে পুত্রের নিমিত্ত রোদন করি-তেছ, আমিই সেই। পিতা মাতাকে আর অধিক দিন ক্লেশ সহ্য করিতে হইবেনা, দুরাত্মা বিকটবর্ম্মার যাহাতে নিপাত হয়, শীঘ্রই তাহার উপায় করিতেছি। অত্রত্য কোন ব্যক্তিই আমাকে মিথি-লারাজের পুত্র বলিয়া অবগত নহে। এমন কি, পিতা মাতাও আমাকে পুত্র বলিয়া জানেন না। দুরাচার বিকটবর্ম্মার সংহারের উপায় সহজেই হইয়া উঠিবেক।

বৃদ্ধা আমার পরিচয় পাইয়া একবারে আনন্দসাগরে মগ্ন হই-

লেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদস্বরে বলিলেন বৎস! চিরজীবী হও, এত দিনের পর বিধাতা প্রসন্ন হইলেন, এত দিনের পর বিদেহরাজ্য প্রভু প্রহারবর্ম্মার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা হইল, এত দিনের পর আমাদের প্রভু অপার দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, অহো! দেবী প্রিয়ম্বদার আজি কি সৌভাগ্য! এইরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়া তাপসী আমাকে সাতিশয় যত্নে ভোজন করাইলেন। অনন্তর আমি মঠের একদেশে কট-শয্যায় শয়ন করিলাম। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, এক্ষণে কি উপায়ে অভীষ্ট সাধন করা যায়। কপট ব্যতিরেকে মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার উপায়ান্তর নাই। স্ত্রীলোক দ্বারাই কপট কর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন হয়। অতএব, অগ্রে বিকটবর্ম্মার অন্তঃপুরের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক, পশ্চাৎ যাহা হয় করা যাইবেক। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই রজনী অবসান হইল। উষ্ণরশ্মির অশ্বগণ গগন পথে অবগাহন করিল। অশ্বগণের নিশ্বাসবেগে আহত হইয়াই যেন, রজনী অপসারিত হইল।

দিক্ সকল প্রকাশ হইলে আমি গাত্রোত্থান করিয়া তাপসীকে বলিলাম মাতঃ! তুমি, বিকটবর্ম্মার অন্তঃপুরের কোন বৃত্তান্ত অবগত আছ কি না? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি, এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাপসী তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন বৎসে পুষ্করিকে! আজি আমাদের কি আনন্দের দিন! আমাদের রাজকুমার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁকেই আমি অতি শৈশব সময়ে বনে হারাইয়াছিলাম। পুষ্করিকা আমাকে দেখিয়া আনন্দে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। তাপসী তাহাকে বিকটবর্ম্মার অন্তঃপুর-বৃত্তান্ত কথনে অনুমতি করিলেন। সে বলিল কুমার! সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। বিকটবর্ম্মার অনেক স্ত্রী আছে, তন্মধ্যে কামরূপেশ্বর কলিন্দবর্ম্মার কন্যা কল্পসুন্দরীই তাহার অতিশয় প্রিয়তমা। তাঁহার তুল্য রূপবতী গুণবতী রমণী ভূমণ্ডলে আর নাই। কিন্তু বিকটবর্ম্মা, কি, রূপে, কি, গুণে, কোন অংশেই তাঁহার যোগ্য নহে। সে অতিশয়

মূর্খ, দেখিতেও অতিশয় কুরূপ। তাহার প্রতি কল্পসুন্দরীর অণু-মাত্রও অনুরাগ নাই, বরং বিরক্তিই আছে। কিন্তু বিকটবর্ম্মা আর আর সুন্দরী সত্ত্বেও কল্পসুন্দরীকে প্রাণ তুল্য স্নেহ করিয়া থাকে।

বিকটবর্ম্মার প্রতি কল্পসুন্দরীর বিরাগের কথা শুনিয়া আমি পুষ্করিকাকে বলিলাম ভগিনি! তুমি কল্পসুন্দরীর সমক্ষে বিকট-বর্ম্মার মূর্খতাদি দোষের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি তাহার বিদ্বেষ বৃদ্ধির চেষ্টা কর, অনুরূপ-ভর্তৃ-গামিনী বাসবদত্তাদির বর্ণনা করিয়া তাহার অন্তঃকরণে অনুতাপ জন্মিয়া দাও, এবং বিকট-বর্ম্মার অন্য নায়িকা সহবাস অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া তাহার অভিমান বৃদ্ধি করিতে থাক। অনন্তর ধাত্রীকে বলিলাম মাত! তুমিও অনন্যকার্য্যা হইয়া কেবল কল্পসুন্দরীর পরিচর্য্যা আরম্ভ কর। তাহা হইলে আমি তথাকার প্রতিদিবসের বৃত্তান্ত তোমার মুখে অবগত হইতে পারিব। তাহারা দুজনে যত্ন পূর্ব্বক আমার বচনানুরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

একদিন ধাত্রী আসিয়া আমাকে বলিলেন বৎস! তুমি যে যে উপায় বলিয়াছিলে, সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়াছি। বিকটবর্ম্মার প্রতি কল্পসুন্দরীর নিতান্ত বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। বিকটবর্ম্মার মহিষী হইয়াছে বলিয়া আপনাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্যা নিশ্চয় করিয়া সাতিশয় খিদ্যমান হইতেছে। এক্ষণে কি করিতে হইবেক বল। তখন আমি আপন আকৃতির একখানি প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া ধাত্রীকে বলিলাম মাতঃ! এই ছবি খানি লইয়া কল্পসুন্দরীর হস্তে অর্পণ কর। সে দেখিয়া যে কথা বলিবেক, তুমি আমাকে কহিও।

ধাত্রী চিত্র হস্তে কল্পসুন্দরীর নিকট গমন করিলেন। অনেকক্ষণ বিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া নির্জ্জনে আমাকে বলিলেন বৎস! কল্প-সুন্দরীর হস্তে চিত্রপট সমর্পণ করিলাম। সে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল আহা! কি অপরূপ রূপ! পৃথিবীতে কি এমন রূপ-বান্ পুরুষ আছেন? বোধ হয়, কামদেবেরও এরূপ রূপ নহে।

যাহাহউক, যিনি এই চমৎকার ছবি লিখিয়াছেন, তিনিই বা কেমন গুণবান্। তখন আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলাম দেবি! যথার্থ অনুভব করিয়াছ, ভগবান্ কামদেবও এমন রূপবান্ কি না সন্দেহ। কিন্তু পৃথিবী অতি বিস্তীর্ণা, দৈবাৎ কোন স্থানে এরূপ রূপবান্ পুরুষ থাকিতেও পারেন। যদি থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে কি কর? সে বলিল মাত! কি বলিব, আমি তাঁহাকে মন প্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিয়া চিরকাল চরণ সেবা করি। যদি বাস্তবিক এরূপ পুরুষ-রত্ন থাকেন, তাহা হইলে, তুমি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ কর, তাঁহাকে আনিয়া একবার আমাকে দেখাও, দেখিয়া নয়নদ্বয় চরিতার্থ করি। তখন আমি বলিলাম দেবি! এক রাজকুমার সম্প্রতি এই নগরে আসিয়াছেন। বসন্তোৎসবের দিন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, তৎকালে তুমিও সখীগণের সহিত উপবনে বিহার করিতেছিলে, তিনি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছেন। তোমাকে দেখিয়াই নিতান্ত অধীর হইয়া আমার আশ্রমে আসিয়াছেন। আমি তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে তাঁহাকে তোমারি যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি। সম্প্রতি তিনি আপন প্রতিকৃতি আপনিই প্রস্তুত করিয়া তোমাকে দেখাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তোমার অনুমতি হইলে তাঁহাকে তোমার নিকট আনিয়া দি।

বৎস! আমার এই কথা শুনিয়া কল্পসুন্দরী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল মাত! এখন আর তোমার নিকট কিছুই গোপন করা উচিত নহে। বলি শুন। মিথিলারাজ প্রহারবর্ম্মার সহিত আমার পিতার সাতিশয় সম্প্রীতি ছিল। আমার মাতা মানবতী প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রিয়বয়স্যা ছিলেন। একদিন প্রিয়ম্বদা দেবী কথায় কথায় আমার মাতাকে বলিলেন "প্রিয়সখি! যদি তোমার পুত্র হয় আমার কন্যা হয়, কিম্বা আমার পুত্র হয় তোমার কন্যা হয়, আমরা তাহাদের পরস্পর বিবাহ দিব, তাহা হইলে আমাদের প্রণয় চিরকাল বদ্ধমূল হইয়া থাকিবেক"। প্রিয়ম্বদা দেবী এইরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান না থাকাতে সে মন-

স্কামনা পূর্ণ হইল না। আমার কন্যাকাল উপস্থিত হইলে, বিকটবর্ম্মা পাণিগ্রহণার্থী হইয়া পিতার নিকট প্রার্থনা করে। পিতা বুঝিতে না পারিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। কিন্তু বিকটবর্ম্মার দোষের কথা কি কহিব, সে অতিশয় নিষ্ঠুর, অধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী। তাহার কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি শৌর্য্যবীর্য্য, কি সৌন্দর্য্য, কিছুই নাই। তাহার প্রতি আমার কোন কালেই অনুরাগ ছিলনা। এক্ষণে আবার পুষ্করিকার মুখে শুনিলাম, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার সপত্নী রময়ন্তিকার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। মাতঃ! আর আমার তাহার মুখাবলোকন করিবার ইচ্ছা নাই। অদ্যই তুমি উপবন মধ্যে মাধবীলতাভবনে সেই পুরুষরত্নের সহিত আমার মিলন করিয়া দাও। তাঁহার কথা শুনিয়া অবধি, আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। এই বলিয়া কল্পসুন্দরী সাতিশয় ব্যগ্রতা ও বিনয় করিতে লাগিল। বৎস! তাহার নিকট আমি, তোমাকে লইয়া যাইব প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি যেমন বিবেচনা কর।

কল্পসুন্দরীর এইরূপ সঙ্কল্প শুনিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। অনন্তর ধাত্রীর নিকট অন্তঃপুরের সমুদয় স্থান ও উপবনের তাবৎ প্রদেশের বিবরণ অবগত হইলাম। কিন্তু পরস্ত্রীসংসর্গে পাপের আশঙ্কা করিয়া সে রাত্রি গমনে বিরত হইলাম। শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম "এক্ষণে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে, কেবল অধর্ম্মভয়ে আমার চিত্ত দোলায়মান হইতেছে। কিন্তু কি করি, এই উপায় অবলম্বন না করিলে পিতা মাতার উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। বিকটবর্ম্মা যেরূপ দুরাত্মা, তাহার অনিষ্ট সাধন করা কোন ক্রমেই নীতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, কেবল পিতা মাতার উদ্ধারের নিমিত্তই এই সাধু-বিগর্হিত কর্ম্মে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। কিন্তু দেব রাজবাহন ও অন্যান্য বান্ধবগণ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কি মনে করিবেন,,। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইলাম।

নিদ্রিত হইয়াই স্বপ্নে দেখিলাম, ভগবান্ ভূতনাথ আসিয়া

আমাকে বলিতেছেন উপহারবর্ম্মন্! এক বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। পার্ব্বতীনন্দন গজানন একদিন গঙ্গায় জলক্রীড়া করিতেছিলেন। গঙ্গা আমার এক পত্নী।. তিনি সপত্নী-পুত্রের উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া " তুমি মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হও ,, বলিয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন। গজাননও, অকারণে শাপপ্রদানে ক্রুদ্ধ হইয়া, গঙ্গাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন " তুমি জলময় শরীরে যেমন সাধারণ-ভোগ্যা হইয়াছ, সেইরূপ, মানবী শরীর ধারণ করিয়া সাধারণ-ভোগ্যা হও,,। তখন গঙ্গা আমার নিকট আসিয়া ঐ বৃত্তান্ত কহিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম প্রিয়ে! গজাননের মুখ হইতে যে কথা নির্গত হইয়াছে, মিথ্যা হইবার নহে। অবশ্যই তোমাকে মানবী হইয়া সাধারণ-ভোগ্যা হইতে হইবেক। তবে যে, তুমি পাতিব্রত্য ভঙ্গের আশঙ্কা করিতেছ, বরং আমি তাহার সদুপায় করিতেছি। তুমি কামরূপেশ্বর কলিন্দবর্ম্মার কন্যা হইয়া অবতীর্ণ হও, আমিও বিকটবর্ম্মা ও উপহারবর্ম্মা এই উভয় শরীর পরিগ্রহ করিয়া মিথিলা নগরে অবতীর্ণ হই। তুমি প্রথমে কিছু দিন বিকটবর্ম্মার সহবাস করিয়া, অবশেষে উপহারবর্ম্মার সহিত সুখে বাস করিবে। তাহা হইলে তোমার পাতিব্রত্য ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই।

দেব! ভগবান্ ভূতনাথ এই বৃত্তান্ত কহিয়া আমাকে বলিলেন উপহারবর্ম্মন্! তুমি ও বিকটবর্ম্মা, উভয়েই আমার অংশ, এবং কল্পসুন্দরী গঙ্গার অংশ। অতএব তুমি পরাঙ্গনা সংসর্গ দোষের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া সচ্ছন্দে অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হও, অধর্ম্ম সম্ভাবনা করিও না।

এইরূপ স্বপ্ন দর্শনের পর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন আমি পরমাহ্লাদিত হইয়া কেবল কল্পসুন্দরী চিন্তায় অল্পাবশিষ্ট যামিনী যাপন করিলাম। কামদেব অনন্যকর্ম্মা হইয়া আমার প্রতিই অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দিবাভাগ অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন। অন্ধকারে

তাবৎ দিক আচ্ছন্ন হইল। আমি দৃঢ়রূপে কটিবন্ধন করিয়া খড়্গ-হস্তে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্বেই পুষ্করিকা, ধাত্রীর গৃহদ্বারে যে বেণুযষ্টি রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া, ধাত্রীর উপদিষ্ট পথে বিকটবর্ম্মার অন্তঃপুরের দিকে চলিলাম। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে বারিপূরিত পরিখা বেষ্টিত ছিল। আমি সেই পরিখার ধারে উপস্থিত হইলাম, এবং সেই বংশযষ্টি, সেতুর আকারে পাতিত করিয়া তদ্দ্বারা পার হইলাম। পরিখা পার হইয়া উচ্চ প্রাচীরে বেণুযষ্টি সংলগ্ন করিয়া প্রাচীরোপরি আরোহণ করিলাম। এবং তৎসংযুক্ত ছাতের উপর দিয়া সুরম্য সোপান পথে অন্তঃপুরের উপবনভূমে অবরোহণ করিলাম। অবতীর্ণ হইয়াই প্রথমতঃ বকুলবীথী অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতেছি, চক্রবাক মিথুনের বিচ্ছেদ খেদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অনতিদূরেই একটী মনোহর ঝিল দেখিতে পাইলাম। তাহার তীরবর্ত্তী রমণীয় পথে কতক দূর গমন করিলাম।

অনন্তর অতিনিভৃত প্রদেশে এক বিশাল মাধবীলতামণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হইল। তন্মধ্যে একটী অপূর্ব্ব আলোক জ্বলিতেছিল। আমি ঐ মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সেই প্রদেশের আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইলাম। দেখিলাম তাহার এক পার্শ্বে নানাবিধ সুরভি কুসুমে সুসজ্জিত অভিনব অশোক-পল্লবে বিরচিত এক গর্ভগৃহ রহিয়াছে। তন্মধ্যে বিস্তীর্ণ কুসুমশয্যা, হস্তিদন্তময় তালবৃন্ত, সুরভি বারি পূরিত ভৃঙ্গারক, ও নানাপ্রকার উপভোগসামগ্রী সমস্ত বিন্যস্ত আছে। আমি তথায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ক্ষণ বিলম্বেই সুমধুর কামিনী-পদসঞ্চার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। পদশব্দ শ্রবণে কল্পসুন্দরীর আগমন অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ভগৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। এবং বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া দেখিতে লাগিলাম। অবিলম্বেই সেই মদন-কাতরা ভুবনমোহিনী শনৈঃশনৈঃ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আমাকে দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় ব্যথিত-হৃদয় হইয়া বলিলেন " হায়! প্রতারিত হইলাম, কোথায় সেই প্রাণনাথ?

ভগবন্ কামদেব ! আমি তোমার নিকট কি এত অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে এরূপ দগ্ধ করিতেছ ।

তখন আমি তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলাম সুন্দরি ! তুমি কামদেবের নিকট নানা রূপে অপরাধিনী হইয়াছ, নিজ সৌন্দর্য্য-গুণে তাঁহার প্রিয়তমা রতিকে নির্জ্জিত ও লজ্জিত করিয়াছ, ভ্রূলতা দ্বারা তাঁহার ধনুকের শোভা হরণ করিয়াছ, কটাক্ষপাতে তাঁহার বাণবর্ষণ নিষ্ফল করিয়াছ । অতএব তিনি তোমার প্রতি কুপিত হইয়া যে ক্লেশ প্রদান করিতেছেন, নিতান্ত অন্যায় নহে । কিন্তু আমি তাঁহার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, আমাকে যে ক্লেশ দিতেছেন ইহা অনুচিত বলিতে হইবেক । তাঁহার নিরন্তর শর প্রহারে আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি কিঞ্চিৎ কৃপা-দৃষ্টি করিয়া জীবন রক্ষা কর । এই বলিয়া আমি সেই বিলাসিনীর করগ্রহণ করিলাম । কল্পসুন্দরী হঠাৎ আমাকে নয়নগোচর করিয়া লজ্জা হর্ষ সম্ভ্রম সহকারে অনির্ব্বচনীয় ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন । আমি বিনয়-মধুর বচনে তাঁহার লজ্জা বিমোচন করিয়া, সেই নিশীথ সময়ে, সেই নির্জ্জন লতাভবনে, সেই কুসুম শয়নে, অসীম সুখ সম্ভোগে যামিনী যাপন করিলাম ।

নিশাবসান সময়ে আমি প্রণয়িনীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম । তিনি বলিলেন প্রিয়তম ! তুমি কি রূপে এরূপ নিষ্ঠুর কথা কহিলে, তুমি গমন করিলে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না । যদি একান্তই যাও, আমাকেও লইয়া চল । আমি বলিলাম প্রিয়তমে ! যদি নিতান্তই আমার প্রতি তোমার অনুরাগ হইয়া থাকে, আমি যে পরামর্শ বলি নিঃসংশয় চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিবে । আমার এই চিত্রপট বিকটবর্ম্মাকে দেখাইয়া বল “ স্বামিন্ ! আমার পিতার দেশ হইতে এক মহাপ্রভাবা তাপসী আসিয়াছেন । তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া যোগসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি ও তপঃসিদ্ধি করিয়াছেন । আমাকে এই চিত্র দেখাইয়া বলিলেন বৎসে ! আমি একটা আশ্চর্য্য মন্ত্র জানি, তাহার প্রভাবে অতি কুরূপ ব্যক্তিও এই-

রূপ রূপবান্ হইতে পারেন। সে মন্ত্র সাধনের একটী বিশেষ বিধি আছে, শ্রবণ কর। যাহার রূপবান্ হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহার স্ত্রীকে অমাবস্যার দিন নির্জ্জন প্রদেশে পুরোহিত দ্বারা চতুর্হস্ত প্রমাণ অগ্নি কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করাইতে হয়, পুরোহিতেরা প্রস্থান করিলে, সেই স্ত্রী স্বয়ং যদি উপবাসিনী থাকিয়া নিশীথ সময়ে একাকিনী সেই অগ্নিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শতসঙ্খ্যক চন্দন সমিধ, ও অগুরু সমিধ, আর কতগুলি পট্টবস্ত্র দিয়া হোম করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার এই চিত্রস্থ পুরুষের আকার লাভ হয়। তদনন্তর তাঁহাকে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া স্বামীকে তথায় আহ্বান করিতে হয়। স্বামী আসিয়া তাঁহার নিকট আপনার অন্তরের নিগূঢ় কথা সকল ব্যক্ত করিয়া, মুদ্রিত নয়নে যদি তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, তৎক্ষণেই সেই অপরূপ রূপ লাভ করিতে পারেন। এবং সে স্ত্রীও আপন পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হন। বৎসে! যদি তোমার স্বামীকে রূপবান করিবার ইচ্ছা থাকে এইরূপ অনুষ্ঠান কর। স্বামিন্! তাপসী এই বলিয়া চিত্রটী তোমাকে দেখাইবার নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। আমার ইচ্ছা হইতেছে তুমি এইরূপ রূপবান পুরুষ হও। এক্ষণে তোমার যদি অভিমত হয়, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিধির অনুষ্ঠান কর।

প্রিয়তমে! তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া বিকটবর্ম্মা রূপ-বান হইবার বাসনায় অবশ্যই এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেক। যে রাত্রে এই উপবনে এই বিধির অনুষ্ঠান হইবেক, তৎকালে আমি এই স্থানে গোপন ভাবে থাকিব। পুরোহিতেরা হোম কর্ম্ম সমাধান করিয়া গমন করিলে পর, তুমি এখানে আসিবার সময় বিকটবর্ম্মাকে পরিহাস করিয়া বলিও "ধূর্ত্ত! তুমি অতি অকৃতজ্ঞ. তোমার উপর কোনরূপে বিশ্বাস হয় না। তুমি আমার মন্ত্রবলে পরম সুন্দর পুরুষ হইয়া, হয় ত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার সপত্নী গণের মনোরথ পূর্ণ করিবে। এক একবার এমনও মনে হইতেছে, বুঝি আমি আপনিই আপনার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত

হইতেছি „। এই কথা শুনিয়া বিকটবর্ম্মা যাহা বলিবেক, তুমি আসিয়া অবিকল আমাকে কহিও। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম, পুষ্করিকাকে আমার পদচিহ্ন সকল মার্জ্জন করিতে বল। কল্প-সুন্দরী আমার উপদেশ-বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় গ্রহণ করিলেন। আমিও উপবন হইতে নির্গত হইয়া আবাসে আসিলাম।

কল্পসুন্দরী বিকটবর্ম্মাকে চিত্র দেখাইয়া আমার আদেশানুরূপ সমুদয় কথাই বলিলেন। অল্পবুদ্ধি বিকটবর্ম্মাও অল্পমাত্র সন্দেহ না করিয়া তাহাতে সম্মত হইল। এই বৃত্তান্ত, ক্রমে ক্রমে রাজ্য মধ্যে প্রচার হইল। সকলে বলিতে লাগিল " রাজা বিকটবর্ম্মা দেবীর মন্ত্রবলে দেবতুল্য শরীর প্রাপ্ত হইবেন। আপন অন্তঃপুরে আপন মহিষীই এ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, সুতরাং ইহাতে সংশয়ের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, বৃহস্পতি সদৃশ বুদ্ধিজীবী মন্ত্রিগণ অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপারের অনুষ্ঠানে সম্মতি দিয়াছেন। যাহা হউক যদি এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়, বড়ই আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক। অথবা মণি মন্ত্র ওষধির অচিন্তনীয় প্রভাব, সকলই সম্ভাবিত হইতে পারে „।

অমাবস্যার দিন বিকটবর্ম্মা রূপবান্ হইবার বাসনায়, কল্প-সুন্দরীর নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিল। ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে অন্তঃপুরের উপবনে বিপুলতর ধূমোদ্গম হইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃতাদির আহুতি-গন্ধে দিক্ সকল আমোদিত হইল। ক্ষণ কাল বিলম্বে ধূম নিবৃত্তি হইলে, আমি সেই উপবনে উপস্থিত হইলাম। কল্প-সুন্দরীও অনতিবিলম্বে একাকিনী আসিয়া আমাকে সহাস্য বদনে বলিলেন, প্রিয়তম ! তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। আমি আসিবার সময় সেই পশুকে বলিলাম " তোমাকে রূপবান্ করা হইবে না, তুমি আমার মন্ত্রবলে পরম সুন্দর পুরুষ হইয়া আমার সপত্নী গণের মনোরথ পূর্ণ করিবে „। এই কথা শুনিয়া সে আমার চরণে পতিত হইল, এবং বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল সুন্দরি ! আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি, মার্জ্জনা কর, অতঃ-

পর আমি আর কখন তোমা ভিন্ন কাহাকে মনেও করিব না, এক্ষণে প্রকৃত কার্য্যে ত্বরা কর।

আমি কল্পসুন্দরীর মুখে এই সমাচার শুনিয়া, তাঁহাকে সেই কুঞ্জমধ্যে গোপনে রাখিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলাম। আসনে বসিয়া ঘণ্টা ধ্বনি করিতে লাগিলাম। সেই ঘণ্টা যমদূতীর ন্যায় বিকটবর্ম্মাকে আহ্বান করিল। তখন আমি অগুরু চন্দনাদির আহুতি প্রদান করিতে লাগিলাম। বিকটবর্ম্মাও কাল-প্রেরিতের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া আমাকে দেখিয়া ভাবিল, রাজ্ঞীই মন্ত্রবলে এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া-থাকিবেন। তথাপি, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া সশঙ্কচিত্তে আসনে উপ-বেশন করিল। আমি তাহাকে বলিলাম “ তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া পুনর্ব্বার শপথ পূর্ব্বক বল, যদি এই আকার প্রাপ্ত হইয়া আমার সপত্নী গণের মনোরথ পরিপূরণে প্রবৃত্ত না হও, তবে আমি তোমার শরীরে এই আকার সংক্রামিত করি। বিকটবর্ম্মা আমার মুখে এই কথা শুনিয়া আমাকে রাজ্ঞীই নিশ্চয় করিল, এবং শপথ করিয়া বলিল “ আমি যাবজ্জীবন কেবল তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিব „। তখন আমি কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিলাম আর শপথে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে, তোমার মনোগত যে কিছু নিগূঢ় কথা আছে, আমার নিকট তৎসমুদয় ব্যক্ত করিয়া বল। বলিবা মাত্র তোমার আকার ধ্বংস হইবে।

বিকটবর্ম্মা বলিল এক্ষণে আমার কেবল এই চারিটী গোপ-নীয় কথা আছে। প্রথম—তুমি জান, পিতৃব্য প্রহারবর্ম্মাকে কারা-বাসে রাখিয়াছি। সম্প্রতি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছি, বিষান্ন দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া, নগরে প্রচার করিয়া দিব অজীর্ণ রোগে প্রহারবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছে। দ্বিতীয়—কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশালবর্ম্মাকে পুণ্ড্র রাজ্য লুঠ করিবার নিমিত্ত পাঠা-ইয়াদিব, ইচ্ছা করিয়াছি। তৃতীয়—খনতি নামক যবনরাজের নিকট যে বহুমূল্য হীরক আছে, যৎকিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া তাহা হস্তগত করিয়া লইব, মানস করিয়াছি। এবং এই কার্য্য সাধনের নিমিত্ত

পাঞ্চালিক ও পরিত্রাতকে নিযুক্ত করিয়াছি। চতুর্থ—প্রহারবর্ম্মার অন্তরঙ্গ অনন্তসীরের শিরশ্ছেদন ও সর্ব্বস্ব হরণার্থ শতহলিকে আদেশ করিয়াছি।

আমি এইরূপে বিকটবর্ম্মার অন্তরের কথা লইয়া বলিলাম দুরাত্মন্! আজি তোমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, এক্ষণে আপন পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ কর। এই বলিয়া খড়্গাঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম। সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়াগেল। কল্পসুন্দরী এই কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে কম্পমান-কলেবর ও বিচেতন প্রায় হইলেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া, করগ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। তাঁহার অনুমতি ক্রমে অন্তঃপুর-চারিণী পরিচারিণী গণকে প্রচুর পারিতোষিক প্রদান করিলাম। তাহারা সকলে আমাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। অনন্তর আমি কল্পসুন্দরীর সহিত শয়নমন্দিরে গমন করিয়া মনের উল্লাসে যামিনী যাপন করিলাম। তাঁহারি নিকটে অমাত্য ও রাজপরিজন গণের রীতি চরিত্র প্রভৃতি সমুদয় অবগত হইলাম।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া রাজবেশে রাজসভায় প্রবেশ করিলাম। অমাত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, আমার শরীরের সহিত স্বভাবেরও পরিবর্ত্ত হইয়াছে। আমি, বিষান্ন দ্বারা পিতৃব্য মহাশয়ের প্রাণবধের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। পিতৃদ্রোহের অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। অতএব তাঁহাকে কারা মুক্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর করাই কর্ত্তব্য। বিশালবর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম ভ্রাতঃ! পুণ্ড্র রাজ্যে এক্ষণে সাতিশয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সে দেশ লুণ্ঠন করিলে তত্রত্য লোকেরা আমাদিগের দেশে আসিয়া উপদ্রব করিবেক। অতএব আপাততঃ তথায় লুণ্ঠনার্থ গমন করা বিধেয় নহে। পাঞ্চালিক ও পরিত্রাতকে বলিলাম বহুমুল্যের বস্তু নিতান্ত অল্প মুল্যে ক্রয় করিলে প্রতারণা করা হয়। প্রতারণা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

তোমরা যবনরাজ খনতিকে উচিত মূল্য প্রদান করিয়া সেই বহু-মূল্যের হীরক ক্রয় কর। শতহলিকে ডাকিয়া বলিলাম, পিতৃব্য মহাশয়ের আত্মীয় বলিয়া যে অনন্তসীরের প্রাণ সংহারের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা অনুচিত বিবেচনায় রহিত করিলাম।

মন্ত্রিগণ আমার মুখে এই সমস্ত গোপনীয় মন্ত্রণার কথা শুনিয়া আমাকে বিকটবর্ম্মাই নিশ্চয় করিলেন। তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কল্পসুন্দরীর বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপ মন্ত্রের প্রভাব শুনিয়া রাজ্যের সমস্ত লোকেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর আমি পিতা মাতাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া রাজ-পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলাম। আমার ধাত্রী পূর্ব্বেই পিতা মাতাকে এই সমস্ত বিবরণ গোপনে নিবেদন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা আমাকে চরণ তলে প্রণত দেখিয়া অপার আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন।

দেব! এক্ষণে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছি। কিন্তু বহু দিনাবধি আপনকার চরণারবিন্দ দর্শনে বঞ্চিত থাকাতে আমার সেই যৌবরাজ্য-ভোগ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র বোধ হইতেছিল। সম্প্রতি, চণ্ডবর্ম্মা চম্পা নগরী আক্রমণ করিয়াছে, পিতৃ-বন্ধু সিংহবর্ম্মার পত্র দ্বারা জানিতে পারিয়া, শত্রুক্ষয় ও মিত্র রক্ষা উভয়ই কর্ত্তব্য বিবেচনায়, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে এই আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। ভাগ্যক্রমে আপনকার শ্রীচরণ-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলাম।

রাজবাহন উপহারবর্ম্মার বিবরণ শুনিয়া, সস্মিত বদনে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিলেন। অনন্তর অর্থপালের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া তাঁহাকে আপন বিবরণ বলিতে বলিলেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

অর্থপাল চরিত।

অর্থপাল কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন দেব! আমি তোমার অন্বেষণার্থ ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করিতে করিতে একদা বারাণসী উপস্থিত হইলাম। মণিকর্ণিকার নির্ম্মল জলে অবগাহন পূর্ব্বক ভগবান্ অবিমুক্তেশ্বরকে প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, দেখিতে পাইলাম, এক দীর্ঘাকার বলবান্ পুরুষ উভয় কক্ষে উভয় হস্ত বিন্যস্ত করিয়া অশ্রান্ত অশ্রু মোচন করিতেছে। তাহার আকার প্রকার দর্শনে বোধ হইল, কোন বন্ধুর বিরহে তাদৃশ কাতর হইয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ভদ্র! তুমি এরূপ রোদন করিতেছ কেন? জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি গোপনীয় না হয়, বল। সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রোদনে বিরত হইল। এবং এক করবীর তরু তলে আমার সহিত উপবিষ্ট হইয়া কথা আরম্ভ করিল।

মহাশয়! আমার নাম পূর্ণভদ্র। আমি এক ভদ্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। পিতা আমাকে শৈশব সময়ে সাতিশয় স্নেহ সহকারে লালন পালন করেন, এবং আমাকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু আমি ভাগ্যদোষে স্বেচ্ছাচারী হইয়া ক্রমে ক্রমে চোর হইয়া উঠিলাম। এক দিন এই কাশী পুরীতে এক ধনবান বণিকের গৃহে চুরি করিয়া ধরা পড়িলাম। কাশীরাজের প্রধান অমাত্য কামপাল, চৌর্য্যাপরাধে হস্তী দ্বারা আমার প্রাণ বধের আদেশ করিলেন। অবিলম্বেই আমি বধ্যভূমে আনীত হইলাম। কামপাল স্বয়ং সমীপবর্ত্তী প্রাসাদের ছাদের উপর বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। হস্তিপক, রাজাজ্ঞানুসারে মৃত্যুবিজয় নামক মত্তহস্তী লইয়া আমার সম্মুখবর্ত্তী হইল। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। লোকের কলরবে হস্তীর কণ্ঠলম্বিত ঘণ্টার ধ্বনি দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

হস্তী আমাকে আক্রমণের উপক্রম করিলে, আমি বাহু আস্ফালন করিয়া ভুজদণ্ড দ্বারা তাহার শুণ্ডাদণ্ড ধারণ করিলাম, এবং গণ্ডদেশে এমত এক মুষ্ট্যাঘাত করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ পরাঙ্মুখ হইল। হস্তিপক ক্রুদ্ধ হইয়া দারুণ অঙ্কুশ প্রহারে হস্তীকে পুনর্ব্বার আমার সম্মুখীন করিল। আমিও সিংহনাদ করিয়া পুনর্ব্বার হস্তীকে সাজ্ঘাতিক এক আঘাত করিলাম। আঘাতের বেদনা অসহ্য হওয়াতে হস্তী ভীত হইয়া পলায়ন করিল। আমি তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মহা আস্ফালন ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলাম। হস্তিপক নিতান্ত রুষ্ট হইয়া হস্তীকে তিরস্কার করিয়া বলিল অরে মৃত্যুবিজয়! তোর মৃত্যুই ভাল, তুই বড় বড হস্তীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া, শেষে এক মনুষ্যের হস্তে পরাজিত হইলি, ধিক্। এই বলিয়া, তাহাকে আমার সম্মুখীন করিবার নিমিত্ত শাণিত অঙ্কুশ দ্বারা বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। আমি তখন গর্ব্বিত বচনে বলিলাম এ, ত, অতি সামান্য হস্তী, এ আমার কি করিবে, যদি কোন বলবান্ হস্তী থাকে আনয়ন কর, তাহার সহিত ক্ষণকাল রণ ক্রীড়া করিয়া নিরস্ত হই। হস্তী আমার এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া যন্তার আজ্ঞায় অবজ্ঞা করিয়া একবারেই পলায়ন করিল।

কামপাল আমার বল বিক্রম দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন বীর! এই মৃত্যুবিজয় হস্তী সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ। তুমি ইহাকেও পরাস্ত করিলে। বোধ হয় তোমার তুল্য বলবান আর নাই। আমি তোমার বল বিক্রম দর্শনে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার হিতার্থ বলিতেছি, তুমি দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমার নিকটেই অবস্থিতি কর। আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করিব। কামপালের এইরূপ অনুগ্রহ বাক্য শ্রবণে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতাম, ক্রমে ক্রমে আমার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস

জন্মিল। একদিন কথায় কথায় আমি তাঁহাকে তাঁহার জন্মাদি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার সমক্ষে আত্ম-বিবরণ সবিস্তর বর্ণন করিলেন।

পূর্ণভদ্র! পুষ্পপুরের অধীশ্বর রাজা রাজহংসের, ধর্ম্মপাল নামে বুদ্ধিমান্ গুণবান্ মন্ত্রী ছিলেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, আমার নাম কামপাল। আমি সংসর্গ দোষে ক্রমে ক্রমে অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলাম। পিতা এবং জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সুমিত্র, আমাকে সৎপথাবলম্বী করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন। আমি কোনরূপেই তাঁহাদের মতস্থ হইলাম না। পরি-শেষে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগি-লাম। যদৃচ্ছা ক্রমে এই কাশী ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কাশীরাজ চণ্ডসিংহের কন্যা কান্তিমতী মদনারাধনার নিমিত্ত প্রমদ বনে গমন করিতে ছিলেন, আমি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলাম। আমাকে দেখিয়াই কান্তিমতী মোহিত হইলেন। আমি-ও তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলাম। অনন্তর কোন সুযোগে কন্যান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া কান্তিমতীর সহিত মিলিত হইলাম। কিয়ৎকাল সহবাসের পর তিনি গর্ভবতী হইয়া একটী পুত্র প্রসব করিলেন। এই গোপনীয় ব্যাপার পাছে প্রচার হয় এই ভয়ে, এক পরিচারিণী সেই সন্তা-নটী ক্রীড়া-পর্ব্বতে রাখিয়া আসিল। এক শবরী তথা হইতে সন্তা-নটী লইয়া শ্মশানে নিক্ষেপ করিতে গেল। আসিবার সময় রাজ-পথে রক্ষিক পুরুষেরা তাহাকে ধরিয়া, সেই নিশীথ সময়ে শ্মশান গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শবরী প্রথমে গোপন করিয়াছিল, কিন্তু রক্ষিকেরা তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভয় প্রদর্শন করাতে সে, সমুদয় গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করিয়া ফেলিল। আমি তৎকালে ক্রীড়া-পর্ব্বতের গুহা গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম, শবরী আমাকে দেখাইয়া দিল। রক্ষিকেরা আমাকে ধরিয়া রাজ-গোচরে উপস্থিত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণ সংহারের আদেশ করিলেন। ঘাত-কেরা আমাকে লইয়া শ্মশানে উপস্থিত করিল। এবং আমার শির-

শেছ্দনের নিমিত্ত যেমন খড়্গ উদ্যত করিবেক, অমনি আমি বল-পূর্ব্বক সেই খড়্গ লইয়া তাহাদের সকলকেই সংহার করিয়া পলায়ন করিলাম।

পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে এই ভয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। একদা এক পরম সুন্দরী কামিনী অশ্রুমুখী হইয়া পরিচারিণী সমভিব্যাহারে আমার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে আমাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দর্শনে দিব্যাঙ্গনা বোধ হইতে লাগিল, আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সুন্দরি! তুমি কে, কোথা হইতে আসিলে, কিহেতুই বা আমাকে প্রণাম করিলে? অনন্তর তিনি এক বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আমার সহিত উপবিষ্ট হইয়া বচনামৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সৌম্য! আমি যক্ষরাজ মাণিভদ্রের কন্যা, নাম তারাবলী। আমি একদা অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রাকে বন্দনা করিয়া মলয় পর্ব্বত হইতে আসিতেছিলাম, বারাণসীর শ্মশান প্রদেশে একটী শিশু রোদন করিতেছে, দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই তাহার প্রতি আমার পুত্রবৎ স্নেহ সঞ্চার হইল। আমি সেই বালকটী লইয়া আমার পিতার নিকট উপস্থিত করিলাম। তিনি সেই শিশুকে কুবেরের নিকট লইয়া গেলেন। অনন্তর কুবের আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন তারাবলি! এই বালকের প্রতি তোমার কিপ্রকার স্নেহ হইতেছে? আমি বলিলাম পুত্রের ন্যায় ইহার প্রতি আমার স্নেহ জন্মিতেছে।

আমার এই উত্তর শ্রবণ করিয়া অলকেশ্বর এক অদ্ভুত উপাখ্যান বলিলেন। তাহাতে আমি, তোমার আমার এবং কান্তিমতীর পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম। পূর্ব্ব জন্মে, তোমার নাম শূদ্রক, আমার নাম আর্য্যদাসী, এবং কান্তিমতীর নাম বিনয়বতী ছিল। ঐ জন্মে, তোমার (শূদ্রকের) ঔরসে, আমার (আর্য্যদাসীর) গর্ভে, সেই বালকটী জন্মে। তৎকালে বিনয়বতী সাতিশয় স্নেহ সহকারে তাহাকে পুত্রের ন্যায় লালন পালন

করেন। সেই স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইয়া এজন্মে বালকটী কান্তিমতীর গর্ভে জন্মিয়াছে। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম সেই নিমিত্তই ঐ বালকের প্রতি আমার পুত্রবৎ স্নেহ সঞ্চার হইয়াছে। অনন্তর অলকেশ্বর আদেশ করিলেন "তারাবলি! এক্ষণে মগধ-রাজ রাজহংস দেবী বসুমতীর সহিত বিন্ধ্যারণ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র রাজবাহন সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন। তুমি এই বালকটী লইয়া রাজ্ঞী বসুমতীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আইস। এই বালক রাজবাহনের সহচর হইয়া চিরসুখী হইবেক,,। আমি কুবেরের আজ্ঞানুসারে দেবী বসুমতীর হস্তে ঐ বালক সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে গুরুজনের অনুজ্ঞা লইয়া তোমার চরণ সেবা করিতে আসিয়াছি।

পূর্ণভদ্র! আমি সেই পূর্ব্ব জন্মের সহধর্ম্মিণী তারাবলীকে অকস্মাৎ বনমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলাম। অনন্তর তিনি আমাকে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকায় লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহার সহিত কিছুদিন সুখে অবস্থিতি করিলাম। এক দিন বলিলাম প্রিয়ে! কান্তিমতীর পিতা আমার প্রাণ বধের আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমুচিত শাস্তি বিধানের বাসনা হইতেছে। তুমি ইহার কোন উপায় করিয়া দাও। তারাবলী হাসিতে হাসিতে বলিলেন প্রিয়তম! চল, আমি তোমাকে চণ্ডসিংহের ভবনে লইয়া যাইতেছি, কান্তিমতীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইবেক। এই বলিয়া তারাবলী অর্দ্ধরাত্র সময়ে আমাকে চণ্ডসিংহের শয়নাগারে লইয়া উপস্থিত করিলেন। চণ্ডসিংহের শিরোভাগে এক খড়্গ ছিল। আমি সেই খড়্গ হস্তে করিয়া লইলাম, এবং তাঁহাকে জাগরিত করিয়া বলিলাম, আমি তোমার জামাতা, তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার কন্যা কান্তিমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তুমি আমার উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমার সেই ক্রোধ শান্তি করিতে আসিয়াছি।

চণ্ডসিংহ আমার প্রচণ্ড আকার দর্শনে সাতিশয় ভীত ও কম্পিত হইয়া বলিলেন সৌম্য! তুমি আমার কন্যার কর গ্রহণ

করিয়', আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু আমি তৎকালে বুঝিতে না পারিয়া, তোমার প্রাণবধের আদেশ করিয়া অপরাধী হইয়াছি। এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, প্রসন্ন হও। কান্তিমতী কি, সমস্ত রাজ্যই তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই বলিয়া চণ্ডসিংহ বিনয় করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার বিনয়ের বশীভূত হইয়া খড়্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলাম। অনন্তর, প্রিয়তমা কান্তিমতীর গৃহে গমন করিয়া দেখিলাম, তারাবলী তাঁহার সমক্ষে তাঁহার ও সন্তানটীর পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। বিরহ-কাতরা কান্তিমতী অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আমি তাঁহাদের উভয়ের সহিত পরম সুখে নিশা অবসান করিলাম।

পরদিন রাজা চণ্ডসিংহ অমাত্যবর্গ ও প্রধান প্রধান পৌর-বর্গকে আহ্বান করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে আমার সহিত আপন কন্যার বিবাহ বিধি যথাবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। এবং আমার উপর সমস্ত রাজকার্য্য বিষয়ক মন্ত্রণার ভার সমর্পণ করিলেন। তদবধি আমি মন্ত্রি-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি।

দেব! পূর্ণভদ্র, আমার পিতার এই বৃত্তান্ত কহিয়া, পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল সৌম্য! আমি যে কারণে রোদন করিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা চণ্ডসিংহ বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডঘোষকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করি-লেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যু-হস্তে পতিত হইলেন। কিছুকাল পরে চণ্ডসিংহও লোকযাত্রা সম্বরণ করিলেন। চণ্ডসিংহের কনিষ্ঠপুত্র সিংহঘোষ তৎকালে পঞ্চম বর্ষীয় বালক, কামপাল তাঁহাকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এবং তাঁহাকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা পাই-লেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। সিংহঘোষের বয়োবৃদ্ধি সহকারে কেবল দোষেরই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কতগুলা অসৎ লোক তাঁহার সহচর হইল। তাহারা কামপালের উপর তাঁহার বিদ্বেষ-বুদ্ধি জন্মাই-

বার জন্য, সর্ব্বদাই বলিতে লাগিল মহারাজ! সাবধান হউন, আপনি কামপালের উপর বড় বিশ্বাস করিবেন না, কামপাল অতি দুরাচার। ঐ দুরাত্মা আপনকার ভগিনী কান্তিমতীকে কন্যাকাবস্থাতেই দূষিত করে। রাত্রিযোগে আপনকার পিতাকে সংহার করিবার উপক্রম করিয়া ছিল। বিষ পান করাইয়া আপনকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ বধ করিয়াছে। আপনাকে এত দিন বালক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে গোপনে আপনকার নিধনের চেষ্টা পাইতেছে। আপনি বিবেচনা করিয়া চলুন।

দুর্ব্বুদ্ধি সিংহঘোষ অসৎ লোক দিগের এই অসৎ পরামর্শে, কামপালের অনিষ্টাচরণে উদ্যত হয়। কিন্তু এত দিন যক্ষকন্যা তারাবলীর প্রভাবে কিছুই করিতে পারে নাই। সম্প্রতি তারাবলী, কোন কারণ বশতঃ কামপালের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সিংহঘোষ তাহা জানিতে পারিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া অনুচর দিগের প্রতি আদেশ করিয়াছেন "তোমরা দুরাত্মা কামপালের এই সকল দোষ নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও, কল্য প্রাতঃকালে তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করা যাইবেক ,,। দুরাচার অনুচরেরা আজ্ঞা পাইবা মাত্র নিরপরাধ মহাত্মা কামপালকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই দুঃখে রোদন করিতেছি। স্থির করিয়াছি, আমি আজিই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আর আমাকে তাঁহার সে দুরবস্থা দেখিতে হইবে না।

দেব! আমি পূর্ণভদ্রের মুখে পিতার এই আসন্ন বিপদের কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলাম ভদ্র! তোমার নিকট আর গোপনের প্রয়োজন নাই। যক্ষকন্যা তারাবলী কামপালের যে পুত্রকে রাজবাহনের চরণ সেবার্থ দেবী বসুমতীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমিই সেই পুত্র। আমি সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী বীর পুরুষকে বিনাশ করিয়া এখনিই পিতাকে মুক্ত করিতে পারি। কিন্তু, কি জানি, যদি দৈবাৎ কোন দুরাত্মা সেই সঙ্কট সময়ে পিতার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করে, তাহা হইলে আমার সমুদায় যত্নই বিফল হইবে।

আমি পূর্ণভদ্রকে এই কথা বলিতেছি, দেখিতে পাইলাম

সম্মুখবর্ত্তী এক ভগ্ন প্রাচীরের বিবর মধ্যে একটা কাল সর্প মুখ বাহির করিতেছে। আমি মন্ত্রবলে তাহাকে ধরিলাম। ধরিয়া পূর্ণভদ্রকে বলিলাম ভদ্র ! আর ভাবনা নাই, আমাদের অভি-প্রায় সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। কালি যখন পিতার চক্ষুঃ উৎপাটনের সময় লোক সমাগম হইবেক, আমি সেই জনতার মধ্যে জনকের অঙ্গে এই কাল সর্প অলক্ষিতরূপে নিক্ষেপ করিব। সর্প, পিতাকে দংশন করিলে এরূপে বিষস্তম্ভ করিয়া রাখিব, যে, তাঁহাকে মৃত বলিয়া সকলে পরিত্যাগ করিবেক। এক্ষণে তুমি আমার মাতার নিকট গিয়া, আমার সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, আমার আগমন সংবাদ দাও। এবং যেরূপে পিতার সর্পাঘাত হইবেক সে সমাচার দিয়া বল, কালি যখন আমার পিতাকে মৃত বলিয়া সকলে অবধারণ করিবেক তখন তিনি যেন সিংহঘোষের নিকট গিয়া বলেন "ভ্রাতঃ! স্বামীর সহগমন স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম, অতএব আমি স্বামীর অনুগমন করিব, তুমি আমার মৃত স্বামীকে আমার হস্তে অর্পণ কর,,। অনন্তর সিংহঘোষের অনুমতি হইলে, মাতা যেন তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, নিভৃত প্রদেশে শায়িত করিয়া রাখেন। আমি তোমার সমভিব্যাহারে মাতার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া, মন্ত্রবলে পিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিব।

পূর্ণভদ্র আমার এই পরামর্শ শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সত্বর গমন করিল। যেস্থানে পিতার চক্ষুঃ উৎপাটন হইবেক স্থির হইয়াছিল, আমি রাত্রিশেষে তত্রত্য এক তিন্তিড়ী বৃক্ষে আরো-হণ করিয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিলাম। রজনী প্রভাত হইলে ঐ স্থানে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। অল্প কাল মধ্যেই অতিশয় জনতা হইয়া উঠিল। অবিলম্বেই দেখিতে পাইলাম, কতগুলা বিকটাকার পুরুষ আমার পিতাকে চোরের ন্যায় পশ্চা-দ্বদ্ধ করিয়া সেই তিন্তিড়ী বৃক্ষের তলায় আনিয়া উপস্থিত করিল। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া প্রায় সমস্ত লোকেই সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, সিংহঘোষের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর এক চণ্ডাল তিনবার এই কথা ঘোষণা করিল " মন্ত্রী

কামপাল রাজ্য-লোভে অন্ধ হইয়া, যুবরাজ চণ্ডঘোষকে বিষান্ন দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন। এক্ষণে রাজা সিংহঘোষের প্রাণসংহারের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে কামপালের চক্ষুঃউৎপাটনের আজ্ঞা হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ অপরাধ করে, তাহাকেও এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবেক ,,।

চণ্ডালের এই ঘোষণা বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল লোকেই এককালে কল কল ধ্বনি করিয়া উঠিল। আমি সেই অবসরে পিতার গাত্রে কাল সর্প নিক্ষেপ করিলাম। নিক্ষেপ মাত্রেই সেই সর্প পিতাকে এবং চণ্ডালকে দংশন করিয়া প্রস্থান করিল। পিতা বিষবেগে মৃতকল্প হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অকস্মাৎ কাল সর্প দর্শনে ভীত হইয়া সকল লোকই কোলাহল করিতে লাগিল। আমি সেই সময় বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জনতা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। এবং পিতার শরীরে এরূপ বিষস্তম্ভ করিলাম, যে, সকলেই অবধারণ করিল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তখন আর তাঁহার চক্ষুঃউৎপাটনের কথাও রহিল না, তাঁহার মৃত্যু দেখিয়া সকলেই দুঃখ করিতে লাগিল।

আমার মাতা পূর্ব্বেই পূর্ণভদ্রের মুখে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি তাদৃশ শোকের সময়েও সাতিশয় শোকার্ত্ত না হইয়া, পদব্রজে সেই বধ্যভূমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া আমার পিতাকে ক্রোড়ে করিয়া সিংহঘোষকে বলিলেন ভ্রাতঃ! আমার স্বামী তোমার কোন অপকার করিয়াছেন কি না, দেবতাই জানেন। এক্ষণে আমার সে কথায় প্রয়োজন নাই। ইনি আমার স্বামী, আমি ইহাঁর সহগমন করিব। যে নারী পতির সহমৃতা হয়, সেই সাধ্বী পিতৃকুল পতিকুল উভয় কুলই পবিত্র করে। অতএব তুমি ইহাতে সম্মতি প্রদান কর। সিংহঘোষ সহমরণের কথা শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া সম্মতি প্রদান করিল। মাতা তাহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া আমার পিতাকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। আমিও পূর্ণভদ্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলাম। অবিলম্বেই মন্ত্রবলে পিতাকে জীবিত করিলাম।

তখন আমার মাতা পতিকে জীবিত দেখিয়া এবং আমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। আমাকে গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন বৎস! এই পাপীয়সী তোমাকে জাতমাত্রেই শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তুমি, কি মনে করিয়া এই নির্দ্দয়ার প্রতি দয়া করিতে আসিয়াছ? আমি তোমার বদন-সুধাকর পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব; কখনই এমন প্রত্যাশা করি নাই। বোধ হয় বিধাতা অনুকূল হইয়া তোমাকে আনিয়া দিয়াছেন। তুমি যদি এই বিপদের সময় আসিয়া না উপস্থিত হইতে, তোমার পিতাকে কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। আঃ! দেবী বসুমতী ধন্য! তোমার সেই শৈশব সময়ের মধুরাস্ফুট বচনামৃত পান করিয়া, তোমার সেই সুকোমল বদন-কমল অবলোকন করিয়া, আত্মাকে চরিতার্থ করিয়াছেন। এই বলিয়া মাতা আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। তাঁহার আনন্দাশ্রুজলে আম র শরীর অভিষিক্ত হইতে লাগিল। পিতা, পূর্ণভদ্রের মুখে আমার সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তর শ্রবণ করিয়া অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তখন, আপনাকে ভগবান্ মঘবান্ অপেক্ষাও ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর আমি পিতাকে জিজ্ঞাসিলাম এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? পিতা উত্তর করিলেন "বৎস! আমার এই বাড়ী প্রকাণ্ড প্রাচীর-বলয়ে বেষ্টিত। ইহাতে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র আছে। হঠাৎ কাহারও এ বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অনেকের অনেক উপকার করিয়াছি; এবং এই রাজ্যের বহু বহু বীর পুরুষ আমার বশীভূত আছে। আমার বিপদ্ কালে অনেকেই সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব এই স্থলে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করা উচিত। পশ্চাৎ সিংহঘোষের বিনাশ চেষ্টা করা যাইবেক,,। আমি পিতার মতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর সিংহঘোষ আমাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিতান্ত অনুতাপিত হইল। সে আমাদের বিনাশ বাসনায় যে সমস্ত উপায় প্রয়োগ করিতে লাগিল, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে লাগিলাম।

আমাদের বাটী, রাজবাটীর অতি নিকটবর্ত্তী। আমি পূর্ণভদ্রের মুখে সিংহঘোষের শয়নাগারের বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। এবং, আপন ভবনের ভিত্তিকোণ হইতে রাজভবন পর্য্যন্ত, সুরুঙ্গ কাটিতে আরম্ভ করিলাম। কিয়দ্দূর সুরুঙ্গ খনন হইলে, ভূভাগের অভ্যন্তরে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে কতগুলি সুন্দর স্ত্রীলোক বাস করিতেছে, পুরুষ মাত্র নাই। আমি ঐ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রেই, তাহারা অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া ভয়-চকিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম তন্মধ্যে একটী পরম সুন্দরী রমণী চন্দ্রকলার ন্যায় অট্টালিকা শোভমান করিতেছে। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া মনে মনে নানা তর্ক করিতে লাগিলাম। ঐ সময়ে এক বৃদ্ধা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আমার চরণোপান্তে নিপতিত হইল, বলিতে লাগিল আপনি কি দেবকুমার? দৈত্যদিগের সহিত সংগ্রামার্থ রসাতলে প্রবেশ করিতেছেন। আপনাকে দেখিয়া আমরা সাতিশয় ভীত হইয়াছি। শীঘ্রই আপনকার বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদের ভয় ভঞ্জন করুন। আমি তাহাদিগকে বলিলাম তোমাদের ভয় নাই। আমি দেবতা নই। আমি, অমাত্য কামপালের পুত্র, অর্থপাল। আমার মাতার নাম কান্তিমতী। প্রয়োজন-বিশেষ উপস্থিত হওয়াতে এই সুরুঙ্গাপথে রাজভবনে গমন করিতেছি, পথিমধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে পাইলাম। তোমরা কে, কি নিমিত্ত এস্থানে অবস্থিতি করিতেছ, বল।

বৃদ্ধা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল বৎস! আজি আমাদের কি সৌভাগ্য! তোমার দর্শন পাইলাম। তোমার মাতামহ মহারাজ চণ্ডসিংহের চণ্ডঘোষ নামে পুত্র ও কান্তিমতী নামে কন্যা জন্মে। চণ্ডঘোষ অঙ্গনাগণে অত্যাসক্ত হইয়া, তরুণাবস্থাতেই ক্ষয় রোগে লোকান্তর গমন করেন। তৎকালে তাঁহার মহিষী আচারবতী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে এই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর নাম মণিকর্ণিকা। ইহাঁর জন্মের অব্যবহিত পরেই আচারবতীর মৃত্যু হয়। অনন্তর মহারাজ চণ্ডসিংহ আমাকে আজ্ঞা করিলেন "ঋদ্ধিমতি! এই কন্যা অতি সুলক্ষণা লক্ষিত হইতেছে। মালবেন্দ্র রাজ-

নন্দন দর্পসারকে এই কন্যাটী সমর্পণ করিব, মানস করিয়াছি। যাবৎ বয়স্থা না হয়, তাবৎ তোমাকেই ইহার প্রতিপালন করিতে হইবেক। কান্তিমতীর বিবাহ অবধি আমার অত্যন্ত আশঙ্কা জন্মিয়াছে। কন্যা সন্তান অতিগোপনে রাখাই কর্ত্তব্য। শত্রুভয় উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, আমি ভূগর্ভে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছি, তুমি ইহাকে তথায় লইয়া গিয়া লালন পালন কর। ঐ অট্টালিকায় এত ভোগ্য বস্তু আছে, যে, শত বৎসর ভোগ করিলেও ফুরাইবেক না,,। এই বলিয়া চণ্ডসিংহ নিজ বাস-গৃহের ভিত্তি-সংলগ্ন কবাট উদ্ঘাটন করিয়া আমাদিগকে এই স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, বৎসা মণিকর্ণিকা বয়স্থা হইয়াছেন। মহারাজ অদ্যাপি আমাদিগকে স্মরণ করিলেন না। মহারাজ চণ্ডসিংহ দর্পসারকে মণিকর্ণিকা দান করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু, এই মণিকর্ণিকা যখন গর্ভস্থ, তখন ইহাঁর মাতা তোমার মাতার সহিত একদিন এই পণ করিয়া দ্যূতক্রীড়া করেন, যে "যদি আমি পরাজিত হই, আমার গর্ভস্থ সন্তান তোমারি হইবেক,,। ঐ ক্রীড়ায় কান্তিমতীর জয় হয়। অনন্তর মণিকর্ণিকা জন্মিলে, কান্তিমতী তোমার সহিত ইহাঁর বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধার মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলাম, আমি যে উদ্দেশে রাজভবনে গমন করিতেছি, তাহা সিদ্ধ করিয়া, অদ্যই প্রতিনিবৃত্ত হইব। পশ্চাৎ, বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব। বৃদ্ধাকে এই কথা কহিয়া আমি অর্দ্ধরাত্র সময়ে সিংহঘোষের শয়নাগারে উপস্থিত হইলাম। গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে, আমি সেইরূপ সিংহঘোষকে ধরিয়া একবারেই আপন ভবনে আনয়ন করিলাম। এবং লৌহ নিগড়ে তাহার চরণ দ্বয় বদ্ধ করিয়া পিতার নিকট লইয়া গেলাম। পিতা পরম পরিতুষ্ট হইয়া ঐ দুষ্টাশয়কে কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর আমার মুখে ভূমির অভ্যন্তরীণ অট্টালিকার বৃত্তান্ত শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ মণিকর্ণিকাকে আনয়ন করিলেন। এবং যথাবিধি আমার সহিত তাহার বিবাহ

দিলেন। এক্ষণে কাশীর রাজত্ব আমাদিগের হস্ত-গত হইয়াছে। অধুনা অঙ্গরাজের সাহায্যার্থ আগমন করিয়া আপনকার শ্রীচরণের অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছি।

রাজবাহন অর্থপালের বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। অনন্তর প্রমতির প্রতি প্রীতি-প্রফুল্ল দৃষ্টি পাত করিয়া তাঁহার বিবরণ বলিতে বলিলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

প্রমতি চরিত।

প্রমতি প্রণতি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন দেব! আপনকার অন্বেষণার্থ আমি নানাদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে, একদা সন্ধ্যাকালে বিন্ধ্যাচলের নিকট উপস্থিত হইলাম। বিন্ধ্য পর্ব্বতের পার্শ্বভাগে অতি প্রকাণ্ড এক বৃক্ষ আছে। তাহার অনতিদূরবর্ত্তী সরোবরে অবগাহন করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলাম। নিবিড় অন্ধকারে, উচ্চ নীচ ভূমিভাগ সকল সমভূমি বোধ হইতে লাগিল। আমি গমনে অসমর্থ হইয়া সেই তরুতলে পল্লব দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিলাম। মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া বলিলাম "এই মহারণ্য ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। নানা প্রকার হিংস্র জন্তু চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর স্থানে আমি একাকী শয়ন করিয়া রহিলাম। এই বৃক্ষে যে দেবতা বাস করেন, তিনি আমার রক্ষা করুন,,। এই বলিয়া নিদ্রাগত হইলাম।

ক্ষণকাল পরেই আমার শরীরে এক প্রকার অলৌকিক স্পর্শসুখ অনুভব হইতে লাগিল। ইন্দ্রিয় সকল আহ্লাদিত হইতে লাগিল। অন্তরাত্মা উল্লাসিত হইল। সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দক্ষিণ বাহু স্পন্দ হইতে লাগিল। আমি অল্পে অল্পে নয়ন দ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, উপরি ভাগে শুভ্র বসনের বিতান শোভমান রহিয়াছে। বাঁদিকে চাহিয়া দেখিলাম, বিচিত্র

আস্তরণে অঙ্গনাগণ বিশ্রব্ধ-সুপ্ত রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে দেখিলাম, আমি যে অমৃত-ফেনপুঞ্জ সদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, তাহারি এক পার্শ্বে অতি আশ্চর্য্যরূপা এক রমণী নিদ্রা যাইতেছে। তাহার মুদ্রিত-নয়ন বদন দর্শনে বোধ হইল, যেন ভ্রমর-শোভিত পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বক্ষঃস্থলের বসন বিগলিত হইয়াছে। অরুণবর্ণ অধর-পল্লব নিশ্বাস পবনে ঈষৎ কম্পমান হইতেছে।

আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলাম, কোথায় সেই মহারণ্য, কোথা হইতে এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা উপস্থিত হইল। কোথায় সেই পল্লব শয্যা, কোথা হইতেই বা এই দুগ্ধফেননিভ অপূর্ব্ব শয্যা উপস্থিত হইল। এই সকল দিব্যাঙ্গনাসদৃশ সুন্দরীগণ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, ইহারাই বা কে। আর, আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এই রমণীই বা কে। ইনি দেবকন্যা নহেন। দেবকন্যারা নিদ্রাগত হন না, কিন্তু ইনি অকাতরে অগাধ নিদ্রা যাইতেছেন। দেবকন্যাদের ঘর্ম্ম হয় না, কিন্তু ইহাঁর পক্ব-রসাল ফল তুল্য গণ্ডস্থলে ঘর্ম্মবিন্দু শোভা পাইতেছে। যাহা হউক, এই রমণীতে আমার নিতান্ত আসক্তি জন্মিতেছে। আমি অনেক ক্ষণ এইরূপ তর্ক করিয়া অল্পে অল্পে তাহার গাত্র স্পর্শ করিলাম। স্পর্শ করিবামাত্রেই আমার সমস্ত অঙ্গ অলস ও অবশ হইয়া পড়িল। তখন আমি নিদ্রিতের ন্যায় ছল করিয়া রহিলাম।

আমার স্পর্শ মাত্রেই সেই রমণীর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ সঞ্চার হইল। তৎক্ষণাৎ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অরুণবর্ণ নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া সেই বামলোচনা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অকস্মাৎ আমাকে শয়নোপান্তে শয়ান দেখিয়া এককালেই তাঁহার বিস্ময়, ত্রাস, অনুরাগ, হর্ষ ও লজ্জার আবির্ভাব হইল। তখন তিনি সাতিশয় অনুরাগ সহকারে সস্পৃহ নয়নে বারম্বার আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং শয্যাতল পরিত্যাগ না করিয়া আমার পার্শ্বেই সচকিত ভাবে শয়ন করিয়া

রহিলেন। আমি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াও, কি কারণে বলিতে পারিনা, হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। অবিলম্বেই আমার গাত্রে অসুখ স্পর্শ বোধ হইতে লাগিল। তখন জাগরিত হইয়া দেখিলাম সেই মহারণ্যে, সেই তরুতলে, সেই পল্লব-শয়নে শয়ন করিয়া রহিয়াছি। অনতিবিলম্বেই রজনী প্রভাত হইল। মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলাম এ কি চমৎকার ব্যাপার! এ কি স্বপ্ন, অথবা দৈবী মায়া। যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া ভূমি-শয্যা পরিত্যাগ করা হইবে না। অত্রত্য দেবতা যাবৎ আমার সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া দেন, তাবৎ আমি এই ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলাম।

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়, মলিন-বেশা এক সীমন্তিনী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নয়নে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে। তাঁহার শরীর শীর্ণ, কিন্তু মুখ-সুধাকর বিবর্ণ বা বিশ্রী হয় নাই। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রেই আমার অত্যন্ত ভক্তির উদ্রেক হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া আমার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। গদ্গদ স্বরে বলিলেন বৎস! শুনিয়া থাকিবে, যক্ষনাথ মাণিভদ্রের কন্যা তারাবলী, কামপালের পুত্র অর্থপালকে অতি শৈশব সময়ে দেবী বসুমতীর হস্তে সমর্পণ করে। আমি সেই তারাবলী, কামপালের পত্নী। আমি, স্বামীর প্রতি অনর্থক কোপ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। অকারণ পরিত্যাগ করাতে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত অনুতাপিত হইতে লাগিল। একদিন স্বপ্নে দেখিলাম " এক রাক্ষস আমাকে বলিতেছে আমি তোমার শরীরে আবিষ্ট হইলাম, এক বৎসর বাস করিব,,। বৎস! সেই অবধি আমি রাক্ষসাবিষ্ট হইয়া এই বিশাল বৃক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। সহস্র বর্ষের ন্যায় দীর্ঘতর অতি ক্লেশকর সেই এক বৎসর অদ্য অতিক্রান্ত হইয়াছে।

গতরাত্রে আমি শ্রাবস্তী নগরে ত্র্যম্বক দেবের উৎসব দর্শনার্থ গমন করিবার উপক্রম করিতেছিলাম, এমন সময় তুমি অত্রত্য

দেবতার নিকট শরণ প্রার্থনা করিয়া নিদ্রাগত হইলে। রাক্ষসাবেশ বশতঃ তৎকালে আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তথাপি শরণাপন্ন ব্যক্তিকে এই ভয়ঙ্কর অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অনুচিত বিবেচনায়, তোমাকে নিদ্রাবস্থাতেই তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। শ্রাবস্তী উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রাজা ধর্ম্মবর্দ্ধনের কন্যা নবমালিকা গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত শয়নগৃহের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, অতি বিস্তৃত কোমল পর্য্যঙ্ক-তলে শয়ন করিয়া আছেন। আমি তোমাকে তাঁহার পার্শ্বেশয়ন করাইয়া উৎসব দর্শনার্থ প্রস্থান করিলাম। উৎসব সমাজে আত্মীয় স্বজন গণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি ভগবান্ ত্র্যম্বক দেবের বন্দনা করিয়া, ভগবতী অম্বিকা দেবীকে প্রণাম করিলাম। অম্বিকা প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন বৎসে! আর তোমার ভয় নাই, তুমি অদ্যই রাক্ষস হস্ত হইতে মুক্ত হইলে, এক্ষণে স্বামি-সন্নিধানে গমন কর। বৎস! আমি অম্বিকার অনুগ্রহে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া, নবমালিকার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তখন তোমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। এবং আপন প্রভাবে তোমার ও রাজতনয়ার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, ভাবিলাম "যখন ইহাদের পরস্পরের রূপলাবণ্য পরস্পরের নয়ন-গোচর হইয়াছে, এবং পরস্পরের মনে অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে, তখন ইহারা আপনারাই আপন পাণিগ্রহণের উপায় করিয়া লইবেক। এ বিষয়ে আমার প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই,,। এই ভাবিয়া তোমাকে তন্দ্রা-পরতন্ত্র করিয়া পূর্ব্ববৎ এই পল্লব শয়নেই প্রত্যানয়ন করিয়াছি।

দেব! আমি তারাবলীর নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলাম। তিনি আমাকে নানাবিধ স্নেহ বাক্য বলিয়া আপন স্বামি-সন্নিধানে গমন করিলেন। আমিও নবমালিকার লোভে শ্রাবস্তী প্রস্থান করিলাম। পথিমধ্যে এক স্থানে দেখিলাম কুক্কুট-যুদ্ধ হইতেছে, অনেক লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে। আমিও তথায় যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত দণ্ডা-

য়মান হইলাম। ক্ষণকাল যুদ্ধ দেখিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলাম। কুক্কুটস্বামী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। আমি বলিলাম মহাশয়! যাহারা এই কুক্কুট যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছে তাহারা অতি অনভিজ্ঞ। তাহারা কুক্কুট জাতির ইতর বিশেষ জানেনা। এই উভয় কুক্কুট এক জাতীয় নহে। ইহাদের বল বিক্রমও তুল্য নহে। অনভিজ্ঞ পুরুষেরা এই বিসদৃশ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছে বলিয়া আমি হাস্য করিলাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের, কুক্কুট জাতির ইতর বিশেষ জ্ঞানে বিলক্ষণ বিজ্ঞতা ছিল। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন ভাই! তুমি চুপ করিয়া থাক, এ অজ্ঞান দিগকে জ্ঞান দানে প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া একটী তাম্বূলবীটিকা আমাকে দিলেন, এবং নানা প্রকার মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। কুক্কুট দ্বয় পরস্পর নখাঘাত চঞ্চুপ্রহার ও চীৎকার ধ্বনি করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কুক্কুট জয়ী হইল। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। আমি অত্যন্ত বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তিনি আমার সহিত সখ্য কবিলেন। যত্ন পূর্ব্বক আমাকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। আমি সেদিন তাঁহারি ভবনে অবস্থান করিলাম। পর দিন যখন শ্রাবস্তী গমন করি, তিনি আমাকে বলিলেন সখে! যদি কখন প্রয়োজন হয়, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিও। এই বলিয়া আমাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন।

আমি শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হইয়া বহিরুদ্যানে লতামণ্ডপে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম। অতিশয় পথশ্রান্তি হইয়াছিল, ক্ষণ মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কলহংস-কোলাহল শ্রবণে জাগরিত হইয়া দেখিলাম এক যুবতী আমার নিকট আসিতেছে, চরণে নূপুরধ্বনি হইতেছে। তাহার হস্তে পরম সুন্দর পুরুষের এক চিত্রপট আছে। সে আমার সম্মুখে আসিয়া, একবার আমার দিকে, একবার ছবির দিকে, বারম্বার দৃষ্টি পাত করিতে লাগিল। আমি চিত্র নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম আমারি সদৃশ এক পুরুষ অঙ্কিত আছে। মনে মনে ভাবিলাম এই নারী

বারম্বার আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। অনন্তর যুবতীকে উপবেশন করিতে বলিলাম। সে, যে আজ্ঞা বলিয়া সহাস্য বদনে আমার সন্নিধানে বসিয়া বলিল মহাশয়! আপনি বিদেশীয় লোক, সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছেন। আপনাকে অত্যন্ত পথশ্রান্ত দেখিতেছি। যদি কোন বাধা না থাকে অদ্য আমার গৃহে অবস্থিতি করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আমি তাহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে তাহার ভবনে গমন করিলাম। অনন্তর স্নান ভোজন করিয়া সুখোপবিষ্ট হইয়াছি, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! আপনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছেন কি না?

তাহার এইরূপ জিজ্ঞাসায় আমার মনে মনে আশা জন্মিল। ভাবিলাম " এই যুবতী রাজবালিকা নবমালিকার সখী। এই চিত্রপটে রাজকন্যার সেই অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ শোভিত গৃহ, সেই শুভ্র কোমল শয়ন তল, এবং তদুপরি নিদ্রিত আমারি আকৃতি, চিত্রিত দৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয় মদনদেব রাজদুহিতাকে আমার জন্য নিতান্ত কাতর ও একান্ত অধীর করিয়া থাকিবেন। তিনি আপন চিত্ত বিনোদনের নিমিত্তই আমার এই ছবি লিখিয়াছেন। এই যুবতী আমাকে চিত্রিত পুরুষের সদৃশ দেখিয়া সংশয় প্রযুক্তই আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল। ইহার সংশয় দূর করা আবশ্যক ,,। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলাম ভদ্রে! চিত্রপটখানি একবার আমাকে দাও। সে তৎক্ষণাৎ আমার হস্তে অর্পণ করিল। আমি তাহার এক পার্শ্বে সেই প্রিয়তমাকে, আমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, চিত্রিত করিলাম। চিত্র দেখিয়া যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি এরূপ রূপবতী রমণী কোথায় দেখিয়াছেন? আমি তাহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলাম। সে তাহা শুনিয়া, আপন সখী নবমালিকার বিরহাবস্থা সবিস্তর বর্ণন করিল। তখন আমি বলিলাম ভদ্রে! যদি তোমার প্রিয়সখী আমার নিমিত্তই এইরূপ বিরহকাতর হইয়া থাকেন,

আর কিছু দিন সহ্য করিয়া থাকুন। আমি যাহাতে নিঃশঙ্কচিত্তে অন্তঃপুর মধ্যে বাস করিতে পারি, এমন কোন উপায় করিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া তথা হইতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিলাম। তিনি আমাকে সাতিশয় সম্বর্দ্ধনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রাবস্তী নগরের রাজা ধর্ম্মবর্দ্ধনের কন্যা নবমালিকার সহিত যেরূপে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট তৎসমুদয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া বলিলাম মহাশয়! সেই সুকুমারী রাজকুমারীর দর্শন-দিনাবধি পঞ্চশর-শরপ্রহারে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহার সহচরীর মুখে শুনিলাম রাজকুমারীও আমার ন্যায় মদন বাণে দগ্ধ হইতেছেন। এক্ষণে আপনি যদি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে নবমালিকার বদন সুধাকর নিরন্তর দর্শন করিয়া, তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পারি। ব্রাহ্মণ বলিলেন সখে! কি উপায় করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, বল, আমি অবিলম্বেই করিব, অঙ্গীকার করিতেছি।

তখন আমি বলিলাম আমি স্ত্রীবেশ ধারণ করি। আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া রাজা ধর্ম্মবর্দ্ধনের সভায় উপস্থিত হইয়া বলুন " মহারাজ! আমার এই এক মাত্র কন্যা। জাতমাত্রেই ইহার জননী পরলোক প্রস্থান করিয়াছেন। আমি ইহাকে প্রতিপালন করিয়াছি। এক ব্রাহ্মণতনয় ইহার পাণি গ্রহণাভিলাষী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে সৎকুলোদ্ভব জানিতে পারিয়া বলিলাম বৎস! তুমি অগ্রে উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা কর, কৃতবিদ্য হইয়া আসিলে তোমাকে কন্যা দান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি। মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণতনয় আমার এই কথায় বিদ্যার্থী হইয়া উজ্জয়িনী নগর গমন করিয়াছেন। অদ্যাপি আসিলেন না। এই কন্যাও বয়স্থা হইয়াছেন। একবার এক পাত্রে বাগ্দান করিয়া পাত্রান্তরে কন্যাদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া আমি মানস করিয়াছি, স্বয়ং উজ্জয়িনী গমন করিয়া জামাতাকে আনয়ন করিব। কিন্তু আমার আর কেহ

অভিভাবক নাই, এই বয়স্থা কন্যাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া কি রূপে গমন করি। আর কোন ব্যক্তির নিকট রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না। মহারাজ! আপনি প্রজাগণের পিতা মাতা স্বরূপ, আপনি যদি অনুগ্রহ কবিয়া কন্যাটী রক্ষা করেন, তাহা হইলেই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে,,। মহাশয়! ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মবর্দ্ধন আপনকার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া নবমালিকার হস্তেই আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিবেন। তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

দেব! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলাম মহাশয়! আগামী ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমার দিন তীর্থযাত্রা উপলক্ষে যখন রাজার অন্তঃপুরিকাগণ গঙ্গাস্নানে গমন করিবেক, আপনি সেই সময় গঙ্গার পর-পারবর্ত্তী বেতস লতা মণ্ডপে এক জোড়া ধৌত বস্ত্র লইয়া উপস্থিত থাকিবেন। আমি অন্তঃপুরিকাগণের সহিত স্নান করিতে আসিব। অন্তঃপুরিকাগণ জলক্রীড়ায় মত্ত হইলে, আমি সেই অবসরে জলমগ্ন হইয়া একবারে আপনকার নিকট উপস্থিত হইব। এদিকে রাজকন্যা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় খিদ্যমান ও রোরুদ্যমান হইবেন। ক্রমশঃ এই বিষয় রাজগোচর হইলে রাজ ভবনে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইবেক। ঐ সময়ে আমি, আপনকার আনীত বস্ত্র যুগল পরিধান করিয়া আপনকাব জামাতৃ বেশ ধারণ করিব। আপনি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজগোচরে উপস্থিত হইবেন। উপস্থিত হইয়া বলিবেন মহারাজ! আমি জামাতা আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে কন্যাটী প্রত্যর্পণ করুন।

আপনাকে জামাতার সহিত উপস্থিত দেখিয়া রাজার মুখ ম্লান হইয়া যাইবেক। তখন তিনি কন্যার জলমজ্জন বৃত্তান্ত কহিয়া আপনকার অনুনয় বিনয় করিতে থাকিবেন। আপনি ঐ কথা শুনিয়া সাতিশয় শোকার্ত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিবেন। এবং বলিবেন মহারাজ! আমি কন্যার বিয়োগে

জীবন ধারণ করিতে পারিব না, আপনকার সমক্ষেই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগ করি। এই বলিয়া যখন আপনি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিবার উপক্রম করিবেন, তখন রাজা ব্রহ্মহত্যার ভয়ে অগত্যা আপনাকে নিজকন্যা সমর্পণ করিয়া আপনকার শোক নিবারণ করিবেন। মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই উপায়ের অনুষ্ঠান করিলে আমি নবমালিকা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারি।

দেব! প্রবঞ্চনা-পটু সেই চতুর পাঞ্চালশর্ম্মা আমার প্রার্থনাধিক কপট জাল বিস্তার করিলেন। তাঁহার প্রসাদে অবিলম্বেই আমার অভিলষিত সিদ্ধি হইয়া উঠিল। আমি মধুকরের ন্যায় নবমালিকা সম্ভোগ সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। রাজা ধর্ম্মবর্দ্ধন আমার হস্তে সমস্ত রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সিংহবর্ম্মার সাহায্যার্থ আগমন করিয়া বন্ধু বান্ধবের সন্দর্শন এবং আপনকার শ্রীচরণ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম।

রাজবাহন, প্রমতির চরিত্র শ্রবণে সহাস্য বদনে বলিলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কত প্রকার কৌশল করিতে পারেন। এই বলিয়া মিত্রগুপ্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

মিত্রগুপ্ত চরিত।

মিত্রগুপ্ত বলিলেন দেব! আমি তোমার অন্বেষণার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা সুহ্মরাজ্যে দামলিপ্ত নগরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম এক উদ্যানে মহা মহোৎসব হইতেছে। ঐ উদ্যানের এক প্রান্তে মাধবী লতা মণ্ডপে দুঃখিত-হৃদয় এক পুরুষ বীণা বাদন দ্বারা আত্ম বিনোদন করিতেছে। আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ভদ্র! এই উৎসবের নাম কি, কেনই বা ইহা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তুমিই বা কি নিমিত্ত উৎসব সমাজ পরিত্যাগ করিয়া উৎকণ্ঠিতের ন্যায় নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া বীণা বাদন করিতেছ?

সে বলিতে লাগিল এই সুহ্ম দেশের রাজা তুঙ্গধন্বা একদা সন্তান কামনায় এই উদ্যান মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে আসিয়া দেবীর সমক্ষে হত্যা দেন। রাজার স্বপ্নাবস্থায় দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন "বৎস! আর তোমার হত্যা দিবার প্রয়োজন নাই। আমি বর দিতেছি তোমার একটী পুত্র, ও একটী কন্যা জন্মিবেক। যে ব্যক্তি তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক, তোমার পুত্রকে চিরকাল তাহার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। তোমার কন্যার যাবৎ বিবাহ না হয়, তাহাকে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পুর্ণিমার দিন আমার সমক্ষে কন্দুক ক্রীড়ায় নিযুক্ত করিও। তাহা হইলে তাহার গুণবান্ স্বামী লাভ হইবেক। কন্যা স্বয়ং স্বানুরাগ চিত্তে যাহাকে বরণ করিবেক, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিও। এই বর লাভের অব্যবহিত পরেই, তুঙ্গধন্বার মহিষী মেদিনী গর্ভবতী হইলেন। ঐ গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। রাজা, তাহার ভীমধন্বা নাম রাখিলেন। কিছুকাল বিলম্বে রাজার একটী কন্যা জন্মিল। ঐ কন্যাকে বিন্ধ্যবাসিনীর সমক্ষে কন্দুক-ক্রীড়ায় নিযুক্ত করিবেন বলিয়া, তাহার নাম কন্দুকবতী রাখিলেন। আজি সেই পরম রূপবতী কন্দুকবতী কন্দুক ক্রীড়া করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতি সম্পাদন করিবেন। এই উৎসবের নাম কন্দুকোৎসব। কন্দুকবতীর সহচরী চন্দ্রসেনা নামে এক বারনারীর সহিত আমার প্রণয় আছে। বহুকালাবধি আমরা নির্ব্বিঘ্নে পরস্পর প্রণয় সুখ অনুভব করিতে ছিলাম। সম্প্রতি রাজপুত্র ভীমধন্বা তাহার রূপ লাবণ্য দর্শনে তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, এবং আমার নিকট হইতে তাহাকে বল পুর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমি দুঃখিত হইয়া, চঞ্চল চিত্তকে কোন রূপে স্থির করিবার জন্য নির্জ্জনে বসিয়া বীণা বাদন করিতেছি।

সে এই কথা বলিতেছে এমন সময় নূপুরধ্বনি শ্রবণ গোচর হইল। অবিলম্বেই তথায় এক কামিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র সেই ব্যক্তি সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং তাহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া পরম সমাদরে

উপবেশন করাইল। আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল মহাশয়! ইনিই আমার প্রাণসমা প্রিয়তমা। রাজপুত্র ইহাকে হরণ করিয়া আমার প্রাণ হরণের উপক্রম করিয়াছেন। এই আমার জন্মের মত প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই বলিয়া সেই ব্যক্তি এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। চন্দ্রসেনা তাহাকে প্রাণ পরিত্যাগে কৃত-নিশ্চয় দেখিয়া সজল নয়নে বলিল প্রিয়তম! তুমি এই নগরের প্রধান বণিক অর্থদাসের সন্তান, তোমার নাম কোষদাস। আমার প্রতি তোমার সাতিশয় অনুরাগ থাকাতেই শত্রুরা তোমাকে বেশ-দাস বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। তুমি যদি আমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ কর, আর, আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে বেশ্যাজাতির, নিতান্ত নিষ্ঠুর বলিয়া কলঙ্ক জন্মিবেক। এক্ষণে আমি তোমাকে এক পরামর্শ বলি। যে স্থানে গমন করিলে ভীম-ধন্বার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, এমন কোন স্থানে আমাকে লইয়া চল।

কোষদাস চন্দ্রসেনার এই কথা শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ দেশ উত্তম, আমাকে বলিয়া দেউন। আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলাম ভদ্র! এই বিশাল ধরামণ্ডলে কত স্থানে কত শত উত্তম গ্রাম ও নগর আছে, সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু যদি আমি এই দেশেই তোমাদের সুখ সম্ভোগে বাস করিবার কোন উপায় করিয়া দিতে না পারি, তখন তোমরা স্থানান্তর গমনের চেষ্টা করিও। আমি এই কথা বলিতেছি এমন সময় উৎসব সমাজে নূপুরধ্বনি হইয়া উঠিল। চন্দ্রসেনা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল ভর্তৃদারিকা কন্দুকবতী, ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর আরাধনার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন ব্যক্তিরই উৎসব সমাজ গমনের নিষেধ নাই। আপনারাও আসুন। কন্দুকবতীকে দেখিয়া নয়নদ্বয় চরিতার্থ করুন। এক্ষণে আমি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হই। এই বলিয়া চন্দ্র-সেনা চলিয়া গেল। আমরাও দুজনে তথায় উপস্থিত হইলাম।

আমি সেই উৎসব সমাজে উপস্থিত হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী

রাজকুমারী নয়নগোচর করিলাম। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মন মোহিত হইল। চিত্রার্পিতের ন্যায় অনিমিষ নয়নে তাঁহার রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সেই বামলোচনা ভূমিষ্ঠ হইয়া ভগবতীকে বন্দনা করিয়া ক্রীড়া কন্দুক গ্রহণ করিলেন। চঞ্চল কোমল কর-পল্লব দ্বারা একবার উৎক্ষেপণ একবার অবক্ষেপণ, এইরূপে নানা নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত-লাঘব দর্শনে তাবৎ লোক চমৎকৃত হইয়া রহিল। রাজকন্যা বিলাস পূর্ব্বক সাভিলাষ নয়নে আমার প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে বক্ষঃস্থলের বিগলিত বসন হস্তদ্বারা যথাস্থানে বিনিবেশিত করিতে লাগিলেন। আমি তৎকালে তাঁহার শরীরমাধুরী হস্তচাতুরী ও নয়ন ভঙ্গী দর্শনে একবারে মোহিত হইয়া রহিলাম। কন্দুকবতী ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক কন্দুক লইয়া উৎক্ষেপণ আরম্ভ করিলেন। কন্দুক গুলি তাঁহার চতুর্দ্দিকে অতিবেগে এরূপ দুর্লক্ষ্য রূপে পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল, বোধ হইল, যেন রাজনন্দিনী পিঞ্জর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন। কন্দুকবতীর, কন্দুক ক্রীড়ায় এইরূপ অসামান্য নৈপুণ্য দর্শনে তাবৎ লোক এককালে উচ্চৈঃস্বরে ধন্যবাদ করিয়া উঠিল। অনেক ক্ষণ এইরূপ ক্রীড়া করিয়া কন্দুকবতী পুনর্ব্বার বিন্ধ্যবাসিনীর বন্দনা করিলেন। পরে চন্দ্রসেনা প্রভৃতি সখীগণ সমভিব্যাহারে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আমার মন অনুরক্ত অনুচরের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কন্দুকবতী নানা ছল করিয়া বারম্বার মুখ ফিরাইয়া আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে কুমারীপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন আমি হতাশ হইয়া কোষদাসের সহিত তাহার আবাসে গমন করিলাম। সমস্ত দিন অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। সায়ংকালে রাজকুমারীর প্রিয় সহচরী চন্দ্রসেনা আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। কোষদাসকে সপ্রণয় সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন করিল। কোষদাস করুণ বচনে তাহাকে বলিল প্রিয়-

ভদ্রে ! আজি তোমার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম। তুমি আমাকে প্রিয়জন বলিয়া স্মরণ করিও। কোষদাসের এই-রূপ কাতর বচন শুনিয়া আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলাম সখে! তুমি এত কাতর হইতেছ কেন ? আমার নিকট একপ্রকার অঞ্জন আছে, তদ্দ্বারা চন্দ্রসেনার নয়নদ্বয় রঞ্জন করিয়া দাও। তাহা হইলে ভীমধন্বা ইহাকে বানরীর ন্যায় দেখিবেক। সুতরাং অবজ্ঞা করিয়া পরিত্যাগ করিবেক। চন্দ্রসেনা এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিল মহাশয় ! আপনকার কথাতেই এই আজ্ঞা-করী অনুগৃহীত হইয়াছে। আর আমার এ মনুষ্য শরীরে বানরী হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। কন্দুকোৎসব-সমাজে কন্দুকবতী আপনকার রূপ লাবণ্য দেখিয়া নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপনকারি মোহন মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন। আমি তাঁহার আকার প্রকার দর্শনে অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া রাজমহিষীর গোচর করিয়াছি। তিনি মহারাজকে বলিবেন। মহারাজ জানিতে পারিলে, বিন্ধ্যবাসিনীর আদেশ স্মরণ করিয়া আপনকার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন। তাহা হইলে ভীমধন্বাকে আপনকার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। তখন আর তিনি আমার প্রতি বল প্রকাশ করিতে পারিবেন না। আপনি দুই চারি দিন অপেক্ষা করিয়া থাকুন। এই বলিয়া চন্দ্রসেনা আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিল। আমরা ঐ কথা আন্দোলন করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম।

রজনী প্রভাত হইলে আমি, যে উপবনে প্রিয়তমার দর্শন পাইয়াছিলাম, চিত্ত বিনোদন করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করি-লাম। যদৃচ্ছাক্রমে ভীমধন্বাও তথায় উপস্থিত হইল। সে অমা-য়িক ভাব প্রদর্শন করিয়া আমার সহিত নানা প্রকার মিষ্টালাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাতিশয় যত্ন পূর্ব্বক আমাকে উদ্যান মধ্যবর্ত্তী রাজভবনে লইয়া গেল। এবং তথায় অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত আমাকে বিস্তর অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি

তাঁহার অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া স্নান ভোজনাদি করিয়া শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়াই অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে প্রিয়া-দর্শনাদি সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ভীমধন্বা লৌহ শৃঙ্খলে আমার হস্ত পদাদি বন্ধন করিয়া ফেলিল। আমি হঠাৎ জাগরিত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তখন ভীমধন্বা ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটী করিয়া পরুষ বচনে বলিল অরে নরাধম! তুই মনে করিয়াছিস্ কন্দুকবতীর কর গ্রহণ করিয়া আমাকে অধীন করিয়া রাখিবি। কালি যখন কোষদাসের গৃহে চন্দ্রসেনার সহিত তোর কথা বার্ত্তা হয়, কুব্জা গবাক্ষ দ্বারে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়া আসিয়াছে। তুই কি ভাবিয়াছিস্ আমি তোর কথায় চন্দ্রসেনা পরিত্যাগ করিব। ভীমধন্বা আমাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া অনুচর গণকে বলিল "শীঘ্রই ইহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া আইস,. নিষ্ঠুর অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল।

একে সেই অকূল সমুদ্র, বিষম তরঙ্গমালায় আকুল, তাহাতে আবার আমার হস্ত পদাদি লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমি সেই অগাধ সমুদ্রে পতিত হইয়া জীবনের আশা একবারেই পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু ভাগ্যবলে এক কাষ্ঠফলক প্রাপ্ত হইলাম। কোন রূপে তাহা অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। এই রূপে এক দিবারাত্র অতীত হইল। প্রত্যুষে এক জাহাজ দেখিতে পাইলাম। উহাতে কতগুলা যবন ছিল। তাঁহারা আমাকে তুলিয়া নাবিক-নায়কের নিকট লইয়া গিয়া কহিল, জলমধ্যে শৃঙ্খলবদ্ধ এক পুরুষ পাইয়াছি। তাহারা এই কথা বলিতেছে এমন সময় আর কতগুলা জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই যবনদিগকে আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ সংগ্রামের পর যবনেরা পরাজিত হইল। তখন আর তাহাদের গত্যন্তর নাই বুঝিয়া আমি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম তোমরা আমার বন্ধন ছেদন করিয়া দাও। আমি একাকীই শত্রু সংহার করিতেছি। যবনেরা আমাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। আমি বাণবর্ষণ দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত শত্রু সংহার করিলাম। অনন্তর এক লম্ফ প্রদান করিয়া

তাহাদের অর্ণবযানে আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়াই যমদূতের ন্যায় আমি তাহাদের দলপতিকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম যে, সে সেই ভীমধন্বা। তৎপক্ষীয় লোকেরা তৎক্ষণাৎ আমাকে চিনিতে পারিল। সুহ্মরাজ্য অবিলম্বেই আমার হস্তগত হইবেক বিবেচনা করিয়া তাহারা তৎকালে আমার সপক্ষ হইয়া উঠিল। এবং লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা ভীমধন্বাকে শত্রুবৎ বদ্ধ করিয়া ফেলিল।

ঐ সময়ে অকস্মাৎ সেই অর্ণবযান, বলবান্ মারুতের অভিঘাতে অভিভূত হইয়া, এক অনির্ণীত স্থানে উপনীত হইল। দেখিলাম এক দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমরা পানীয় জল ও ভক্ষণীয় ফল মূলাদি আহরণার্থ সেই দ্বীপে উঠিলাম। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে একটা অত্যুচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। সেই পর্ব্বতের নিতম্ব দেশ অতি মনোহর। চারি দিক্ সুগন্ধ পাষাণ খণ্ডে সুশোভিত। পদ্মরেণু-বাসিত সুশীতল নির্ম্মল নির্ঝর-জল ঝর ঝর শব্দে পড়িতেছে। তরুগণ ফলভরে অবনত ও কুসুম-সমূহে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। আমি একাকী পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে বহুদূর গমন করিলাম। কত দূর আসিয়াছি, কিছুই জানিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ গিরি শিখরে উপস্থিত হইয়া, পদ্মরাগ-মণি-নির্ম্মিত সোপান-পরম্পরা সুশোভিত এক আশ্চর্য্য সরোবর দেখিতে পাইলাম। তাহাতে কুমুদ কোকনদ প্রভৃতি নানাজাতীয় উৎপল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।

আমি পর্ব্বত আরোহণ করিয়া সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলাম। সেই মনোহর সরোবরের শীতল জলে অবগাহন করিয়া, অমৃত তুল্য সুস্বাদ মৃণাল মূল ভক্ষণ করিলাম। আর কতগুলি সকমল মৃণাল দল স্কন্ধে করিয়া তীরে উঠিতেছি, এমন সময় এক ভীষণাকার ব্রহ্মরাক্ষস আসিয়া আমার পথ অবরোধ করিল। পরুষ বচনে জিজ্ঞাসিল তুই কে, কোথা হইতে আসিয়াছিস্। আমি তখন কি করি, কেবল সাহসে নির্ভর করিয়া উত্তর দিলাম। আমি ব্রাহ্মণ। এক দুরাত্মা আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ভাগ্য ক্রমে

এক অর্ণবযানের আশ্রয় প্রাপ্ত হই। অর্ণবযান ঝড়ে এই দ্বীপে আসিয়া পড়ে। আমি দ্বীপে উঠিয়া পর্ব্বত শোভা দেখিতে দেখিতে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ব্রহ্মরাক্ষস কহিল আমি তোকে চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। তুই যদি ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিস্, ভাল। নতুবা তোকে ভক্ষণ করিব। আমি বলিলাম বলুন। ব্রহ্মরাক্ষস বলিল।

প্রশ্ন—ক্রূর কি? কিসে গৃহস্থের মঙ্গল হয়? কাম কাহাকে বলা যায়? কি উপায়ে অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করা যাইতে পারে?

আমি উত্তর করিলাম স্ত্রীলোকের হৃদয় ক্রূর। গৃহিণী গুণবতী হইলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। মনের সঙ্কল্পই কাম। বুদ্ধি দ্বারা অতি দুষ্কর কর্ম্মও সাধন করা যাইতে পারে। ধূমিনী, গোমিনী, নিম্ববতী, নিতম্ববতী এই চারি স্ত্রী এই চারি বিষয়ের উদাহরণ। ব্রহ্মরাক্ষস বলিল এই চারি স্ত্রীর বৃত্তান্ত বল। আমি বলিতে লাগিলাম।

ধূমিনীর বৃত্তান্ত।

ত্রিগর্ত্ত দেশে ধনক ধান্যক ধন্যক নামে তিন সহোদর বাস করিতেন। তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্য শালী ছিলেন। একদা ঐ দেশে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়। পূর্ব্ব সঞ্চিত শস্য সম্পত্তি ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইয়া গেল। ওষধি ও তরুগণ নিষ্ফল ও নীরস হইতে লাগিল। নদী ও পল্বল সকল শুষ্ক ও পঙ্কাবশিষ্ট হইল। কন্দ মূল ফল প্রভৃতি নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। দেশের তাবৎ লোকেই নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ হইল। জনপদে তস্কর দস্যু বর্গের সাতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রজাগণ, খাদ্য সামগ্রী বিরহে পশু পক্ষী প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। যখন পশু পক্ষীও দুর্লভ হইয়া উঠিল, তখন মানুষে মানুষ খাইতে লাগিল। দুর্ব্বিষহ জঠরানল জ্বালায় কাতর হইয়া গৃহস্থেরা পরিবার গণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। চারি দিক মড়ার মাথায় পরিপূর্ণ হইল, পথ ঘাটে আর পা বাড়াইবার যো রহিল না। ক্রমশঃ সমস্ত দেশ নির্ম্মনুষ্যপ্রায় হইয়া গেল।

ধনক ধান্যক ধন্যকের ধান্যাদি যে কিছু সম্পত্তি সংগৃহীত ছিল, ঐ দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় ক্রমশঃ সমুদায় নিঃশেষিত হইল। অনন্তর মেষ মহিষাদি দাস দাসী পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া, পরিশেষে তাঁহারা জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমের ভার্য্যাকেও ভক্ষণ করিলেন। কেবল কনিষ্ঠের ভার্য্যা ধূমিনী অবশিষ্ট রহিল। সহোদর ত্রয়, পর দিন ধূমিনীকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যক ধূমিনীকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি নিজ প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিবার কথা শুনিয়া, রজনী যোগে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কিয়ৎদূর গমন করিয়া ধূমিনী নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। ধন্যক তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে দ্রুতপদে এক নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলেন। সেই দয়ালু ধন্যক প্রিয়তমাকে এইরূপে স্কন্ধে বহন করিয়া যাইতেছেন, দেখিতে পাইলেন বন-মধ্যে এক পুরুষ ভূতলে লুঠ্যমান হইতেছেন। ঐ ব্যক্তির হস্ত পদাদি ভগ্ন, নাসা কর্ণ ছিন্ন, তাহাতে শোণিত ধারা বহিতেছে। ধন্যক তাহার দুঃখ দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া তাহাকে অপর স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। এইরূপে কিয়ৎদূর গমন করিয়া, কন্দ মূল ফলে পরিপূর্ণ এক অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। বহু আয়াসে একটী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধন্যক সেই ছিন্ন-নাসাকর্ণ পঙ্গু পুরুষকে পরম যত্নে আত্ম-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই পুরুষের ক্ষতাদি শুষ্ক হইয়া গেল, শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিল।

এক দিন ধন্যক বনান্তরে মৃগান্বেষণে গমন করিলেন। ধূমিনী কাম-মত্ত হইয়া ঐ অবসরে সেই পঙ্গু ব্যক্তির নিকট আত্ম মনোরথ ব্যক্ত করিল। সেই পঙ্গু অতিশয় সজ্জন। দুশ্চরিত্রা ধূমিনীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই পাপীয়সী নিতান্ত উন্মত্ত হইয়াছিল, কোন রূপেই ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে পারিল না। ক্ষণকাল বিলম্বে ধন্যক কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি অত্যন্ত

শ্রান্ত হইয়াছিলেন, ধূমিনীব নিকট কিঞ্চিৎ পানীয় প্রার্থনা করিলেন। দুশ্চরিত্রা ধূমিনী বলিল আমার অতিশয় শিরোবেদনা হইয়াছে, তুমি আপনি কূপ হইতে জল তুলিয়া লও। ধন্যক কূপের সমীপে উপস্থিত হইয়া অধোমুখে যেমন জল তুলিতে লাগিলেন, পাপীয়সী ধূমিনী অমনি আসিয়া পশ্চাৎ দিক্ হইতে তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিল। ধন্যক সেই অরণ্য-কূপে পতিত রহিলেন, ধূমিনী পঙ্গুকে স্কন্ধে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমশঃ অবন্তিরাজ্যে উপস্থিত হইল। তত্রত্য যাবতীয় লোক তাহাকে পতিব্রতা বোধ করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজাও তাহাকে পতিব্রতা বোধ করিয়া অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহার সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

এ দিকে, কতগুলি পথিক অরণ্য পথে যাইতেছিল, পিপাসার্ত্ত হইয়া ঐ কূপে জল তুলিতে আসিল। কূপমধ্যে ধন্যককে পতিত দেখিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিল। অনন্তর, হতভাগ্য ধন্যক নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে, ঘটনাক্রমে অবন্তিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া সেই ধূমিনীর গৃহেই অতিথি হইলেন। ধূমিনী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, রাজগোচরে এই বলিয়া অভিযোগ করিল মহারাজ! এই দুরাত্মা আমার স্বামীর নাসা কর্ণ ছেদন ও হস্ত পদাদি ভগ্ন করিয়া দিয়াছিল। রাজা ঐ দুশ্চরিত্রাকে সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতেন। তাহার বাক্যে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ না হওয়াতে, প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া নিরপরাধী ধন্যকের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন। তখন ধন্যক নিরুপায় হইয়া বলিলেন মহারাজ! বিনাপরাধে আমাব প্রাণ বধ করিবেন না। যদি সেই পঙ্গু আসিয়া আপনকার সাক্ষাৎকারে বলেন আমি তাঁহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়াছি, তাহা হইলে আমি অবশ্যই দণ্ডনীয় হইব। রাজা ধন্যকের এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পঙ্গুকে আনাইলেন। সত্যবাদী সদাশয় পঙ্গু সভামধ্যে, ধন্যকের ও ধূমিনীর সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণন করিলেন। প্রাণদাতা দয়াবান্ ধন্য-

ককে দেখিয়া পঙ্গুর অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে অভিষিক্ত হইল, নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ধন্যকের চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনয় করিতে লাগিলেন। রাজা পঙ্গুর মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং তাহার তাদৃশ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অবিলম্বেই পাপীয়সী ধূমিনীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। অতএব, স্ত্রীলোকের হৃদয় অত্যন্ত ক্রূর।

গোমিনীর বৃত্তান্ত।

দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চী নামে নগরী আছে। তথায় এক ধনবান্ শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। শক্তিকুমার নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার যখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল, তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শক্তিকুমার মনে মনে স্থির করিলেন স্ত্রী গুণবতী না হইলে এই সংসারে সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা থাকে না, আমি গুণবতী ব্যতিরেকে বিবাহ করিব না। শক্তিকুমারের পিতা ঘটক পাঠাইয়া যে সকল কন্যা আনয়ন করিতে লাগিলেন, এক জনও শক্তিকুমারের মনোনীত হইল না। পরিশেষে শক্তিকুমার স্বয়ং দৈবজ্ঞের বেশ ধারণ করিলেন, এবং যৎকিঞ্চিৎ ধান্য বস্ত্রাঞ্চলে বদ্ধ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবজ্ঞের কোন গৃহীর গৃহে যাইবার বাধা নাই। শক্তিকুমার যখন যে স্থানে যাইতে লাগিলেন, গৃহস্থেরা আপন আপন কন্যা আনিয়া তাহার শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন শক্তিকুমার সজাতীয়া সুলক্ষণা কন্যা দেখিলেই তাহাকে বলিতেন আমি এই ধান্য গুলি দিতেছি, তুমি কেবল ইহারি দ্বারা আমাকে উত্তমরূপ আহার করাইতে পার কি না, তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

শক্তিকুমার এইরূপ পর্য্যটন করিতে করিতে এক দিবস শিবি রাজ্যে কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে পট্টন নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক সজাতীয় গৃহস্থের সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যা দর্শন করিলেন। ঐ কন্যার পিতা মাতা পূর্ব্বে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী

ছিলেন। এক্ষণে দীন দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই এক মাত্র কন্যা। বৃদ্ধ দাসী কন্যাটির শুভাশুভ জানিবার নিমিত্ত শক্তিকুমারের সমক্ষে আনয়ন করিল। শক্তিকুমার সেই কুমারীর প্রতি ক্ষণকাল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলেন, এই কন্যাটীর সমুদয়ই শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতি স্থূলও নয়, অতি কৃশও নয়, অতি দীর্ঘও নয়, অতি খর্ব্বও নয়। লাবণ্যে পরিপূর্ণ। সুচারু চরণ যুগলে একটী মাত্রও শিরা লক্ষিত হইতেছে না। কটিদেশ ক্ষীণতর। নাভিমণ্ডল গভীর। ত্রিবলী বলয়ে উদরের সাতিশয় শোভা হইয়াছে। বাহু যুগলে ধন ধান্য ও পুত্র বাহুল্যের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। কর-পল্লব রক্তবর্ণ, তাহাতে যব মৎস্য কমল কলস প্রভৃতি নানা শুভ চিহ্ন দেখা যাইতেছে। কন্ধরা মনোহর রেখাত্রয়ে সুশোভিত, অংস দ্বয় ঈষৎ উন্নত। সুকোমল ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, মধ্য রেখায় বিভক্ত। গণ্ডমণ্ডল কঠিন ও ঈষৎ পূর্ণ। নাসিকা তিল কুসুম সদৃশ। ভ্রূলতা স্নিগ্ধ নীলবর্ণ ধনুরাকৃতি। অতি বিশাল চঞ্চল নয়ন-যুগল আকর্ণ শোভমান হইতেছে। উৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ তারা দুটী উজ্জ্বল রূপে ভাসমান রহিয়াছে। ললাট ফলক চন্দ্র-কলার ন্যায় মনোরম। উভয় পার্শ্বে নীলবর্ণ কুটিল চূর্ণকুন্তল দোলায়মান হইতেছে। কর্ণ যুগল কুণ্ডলিত কুবলয়-মৃণালের ন্যায়। কেশগুলি অতি দীর্ঘ, স্নিগ্ধ নীলবর্ণ ও ঈষৎ কুটিলাকার, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর আকৃতি যখন এরূপ সুলক্ষণ সম্পন্ন, তখন প্রকৃতিও তদনুরূপ হইবেক সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আমার মন ইহাতে অনুরক্ত হইতেছে। এক্ষণে ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া বিবাহ করাই কর্ত্তব্য।

শক্তিকুমার অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কুমারীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সপ্রণয় সম্ভাষণে বলিলেন সুন্দরি! তুমি কেবল এই ধান্য গুলি দ্বারা আমাকে উত্তমরূপ ভোজন করাইতে পার কি না। সেই কুমারী শক্তিকুমারের এই কথা শুনিয়া ইঙ্গিত দ্বারা দাসীকে ধান্য গুলি গ্রহণ করিতে বলিল। দাসী তাঁহার হস্ত

হইতে ধান্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক বসিবার আসন প্রদান করিল। কন্যা ধান্য গুলি প্রথমতঃ রৌদ্রে দিয়া শুখাইয়া লইল, পশ্চাৎ সেই গুলি ভানিয়া, দাসীকে বলিল তুমি এই তুষ গুলি স্বর্ণকারের দোকানে লইয়া যাও। ইহা বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাইবে, তাহাতে একটা হাঁড়ি একখানি শরা ও কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া আন। বৃদ্ধা তাহাই করিল। কুমারী উত্তম রূপে তণ্ডুল গুলি প্রক্ষালন করিয়া লইল। স্থালীতে তণ্ডুলের পাঁচগুণ জল ও তণ্ডুল দিয়া জ্বাল দিতে লাগিল। অন্ন সুসিদ্ধ হইলে, সেই নূতন শরায় মাড় গালিয়া রাখিল। অঙ্গার গুলি নিভাইয়া বৃদ্ধাকে পুনর্ব্বার বলিল তুমি এই অঙ্গার গুলি কামারের দোকানে বিক্রয় করিয়া, কিছু তরকারি, একটু ঘৃত, কিঞ্চিৎ তৈল, লবণ ও তেঁতুল আনয়ন কর। বৃদ্ধা তাহাই করিল। কন্যা সেই অন্নের মণ্ডে তিন্তিড়ী মিশ্রিত করিয়া এক অপূর্ব্ব অম্ল প্রস্তুত করিল। এবং আর আর ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, বৃদ্ধা দ্বারা শক্তিকুমারকে স্নান করিতে বলিল। তিনি স্নান করিয়া আসিলে, কন্যা তাঁহাকে উত্তম রূপ ভোজন করাইয়া শয়নের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

শক্তিকুমার সেই গুণবতীর এইরূপ চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তাহার পিতা মাতার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। ঐ স্ত্রী পতিকে দেবতার ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। সাতিশয় ভক্তি সহকারে গুরুজনের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। গৃহকার্য্য অতি উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অমায়িক ভাবে ও সদ্ব্যবহারে পরিজনগণ সকলেই তাঁহার অনুগত ও বশীভূত হইয়া থাকিল। অতএব গৃহিণী গুণবতী হইলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়।

নিম্ববতীর বৃত্তান্ত।

সৌরাষ্ট্র দেশে বলভী নামে এক নগরী আছে। তথায় কুবের তুল্য বিভবশালী গৃহগুপ্ত নামে এক বণিক বাস করিতেন। রত্নবতী নামে তাঁহার এক কন্যা ছিলেন। মধুমতী নগরের বলভদ্র

নামক বণিক্‌পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহ-রাত্রে রত্নবতী, নবোঢ়া সমুচিত লজ্জা-পরতন্ত্র হইয়া পতির প্রীতি সম্পাদনে অসমর্থ হন। তাহাতে অভদ্র বলভদ্র তাঁহাকে একবারে পরিত্যাগ করিয়া যায়। পতিব্রতা রত্নবতী তদবধি পরিবার বর্গের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। সকলে তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিম্ববতী নাম হইল।

রত্নবতী এইরূপে সকলের ঘৃণিত ও পতি বিয়োগে তাপিত হইয়া একদা বিজনে বসিয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধা তাপসী তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রত্নবতী বলিলেন মাতঃ! আমার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? পতি আমাকে অতি সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া যান। সেই নিমিত্ত কেহই আমাকে দেখিতে পারেন না। আমি সেই দুঃখে রোদন করিতেছি। মনে মনে স্থির করিয়াছি যদি পুনর্ব্বার পতি লাভ হয়, জীবন ধারণ করিব। নতুবা, চিরদুঃখ-ভাজন জীবন পরিত্যাগ করিব। মাতঃ! তোমাকে আমার পতি লাভের কোন সদুপায় করিয়া দিতে হইবে। এই বলিয়া রত্নবতী, তাপসীর পদতলে পতিত হইলেন। তাপসী বলিলেন বৎসে! এত অস্থির হইও না। অস্থির হইলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। যদি তুমি মনে মনে কোন উপায় স্থির করিয়া থাক, বল। আমি অবিলম্বেই তাহা সম্পাদন করিব।

সাধ্বী রত্নবতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন মাতঃ! আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে নিধিপতি দত্তের বাড়ী। নিধিপতি দত্ত আভিজাত্য ও অতুল সম্পত্তি দ্বারা সর্ব্ব প্রধান হইয়াছেন। রাজা তাঁহাকে বিস্তর অনুগ্রহ করেন। দেশ বিদেশে তাঁহার নাম সম্ভ্রম হইয়াছে। কনকবতী নামে তাঁহার এক কন্যা আছে। কনকবতী আকার প্রকারে অবিকল আমারি মত। তাহার সহিত আমার অতিশয় প্রণয় আছে। আমরা দুজনে সর্ব্বদা একত্র থাকি। এক্ষণে তুমি অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার পতির নিকটে যাও। কনক-

বতীর মাতা নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে কনকবতীদের বাড়ীতে আনয়ন কর। তৎকালে আমি তথায় থাকিব। কনক-বতীকে স্থানান্তরে যাইতে কহিব। পতি আমাকে ভালরূপ চিনেন না, আমাকেই কনকবতী বোধ করিবেন। আমি কৌশল ক্রমে কনকবতী রূপে তাঁহার সহিত প্রণয় করিব। মাতঃ! তিনি আমাকে কনকবতী মনে করিয়া যাহাতে দেশান্তরে লইয়া যান, তোমাকে তাহা করিতে হইবে।

অনন্তর তাপসী, রত্নবতীর বচনানুরূপ সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। বলভদ্র রত্নবতীকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া, কনকবতী ভ্রমে তাহার প্রেমে পতিত হই-লেন। এবং তাহাকে লইয়া গোপনে দেশান্তরে পলায়ন করিলেন। তাপসী, রত্নবতীর মাতা পিতার নিকট বলিলেন, তোমাদের জামাতা আসিয়া রত্নবতীকে লইয়া গিয়াছেন। তিনি এখান হইতে ক্রোধ করিয়া গিয়াছিলেন, অনেক দিন আসেন নাই। সেই নিমিত্ত লজ্জা প্রযুক্ত তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। আমাকে সংবাদ দিতে বলিয়া গিয়াছেন। রত্নব-তীর পিতা মাতা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

এ দিকে বলভদ্র পথিমধ্যে এক দাসী ক্রয় করিয়া, রত্নবতী সমভিব্যাহারে খেটকপুরে উপস্থিত হইলেন। বলভদ্র বাণিজ্য কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। তিনি অল্প দিন মধ্যেই খেটক নগরে এক জন প্রধান ধনী হইয়া উঠিলেন। নগর মধ্যে তাঁহার বিল-ক্ষণ নাম সম্ভ্রম হইয়া উঠিল। এক দিন বলভদ্র ক্রীত দাসীকে কোন অপরাধে বিস্তর তিরস্কার করিয়া দূর করিয়া দিলেন। ঐ দাসী জানিত, বলভদ্র নিধিপতি দত্তের কন্যা কনকবতীকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। এক্ষণে সে ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ কথা নগর মধ্যে প্রচার করিয়া দিল। পৌরবৃদ্ধেরা শুনিয়া, সকলে একবাক্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, বলভদ্র অতিশয় দুষ্ক্রিয়াসক্ত, উহাকে এদেশ হইতে দূরীকৃত করাই উচিত। বলভদ্র, লোক মুখে পুরবৃদ্ধ দিগের এই পরামর্শের কথা শুনিয়া সাতিশয় ভীত

হইলেন। নিজ প্রণয়িনীর নিকট ঐ বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন রত্নবতী বলিলেন নাথ! ইহাতে তুমি ভীত হইওনা, আমি এক সদুপায় বলি। যখন পুরবৃদ্ধেরা তোমার উপর পরনারী হরণের অভিযোগ করিবেন, তখন তুমি এই কথা বলিও "আমি গৃহগুপ্ত বণিকের কন্যা রত্নবতীকে যথা বিধি বিবাহ করিয়া আনিয়াছি, বরং আপনারা সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত গৃহগুপ্তের নিকট লোক পাঠাইয়া তত্ত্বানুসন্ধান করুন,,।

অনন্তর পুরবৃদ্ধেরা বলভদ্রের নামে অভিযোগ করিলে, বলভদ্র নিজ প্রণয়িনীর বচনানুরূপ সমস্ত বলিলেন। তাহাতে পৌর বৃদ্ধেরা সন্দিহান হইয়া বলভী নগরে গৃহগুপ্ত বণিকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। গৃহগুপ্ত সমাচার পাইবা মাত্র স্বয়ং খেটক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জামাতা ও দুহিতাকে পরস্পর অনুরক্ত দেখিয়া পরম সন্তোষে তাঁহাদিগকে স্বদেশে লইয়া গেলেন। যে বলভদ্র পূর্ব্বে রত্নবতীর প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তিনিই তাঁহার প্রতি কনকবতী-ভ্রমে নিতান্ত অনুরক্ত হইলেন। অতএব, মনের সঙ্কল্পই কাম।

নিতম্ববতীর বৃত্তান্ত।

শূরসেন রাজ্যে মথুরা নামে নগরী আছে। তথায় এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিত। সে, বেশ্যাগণে ও দ্যূতাদি ব্যসনে অতিশয় আসক্ত ছিল। সর্ব্বদা সকলের সহিত কলহ করিত বলিয়া, কলহকণ্টক তাহার নাম হয়। সে একদা এক বিদেশীয় চিত্রকরের হস্তে একখানি চিত্রপট দেখিল। ঐ পটে এক অপূর্ব্ব রূপবতী যুবতী চিত্রিত ছিল। চিত্র দেখিয়াই কলহকণ্টকের চিত্ত মদন-মত্ত হইল। কলহকণ্টক চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করিল ভদ্র! এই চিত্রিত কামিনী কে? চিত্রের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহা কোন কুলবধূর চিত্র হইবেক। সলজ্জতা ও নম্রতা দ্বারা ইহার আভিজাত্য প্রকাশ পাইতেছে। বিরহিণী রমণীর মুখশ্রী যেরূপ পাণ্ডুবর্ণ হয়, ইহারও সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু একবেণী ধারণ প্রভৃতি বিরহিণীর আর আর যে সকল চিহ্ন আছে, ইহার সে সকল

কিছুই নাই। অতএব এ রমণী বিরহিণী নয়, কোন বৃদ্ধের পত্নী হইবেক। চিত্রকর, কলহকণ্টকের অনুমান শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ। অবন্তিদেশে উজ্জয়িনী নগরে অনন্তকীর্ত্তি নামে এক বণিক আছেন। এই চিত্রিত যুবতী তাঁহারি ভার্য্যা। ইহার নাম নিতম্ববতী। আমি ইহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া অবিকল ছবি আঁকিয়া আনিয়াছি।

কলহকণ্টক নিতম্ববতী দর্শনাভিলাষে অবিলম্বেই উজ্জয়িনী যাত্রা করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুকের বেশে অনন্তকীর্ত্তির ভবন প্রবেশ করিয়া স্বচক্ষে নিতম্ববতী দর্শন করিল। অনন্তর তথা হইতে বহির্গত হইয়া তত্রত্য শ্মশানে গিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বাস করিতে লাগিল। এবং নগরবাসীদিগের নিকট আবেদন করিয়া শ্মশান রক্ষার ভার গ্রহণ করিল। যে সকল শব ঐ শ্মশানে আনীত হইত, কপট সন্ন্যাসী তাহাদের বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই সেই বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া কিছু দিনের মধ্যে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিল। ঐ অর্থ দ্বারা তত্রত্য এক ভিক্ষুকীকে ক্রমশঃ বশীভূত করিয়া, তাহার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। ভিক্ষুকী নিতম্ববতীর নিকট উপস্থিত হইয়া কলহকণ্টকের প্রার্থনা জানাইল। পতিব্রতা নিতম্ববতী সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ভিক্ষুকীকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া দূর করিয়া দিল।

ভিক্ষুকী এইরূপ অবমানিত ও তিরস্কৃত হইয়া কলহকণ্টকের নিকট প্রত্যাগত হইলে, সে, নিতম্ববতীর পাতিব্রত্য ভঙ্গ করা নিতান্ত কঠিন বিবেচনা করিল। কিন্তু একবারে নিরাশ হইয়া আপন অভিপ্রেত সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিল না। সে ভিক্ষুকীকে বলিল তুমি আর একবার নিতম্ববতীর নিকট যাও, গিয়া বল, “সুন্দরি! আমি তোমার সতীত্ব পরীক্ষার নিমিত্তই সেই কথা বলিয়া ছিলাম, বস্তুতঃ তাহা আমার মনোগত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের অসারতা দেখিয়া বিষয়ভোগ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া এইরূপ কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে সে যে, পতিব্র-

তার পাতিব্রত্য ভঙ্গের চেষ্টা করিবেক, কখনই সম্ভাবিত নহে „। তুমি প্রথমতঃ এইরূপ কপট নাটকের প্রস্তাবনা করিয়া তাহার মন আর্দ্র করিয়া আন। পশ্চাৎ তাহাকে বলিও “ সুন্দরি! তুমি যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তোমাকে যেরূপ সচ্চরিত্র দেখিলাম, তোমার একটী সুসন্তান না হইলে বড় দুঃখের বিষয় হইবে। তোমার স্বামী একে বৃদ্ধ, তাহে আবার তাঁহার গ্রহ প্রতিকূল হইয়াছে। গ্রহ শান্তি না করিলে সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আমি তোমাকে এক পরামর্শ বলি, তুমি তাই কর। এক সন্ন্যাসী দৈব ঔষধ জানেন। তিনি যদি নির্জ্জনে তোমার দক্ষিণ চরণে সেই ঔষধের প্রলেপ দিয়া যান, তাহা হইলে তোমার স্বামীর গ্রহ শান্তি হইয়া সুসন্তান জন্মিতে পারে। যদি তোমার মত হয়, বল, আমি সেই সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করিয়া তোমার অন্তঃপুরের উদ্যানে আনয়ন করি„। সরলা নিতম্ববতী পুত্রলোভে তোমার এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেক। তখন তুমি আমাকে তথায় লইয়া গিয়া তাহাকে আনয়ন করিও। ইহা হইলেই তোমার নিকট যথেষ্ট উপকার স্বীকার করিব। এই কথা বলিয়া কলহকণ্টক ভিক্ষুকীকে প্রেরণ করিল। ভিক্ষুকী তাহার কথানুরূপ সমস্ত অনুষ্ঠান করিল।

অনন্তর কলহকণ্টক রজনীযোগে ভিক্ষুকীর সহিত অনন্তকীর্ত্তির অন্তঃপুরের উপবনে উপস্থিত হইল। ভিক্ষুকীর বাক্যে নিতম্ববতীও তথায় আগমন করিল। কলহকণ্টক ঔষধ লেপনচ্ছলে তাহার দক্ষিণ চরণ ধারণ করিয়া একগাছি সোণার নূপুর খুলিয়া লইল। এবং ছুরি দ্বারা সেই অবলার ঊরুদেশে ক্ষত করিয়া পলায়ন করিল। নিতম্ববতী তখন নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার বারম্বার নিন্দা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর বাম চরণের নূপুর খুলিয়া তুলিয়া রাখিল। দুই চারি দিন পরে সেই ধূর্ত্ত সন্ন্যাসী নূপুর বিক্রয়ার্থ অনন্তকীর্ত্তি বণিকের নিকটেই উপস্থিত হইল। অনন্তকীর্ত্তি সন্ন্যাসীর হস্তে আপন গৃহিণীর নূপুর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এ নূপুর

কোথায় পাইলে। সন্ন্যাসী বলিল আমি কোথায় পাইলাম, আপনকার জানিবার প্রয়োজন নাই। যদি ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয় মূল্য প্রদান করুন, নতুবা আমার নূপুর আমাকে ফিরিয়া দেউন। অনন্তকীর্ত্তি এই কথায়, সন্দিহান হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নিতম্ববতীকে তাহার নূপুরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নিতম্ববতী ভয় প্রযুক্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করিয়া, বলিল এক গাছি নূপুর হারাইয়া গিয়াছে, আর এক গাছি তুলিয়া রাখিয়াছি। এই কথায় বৃদ্ধ বণিকের আরো সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন তুমি ইহা কোথায় পাইয়াছ যথার্থ না বলিলে, মূল্যও দিব না, নূপুরও ফিরিয়া দিব না। কপট সন্ন্যাসী ঐ কথা লইয়া অনন্তকীর্ত্তির সহিত কলহ উপস্থিত করিল, বলিল, যদি একান্তই নূপুরের আগম বলিতে হয়, ভদ্র লোক দিগকে ডাকাইয়া আন, সর্ব্ব সমক্ষে বলিতেছি।

অনন্তর অনন্তকীর্ত্তি, পুরবাসী দিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন এই নূপুর আমার স্ত্রীর, এই সন্ন্যাসী কোথায় পাইয়াছে কিছুই বলিতেছে না। আপনারা ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন ধূর্ত্ত সন্ন্যাসী বিনয় করিয়া বলিল আপনারা সকলেই জানেন আমি শ্মশানে অবস্থিতি করি। ইতিমধ্যে এক দিন নিশীথ সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম এক পরম সুন্দরী স্ত্রী শ্মশানে আসিয়া, জ্বলন্ত চিতা হইতে একটা অর্দ্ধ-দগ্ধ শব টানিয়া লইল। লইয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমি দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। সে যেমন আমার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিবেক, অমনি তাহার উরুদেশে ছুরিকা প্রহার করিলাম। তাহার একখান পা ধরিয়া টানাটানি করাতে এই নূপুর খুলিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। আমি সেই নূপুর লইয়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছি। পুরবাসীরা শ্মশানবাসী সন্ন্যাসীর মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা, নিতম্ববতীর উরুদেশে ছুরিকা প্রহারের চিহ্ন আছে কি না, পরীক্ষা করিতে বলিলেন। নিতম্ববতীর উরুদেশে ছুরিকা প্রহা-

য়ের চিহ্ন দৃষ্ট হইল। তথন সকলেই স্থির করিলেন নিতম্ববতী শাকিনী। অনন্তকীর্ত্তি সাতিশয় ভীত হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

নির্ব্বুদ্ধি অনন্তকীর্ত্তি, কপট সন্ন্যাসীর কপট বাক্যে প্রতারিত হইয়া নিরপরাধা সাধ্বী নিতম্ববতীকে পরিত্যাগ করিলে, সে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। প্রাণ পরিত্যাগ বাসনায় একাকিনী শ্মশানে গিয়া গলে রজ্জু বন্ধন করিল। তখন কলহকন্টক তাহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বলিল সুন্দরি! তোমার এই অপরূপ রূপ দর্শনে আমি নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া ছিলাম। সহজে মনোরথ পূর্ণ করিতে না পারিয়া, শেষে এই উপায় করিয়াছি। এক্ষণে প্রসন্ন হও, কৃপা কর, আমি চিরকাল তোমার দাস হইয়া থাকিব, তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিও না, আমার সঙ্গে চল। নিতম্ববতী তখন আর গত্যন্তর না পাইয়া তাহারি অনুগামিনী হইল। অতএব বলিতেছি, বুদ্ধি দ্বারা অতি দুষ্কর কর্ম্মও সিদ্ধ হইতে পাবে।

ব্রহ্মরাক্ষস চারি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে জলবিন্দু সহিত কতগুলি মুক্তাফল আকাশ হইতে ঐ স্থানে পতিত হইল। আমি উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিলাম এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস একটী পরম সুন্দরী কন্যা লইয়া আকাশ মার্গে যাইতেছে। কন্যাটী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তখন আমি আক্ষেপ করিয়া বলিলাম হায়! এই দুরাচার রাক্ষস এই অবলাকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। যদি আমার গগন গমনে শক্তি থাকিত, কিম্বা কোন অস্ত্র শস্ত্র থাকিত, এখনি আমি এই দুরাত্মার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতাম। এই বলিয়া আমি অত্যন্ত মনস্তাপ করিতে লাগিলাম। আমার প্রতি ব্রহ্মরাক্ষসের কিঞ্চিৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল, আমাকে এইরূপ মনস্তাপ করিতে দেখিয়া, আকাশগামী রাক্ষসকে সম্বোধন করিয়া বলিল অরে পাপিষ্ঠ! তুই এই অবলাকে হরণ করিয়া কোথায় যাইতেছিন্, দাঁড়া, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ গগন

মার্গে গমন করিল। উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া উভয়েই প্রাণ ত্যাগ করিল।

সেই অবলা, রাক্ষস-কর ভ্রষ্ট হইয়া আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিল। আমি উর্দ্ধে চাহিয়া ছিলাম, কামিনীকে অমনি লুফিয়া ধরিলাম। দেখিলাম তাহার চৈতন্য নাই। আমি তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত সরোবরের সোপানে শয়ন করাইয়া মুখে জল দিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল, উঠিয়া বসিল। তখন আমি তাহার মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম সেই প্রিয়তমা রাজনন্দিনী কন্দুকবতী। তিনিও আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। তাঁহার নয়নে অনবরত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। আমি তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রিয়ে তুমি রাক্ষস হস্তে কিরূপে পতিত হইলে? তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন " নাথ! সেই কন্দুকোৎসবের দিন আমি তোমাকে দেখিয়া, মনে মনে তোমা-কেই বরণ করিয়াছিলাম। পরদিন যখন চন্দ্রসেনার মুখে শুনি-লাম আমার ভ্রাতা তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন আমি মনে করিলাম, তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। এই বিবেচনা করিয়া আমি প্রাণ পরিত্যাগের মানসে উপবন প্রদেশে একাকিনী গমন করিলাম। তথায় আমি উদ্বন্ধ-নের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এই দুরাচার রাক্ষস আমাকে হরণ করিয়া আকাশ পথে আসিতে লাগিল। ভাগ্য ক্রমে তোমারি হস্তে পতিত হইয়াছি "। আমি এই অচিন্তনীয় প্রিয়াসমাগম লাভ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলাম। তাঁহাকে লইয়া পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইলাম। নৌকা আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ দামলিপ্ত নগরে উত্তীর্ণ হইলাম।

রাজা তুঙ্গধন্বা, পুত্র ও কন্যা এককালে উভয়ের বিপদ শুনিয়া প্রাণ পরিত্যাগের বাসনায় সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে আসিয়া প্রায়োপ-বেশন করিয়া ছিলেন। প্রজাগণ শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহার চতু-র্দ্দিকে হাহাকার করিতেছিল। এমন সময় আমি তাঁহার পুত্র

ও কন্যা উভয়কেই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলাম। মনে কর, তখন তাঁহার কীদৃশ আনন্দোদয় হইল। তিনি অবিলম্বেই আমাকে কন্যা দান করিয়া সমস্ত রাজ্য ভার সমর্পণ করিলেন। ভীমধম্বা আমার আজ্ঞাধীন হইয়া, কোষদাসকে চন্দ্রসেনা প্রত্যর্পণ করিল। আমি তদবধি কন্দুকবতীর সহিত সুখে রাজ্য ভোগ করিতেছি। সম্প্রতি সিংহবর্ম্মার সাহায্যার্থ আসিয়া আপনকার শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম।

রাজবাহন, মিত্রগুপ্তের বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, দৈবের গতি অতি চমৎকার। অনন্তর মন্ত্রগুপ্তের প্রতি সহাস্য বদনে নয়ন অর্পণ করিলেন।

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

মন্ত্রগুপ্ত চরিত।

মন্ত্রগুপ্ত বলিতে লাগিলেন দেব! আমি তোমার অন্বেষণার্থ নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা সন্ধ্যাকালে কলিঙ্গ রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। নগরের প্রান্তে এক বৃক্ষমূলে পল্লব শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলাম। পথশ্রান্ত ছিলাম, অবিলম্বেই ঘুমিয়া পড়িলাম। অনতিদূরে এক শ্মশান ছিল। নিশীথ সময়ে যখন ঘোরতর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইতস্ততঃ রাক্ষসগণ বিচরণ করিতেছে। নগরস্থ সমস্ত লোক নিসুপ্ত হইয়াছে। বিন্দু বিন্দু নীহাব পড়িতেছে। হঠাৎ একটা কাতর ধ্বনি আমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। শুনিলাম দুই স্ত্রীপুরুষে এই কথা কহিতেছে "যদি কোন ব্যক্তি এই সিদ্ধ পুরুষের সংহার করিতে পারেন, তা হইলেই আমরা এ যন্ত্রণা মুক্ত হই,,। এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, এই সিদ্ধ পুরুষ কে, ইহারাই বা কে, ইহাদের যন্ত্রণাই বা কি জানিতে হইল। এই ভাবিয়া আমি গাত্রোত্থান করিয়া সেই শব্দানুসারে গমন করিলাম।

আমি শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটা পুরুষ, চিতা-ভস্ম মাখা, বিদ্যুল্লতার ন্যায় জটাভার, মনুষ্যাস্থির অলঙ্কারধারী, জ্বলন্ত চিতাগ্নি কুণ্ডে তিল সর্ষপ প্রভৃতির আহুতি প্রদান করি-তেছে। অনবরত চটচটা শব্দ হইতেছে। সম্মুখে এক রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছে। সেই নিকৃষ্টাশয় পুরুষ রাক্ষ-সকে আদেশ করিল "তুমি কলিঙ্গরাজ কর্দ্দনের কন্যা কনকলে-খাকে শীঘ্র আনয়ন কর,,। রাক্ষস তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনয়ন করিল। ভয়-বিহ্বলা কম্পিত-কলেবরা কনকলেখা, হা তাত! হা জননি! এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই পুরুষ দক্ষিণ হস্তে এক শাণিত তীক্ষ্ন খড়্গ গ্রহণ করিয়া, বাম হস্তে সেই বাম-লোচনার কেশ পাশ ধারণ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ দিক্ দিয়া খড়্গ কাড়িয়া লইলাম। এবং সেই খড়্গ প্রহারে তাহার জটাজাল-শোভিত মস্তক ছেদন করিলাম। সেই ছিন্ন মস্তকটা এক বৃহৎ বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া দিলাম।

তখন রাক্ষস, আমা হইতে অকস্মাৎ এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন হইল দেখিয়া, আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিল মহাশয়! এই দুরা-শয়কে সংহার করিয়া কি উপকারই করিলেন। এই দুরাত্মা আমাকে বিস্তর যন্ত্রণা দিতে ছিল। আজি অবধি আমি আপনকার আজ্ঞাকর হইয়া রহিলাম। এক্ষণে কি করিতে হইবেক, এই দাসকে আদেশ করুন। এই বলিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি তাহাকে বলিলাম সখে! তুমি আমার নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি-তেছ, আমি এমন কি উপকার করিলাম। অথবা, সাধু জনের এই রূপই আচরণ। যাহা হউক, যদি কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার কর, এই অবলাকে ইহার আপন ভবনে রাখিয়া আইস। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হই।

রাজনন্দিনী আমার এই সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্ত হইলেন। তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সানুরাগ চিত্তে চঞ্চল নয়নে আমাকে বারম্বার অবলোকন করিতে লাগি-

লেন। তাঁহার বদন কমলে মকরন্দ-বিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। তাঁহার এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকারের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইল, আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে। অনন্তর তিনি লজ্জা-নম্র মুখে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি এই দাসীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া, কি কারণে অবজ্ঞা করিয়া, পরিত্যাগ করিতেছেন। আপনি কৃপা করিয়া এই দাসীকে চরণে স্থান দান করুন। আমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আপনি স্বয়ং আমার অন্তঃপুরে লইয়া চলুন। আমার অন্তঃপুরে রহস্য প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই।

রাজকন্যার তাদৃশ ভাব দেখিয়া এবং তাদৃশ অমৃতায়মান মধুর বচন শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল, তখন রাক্ষসকে বলিলাম সখে! এই মনোহারিণীর প্রণয় ভঙ্গ করা কোন রূপেই উচিত নয়। তুমি আমাকেও এই হরিণনয়নার সমভিব্যাহারে লইয়া চল। রাক্ষস তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে লইয়া কলিঙ্গরাজকন্যার অন্তঃপুরে উপনীত করিল। রাজকুমারী সহচরী গণকে জাগরিত করিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। তাহারা আমার চরণে পতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিল আর্য্য! আপনি আমাদের সহচরীর প্রতি যে অকৃত্রিম দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, চিরকাল আমরা আপনকার নিকট ঋণী হইয়া থাকিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া কনকলেখার পাণি গ্রহণ করিলে আমরা চরিতার্থ হই। আমি সহচরী গণের এই রূপ বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে সেই কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া, সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

কলিঙ্গরাজ, বহুকাল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলেন, বিশ্রাম-সুখ লাভের বাসনায়, দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর তীরবর্ত্তী উপবনে সপরিবারে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন বসন্ত কাল। তরুগণে নানাবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উপবনের বিজাতীয় শোভা সম্পত্তি সম্পাদন করিয়া-

ছিল। সমুদ্র হিল্লোলে সুশীতল দক্ষিণ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে-ছিল। রাজা সেই রমণীয় উপবনে নর্ত্তকীগণের নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণ করিয়া সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় অন্ধ্র-নাথ জয়সিংহ অবসর বুঝিয়া, সসৈন্য সমুদ্র পথে আসিয়া, হঠাৎ কলিঙ্গরাজকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে সপরিবারে বন্ধন করিয়া অন্ধ্র দেশে লইয়া গেলেন। প্রিয়তমা কনকলেখাও সেই সমভিব্যাহারে তথায় নীত হইলেন। সমস্ত কলিঙ্গরাজ্য জয়সিং-হের হস্তগত হইল। আমি প্রিয়া-বিরহে কাতর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম "অন্ধ্রনাথ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, অবশ্যই তাহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইবেন। তাহাতে সেই সাধ্বী পর পুরুষ স্পর্শ শঙ্কায় বিষ পান দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে তাঁহার বিরহে আমার প্রাণ ধারণ ভার হইয়া উঠিবেক"।

আমি এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগি-লাম। এক দিন এক ব্রাহ্মণ অন্ধ্রদেশ হইতে আসিতেছেন দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন অন্ধ্রনাথ, কলিঙ্গরাজকন্যা কনকলেখার মোহন রূপে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন। কিন্তু কনক-লেখা ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন। কোন পুরুষের সম্মুখে আসেন না। রাজা সম্মুখে আসিলে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। রাজা তাঁহার চিকিৎসার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন, কিছুতেই কিছু হই-তেছে না। ব্রাহ্মণের মুখে এই সমাচার শুনিয়া আমার মনে কিঞ্চিৎ আশা জন্মিল। তখন আমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করি-লাম। কনকলেখার উদ্ধারকালে যে সিদ্ধপুরুষের জটাযুক্ত মস্তক বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া ছিলাম, তখন সেই জটাজূট লইয়া আপন মস্তকে অর্পণ করিলাম। কতগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া অন্ধ্রদেশ যাত্রা করিলাম। কিয়ৎ দিন পরে তথায় উপস্থিত হইয়া, নগরের বহির্ভাগে এক মনোহর সরোবর তীরে উপবন মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। শিষ্যগণ আমার

উপদেশানুসারে নগর মধ্যে আমার অলৌকিক শক্তি ও প্রভাবাদি গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। নগরবাসী সমস্ত লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল। কেহ কেহ আমার নিকট নানা শাস্ত্রের প্রসঙ্গ করিতে লাগিল। আমি সদুত্তর দিয়া সকলের সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলাম। আমার শিষ্যগণ ক্রমে ক্রমে, আমার চিকিৎসা শাস্ত্রে নৈপুণ্য ও মণি মন্ত্র মহৌষধাদি জ্ঞানে প্রাবীণ্য প্রচার করিয়া দিল। তাহা শুনিয়া নানাবিধ রোগ-গ্রস্ত ও ভূতাবিষ্ট লোকেরা আমার নিকট আসিতে লাগিল। আমি নানা উপায়ে তাহাদের রোগ শান্তি ও ভূতশান্তি করিতে লাগিলাম। এইরূপে অন্ধ্রদেশে আমার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা হইয়া উঠিল।

অন্ধ্ররাজ জয়সিংহ নগরস্থ যাবতীয় লোকের মুখে আমার গুনকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, প্রত্যহ আমার আশ্রমে গতিবিধি করিতে লাগিল। তাহার এই অভিপ্রায়—কনকলেখার ভূতাবেশ শান্তি হয়, এবং কনকলেখা অনুরক্ত হইয়া স্বয়ং তাহাকে বরণ করে। জয়সিংহ আমার আকার প্রকার ও ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য দর্শনে হঠাৎ আমাব নিকট সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া, প্রথমতঃ আমার শিষ্যগণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিল। পশ্চাৎ এক দিন অবসর বুঝিয়া আমার নিকট আপন অভিপ্রায ব্যক্ত করিল। শিষ্যগণও তাহার পক্ষ হইয়া আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি তাহার কথা শুনিয়া ধ্যানস্থ হইলাম। ক্ষণকাল ধ্যানের পর বলিলাম রাজন্! আপনি যে সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যারত্ন লাভের বাসনা করিয়াছেন, সেই কন্যা যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে বরমাল্য প্রদান করেন, আপনি সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কন্যা ভূতাবিষ্ট হওয়াতে আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। আপনি দুই তিন দিন বিলম্ব করুন, আপনকার মনোরথ সিদ্ধির সদুপায় করিয়া দিতেছি। জয়সিংহ কনকলেখার লোভে নিতান্ত হতবুদ্ধি হইয়াছিল, আমার এই বাক্যে তাহার কিছুমাত্র দ্বৈধ হইল না। পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল।

ঐ দিন রাত্রে আমি শিষ্যগণকে লইয়া অতিগোপনে আপন কুটীরের কোণে সুরুঙ্গ কাটিতে আরম্ভ করিলাম। কুটীরের পার্শ্বেই সরোবর ছিল। সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া, সরোবরের চারি পাঁচ হাত জলের নীচে সুরুঙ্গার মুখ ফুটাইলাম। সুরুঙ্গার উভয় মুখ শিলাপট্টের দ্বারা এমত আচ্ছাদন করিয়া রাখিলাম যে, কোন ব্যক্তিই কোন রূপে তাহা জানিতে পারিল না। দিনত্রয় অতীত হইলে জয়সিংহ আমার নিকট আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। আমি তাহাকে বলিলাম রাজন্! আপনি কি ভাগ্যবান্! আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে। না হইবেই বা কেন? উদ্যোগী পুরুষকে লক্ষ্মী স্বয়ং আসিয়া বরণ করেন। আমি তিন দিন ক্রমাগত তদ্গত চিত্ত হইয়া আপনকার নিমিত্ত এই সরোবর সংশোধন করিয়া রাখিয়াছি। অদ্য অর্দ্ধরাত্র সময়ে আপনাকে এই সরোবরে অবগাহন করিতে হইবেক। চারি পাঁচ হাত জলের নীচে, যত ক্ষণ পারেন, নিশ্বাস রোধ করিয়া ডুব দিয়া থাকিতে হইবেক। তাহা হইলে আপনি অপরূপ রূপ ও অদ্ভুত পরাক্রম লাভ করিতে পারিবেন। অনন্তর আপনি জল হইতে উত্থিত হইলে, আপনকার চমৎকার আকার দেখিয়া তাবৎ লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইবেক। আপনকার সেই আকার দর্শন মাত্রেই সেই কুমারীর ভূতাবেশ শান্তি হইবেক। সে অবিলম্বেই অনুরক্ত চিত্তে আপনাকে বরমাল্য প্রদান করিবেক। রাজন্! এক্ষণে অমাত্য ও আত্মীয় গণের সহিত পরামর্শ করিয়া আমার বচনানুরূপ সমস্ত অনুষ্ঠান করুন। অবগাহনের পূর্ব্বে বিশ্বস্ত জালিক গণ দ্বারা এই সরোবরের হিংস্র জন্তু নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য।

আমার এই সকল প্রলোভন বাক্যে জয়সিংহের সম্পূর্ণ সম্মতি হইল। সে প্রস্থান করিয়া আপন বন্ধু বান্ধব ও অমাত্য গণের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিল। তাহারা তাহার নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া নিষেধ করিল না। অনন্তর জয়সিংহ আমার নিকট আসিয়া সকলের সম্মতির কথা জানাইল। তখন আমি বলিলাম

মহারাজ। বহুকাল ঐকত্র অবস্থান করা সন্ন্যাসীদিগের রীতি নহে। আমি অনেক দিন আপনকার রাজ্যে বাস করিলাম, আপনকার কোন উপকার না করিয়া প্রস্থান করা অনুচিত। এই বিবেচনা করিয়া আমি এই কএক দিন আপনকার অনুরোধে রহিয়াছি। এক্ষণে আপনকার কার্য্য সিদ্ধ হইল। আমরা আজিই স্থানান্তরে প্রস্থান করিব। আপনকার নিকট বিদায় হইলাম। আপনি সাবধান হইয়া অদ্যই স্বকার্য্য সাধন করুন। জয়সিংহ আমার নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় জয়সিংহ নানাবিধ আলোক জালিয়া মহা সমারোহে সেই সরোবরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ জালিকগণ দ্বারা সরোবর সংশোধন করিল। পশ্চাৎ নিঃশঙ্কচিত্তে অবগাহন করিয়া নিমগ্ন হইল। আমি ঐ সময় কুটীরাভ্যন্তরীন গুপ্ত গহ্বরে গোপনে প্রবেশ করিয়া সরোবরের জলমধ্যে উপস্থিত হইলাম। অবিলম্বেই জয়সিংহের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ সংহার করিয়া গহ্বর মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলাম। আপন জটা বল্কলাদিও ঐ সঙ্গে রাখিয়া দিলাম। অনন্তর আমি জল হইতে উন্মগ্ন হইয়া তীরে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া তাবৎ লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। পরে রাজবেশ ধারণ করিয়া রাজহস্তী আরোহণে রাজবাটী উপস্থিত হইলাম। পরদিন প্রত্যুষে রাজবেশে রাজসভায় গমন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলাম। অমাত্যগণকে বলিলাম দেখ, সেই যোগীর কি অলৌকিক শক্তি। তাঁহার প্রভাবে আমি এই পরম সুন্দর আকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহারা দৈব শক্তি স্বীকার না করে, সেই সমস্ত নাস্তিকের মস্তক আজি লজ্জায় অবনত হইল। এক্ষণে, যেখানে যত দেবালয় আছে সর্ব্বত্র সমারোহ পূর্ব্বক পূজা প্রেরণ কর। দীন দরিদ্র অনাথ ভিক্ষু দিগকে অপর্য্যাপ্ত ধন দান কর। আমার এই কথা শুনিয়া অমাত্যগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া দৈব শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে আমার আদেশানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর আমি অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রিয়তমা কনকলেখার সখী শশাঙ্কলেখাকে নির্জ্জনে বলিলাম সখি ! তুমি এই ব্যক্তিকে কখন দেখিয়াছিলে কি না ? শশাঙ্কলেখা অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল মহাশয় ! এ কি চমৎকার, ! কি রূপে এ রূপ অদ্ভুত ঘটনা হইয়া উঠিল, আজ্ঞা করুন। আমি তাহাকে সমস্ত সবিস্তর বলিলাম। সে তৎক্ষণাৎ কনকলেখার নিকট জানাইল। তিনি শুনিয়া বাক্‌পথাতীত আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর আমি কলিঙ্গনাথকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। তিনি অতি আহ্লাদিত হইয়া আপনিই আগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত কনকলেখার বিবাহ দিলেন। আমি কলিঙ্গনাথের হস্তে অন্ধ্র ও কলিঙ্গ উভয় রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া কনকলেখার সহিত সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে ছিলাম। ইতি মধ্যে অঙ্গরাজ সিংহবর্ম্মা কলিঙ্গরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আমি চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া আপনকার শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম।

রাজবাহন সহাস্য বদনে মন্ত্রগুপ্তের বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া, বিশ্রুতের প্রতি নেত্র পাত করিলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

বিশ্রুত চরিত।

বিশ্রুত বলিতে লাগিলেন দেব ! আমিও ভ্রমণ করিতে করিতে একদা বিন্ধ্যাটবী মধ্যে দেখিলাম, পরম সুন্দর একটী অষ্টম বর্ষীয় বালক এক কূপের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। সে আমাকে দেখিয়া সশঙ্কচিত্তে বলিতে লাগিল। মহাশয় ! আমি সাতিশয় পিপাসিত হইয়াছি। আমার অভিভাবক এক বৃদ্ধ আমার নিমিত্ত জল তুলিতে ছিলেন, হঠাৎ এই কূপে

পতিত হইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাঁকে তুলিয়া দেউন। আমি বালকের এই কথা শুনিয়া, বনলতা দ্বারা বৃদ্ধকে উদ্ধার করিলাম। বালককে জল পান করাইয়া সুস্থ করিলাম। অনন্তর তিন জনে তরুতলে উপবেশন করিয়া, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই বালকটী কে, তুমিই বা কে, কি নিমিত্তই বা এইরূপ বিপদ ঘটনা হইয়াছে। বৃদ্ধ সজল নয়নে বলিতে লাগিল।

বিদর্ভ নগরে, ভোজবংশের অবতংস, ধর্ম্মের অংশাবতার পুণ্যবর্ম্মা নামে পুণ্য-শ্লোক রাজা ছিলেন। তিনি অতি সুশীল, সত্যবাদী, ও অতিশয় বদান্য ছিলেন। প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। প্রজারা তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। রাজা পুণ্যবর্ম্মা বহুকাল নিরুপদ্রবে রাজ্য করিয়া, প্রজাগণের দুর্ভাগ্য বশতঃ পরলোক গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র অনন্তবর্ম্মা রাজ্যাধিকারী হইলেন। অনন্তবর্ম্মা নানা গুণে ভূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু দণ্ডনীতি শাস্ত্রে অতি অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পিতার প্রিয় মন্ত্রী বসুরক্ষিত, অনন্তবর্ম্মার দণ্ডনীতি শিক্ষায় উপেক্ষা দেখিয়া, এক দিন নির্জ্জনে বলিলেন।

কুমার! তোমার বুদ্ধি, নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় এবং কাব্য শাস্ত্রে সবিশেষ পরিপক্ব হইয়াছে। কিন্তু দণ্ডনীতি প্রভৃতি অর্থ শাস্ত্রের আলোচনা ব্যতিরেকে, অগ্নিতে অপরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায়, মলিন হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা না হইলে রাজা স্বয়ং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক রাজ্য শাসনে সমর্থ হন না। যে রাজা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পরিশূন্য হন, তিনি, কি সপক্ষ, কি বিপক্ষ, সকলেরি ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠেন। সকলের অবজ্ঞাত হইলে তাঁহার আজ্ঞায় সম্যক্‌ রূপে শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন সম্পন্ন হয় না। প্রজাগণ রাজাজ্ঞা-বশীভূত না হইলে যথেচ্ছাচারী হয়। সুতরাং রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার কুকর্ম্ম ও অধর্ম্মের সঞ্চার হইতে থাকে। তাহাতে রাজা ও প্রজা উভয়কেই যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু শাস্ত্ররূপ প্রদীপ দ্বারা প্রকাশিত পথে চলিলে সচ্ছন্দরূপে লোকযাত্রা

নির্ব্বাহ হইতে পারে। শাস্ত্র দিব্যচক্ষুঃ স্বরূপ। শাস্ত্র দ্বারা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ও দূরবর্ত্তী বিষয় সকল অবগত হইতে পারা যায়। শাস্ত্র-জ্ঞান ব্যতিরেকে যাবতীয় পদার্থ দর্শনে সামর্থ্য জন্মে না। সুতরাং শাস্ত্র বিহীন ব্যক্তিকে, বিশাল নয়নদ্বয় সত্ত্বেও অন্ধ বলিতে হইবেক। অতএব কুমার! তুমি নৃত্য গীতাদি বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কুলবিদ্যা দণ্ডনীতির অনুশীলনে সবিশেষ যত্নবান্ হও। এবং তদনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সকলের মান্য হইয়া সমস্ত পৃথিবী পালন কর

অনন্তবর্ম্মা মন্ত্রিবর বসুরক্ষিতের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "বিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ-বচন প্রতিপালন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য,,। ইহা কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রমদা গণের নিকট ঐ উপদেশের বিষয় সমুদয় বর্ণন করিলেন। বিহারভদ্র নামে এক পরিচারক ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল। তাহাব স্বভাব অতি চমৎকার। সে কখন লোকের গুণ গ্রহণ করিত না, কেবল দোষই গ্রহণ করিত। পরোক্ষে সকলেরি নিন্দা করিত, কখন কাহারও প্রশংসা করিত না। কিন্তু প্রত্যক্ষে মধুর বাক্য দ্বারা সকলেরি মনোরঞ্জন করিতে পারিত। বিহারভদ্র অনন্তবর্ম্মার মুখে মন্ত্রিবরের উপদেশের কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল।

মহারাজ! যদি কোন ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে ঐশ্বর্য্যশালী হন, ধূর্ত্তেরা নানাবিধ প্রলোভন বচনে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করে। তথাহি—ধূর্ত্তেরা ধনবান্ ব্যক্তি দিগকে, পরলোকে স্বর্গাদি সুখ লাভের লোভ দেখাইয়া, যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিয়া বৃথা কষ্ট দেয়, এবং ঐ সুযোগে তাঁহাদিগকে অর্থ ব্যয় করাইয়া আপনারাই তাহা হস্তগত করিয়া লয়। যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতারণা জালে পতিত না হন, তাহা হইলে ঐ ধূর্ত্তেরাই তাঁহাকে প্রকারান্তরে কষ্ট দিবার চেষ্টা করে। মহা আড়ম্বর করিয়া বলিতে থাকে "যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের উপদেশের অনুসরণ করে, আমরা তাহাকে অনায়াসে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া দিতে

পারি। আমাদের উপদেশের অনুসরণ করিলে, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণের আবশ্যকতা থাকে না, অথচ সমস্ত শত্রু সংহার হইতে পাবে। আমাদিগের উপদেশের অনুসরণ করাও নিতান্ত কষ্ট-সাধ্য নহে, দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিলেই সমস্ত ফল লাভ হইতে পারে। দণ্ডনীতি শাস্ত্র চাণক্য প্রণীত। রাজা চন্দ্রগুপ্তের উপদেশের নিমিত্ত আচার্য্য চাণক্য, ছয় সহস্র শ্লোকে দণ্ডনীতি শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যান। যে রাজা এই দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অনুসারে চলেন, বিপক্ষগণ কখন তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় না। উত্তরোত্তর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে,,।

মহারাজ! যাঁহারা ধূর্ত্তদিগের উপদেশ বাক্যে বিমোহিত হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন কেবল ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রান্তরের অধ্যয়ন ব্যতিরেকে দণ্ডনীতি শাস্ত্রে প্রবেশ-শক্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কেবল শাস্ত্রানুশীলনেই জীবন যাপন হয়, সংসার-সুখের কিঞ্চিন্মাত্রও রসাস্বাদন হয় না। তাঁহার জন্মলাভ বিফল হয়। যাহা হউক, যদি দণ্ডনীতির অনুশীলনে প্রকৃষ্ট ফল লাভ হইত, তাহা হইলেও হানি ছিল না। কিন্তু তাহাও নহে। দণ্ডনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলে, অন্যের কথা কি, আপন পুত্র কলত্রের উপরেও অবিশ্বাস জন্মিতে থাকে। বিশ্বাস-নিবন্ধন অনির্ব্বচনীয় সুখে এককালে বঞ্চিত হইতে হয়। স্বভাব ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া উঠে। এক কপর্দ্দকও বৃথা ব্যয় হইলে, অন্তঃকরণে অসুখ জন্মিতে থাকে।

মহারাজ! দণ্ডনীতি শাস্ত্রে রাজাদিগের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে, মনুষ্য-জন্ম লাভ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র হয়। সে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই—প্রতিদিন দিবসের প্রথম ও অষ্টম ভাগে, রাজ্যের আয় ব্যয় দর্শন করিতে হয়। দর্শন করিলে কি হইবে, ধূর্ত্ত কর্ম্মকরেরা কত অর্থ বৃথা ব্যয় করিয়া ফেলে, কত অর্থ আপনারা অপহরণ করে, রাজা তাহার কিছুই জানিতে পারেন না। জানিবার যোও নাই। দ্বিতীয়ভাগে,

প্রজাদিগের ব্যবহার দর্শন করিতে হয়। তৎকালে প্রজাগণের পরস্পর আক্রোশ বচনে কর্ণকুহর দগ্ধ হইতে থাকে। আর যদি রাজা, প্রাড়্বিবাকের উপর ব্যবহার দর্শনের ভারার্পণ করেন, তাহা হইলেও নিস্তার নাই। প্রাড়্বিবাকেরা কেবল যে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশ করে, এমত নহে, অন্যায় বিচার করিয়া রাজাকেও পাপ সাগরে পতিত করে। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ স্নান ভোজন করিবার সময়। ভোজন করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই। যতক্ষণ অন্ন জীর্ণ নাহয়, কেহ বিষ ভক্ষণ করাইয়াছে কি না এই ভয়ে ব্যাকুল থাকিতে হয়। পঞ্চম ভাগে মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে হয়। কিন্তু মন্ত্রিগণকেও বিশ্বাস নাই। তাহারা প্রায়ই কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক শত্রুর সহিত যোগ করিয়া আপন প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা করে। ষষ্ঠ ভাগ ইচ্ছা বিহারের সময়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহা অতি অল্প, পৌনে চারি দণ্ড মাত্র। সে সময়েও রাজা চিন্তার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। সপ্তম ভাগে সৈন্য ও অশ্বগণের তত্ত্বাবধাবণ করিতে হয়। অষ্টমে সেনাপতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হয়। এইরূপে দিবাভাগ কেবল ক্লেশেই অতিবাহিত হয়।

. দণ্ডনীতির অনুসারে চলিতে হইলে রাত্রিকালেও সুখ ভোগের সম্ভাবনা নাই। রাত্রির প্রথম ভাগে গূঢ় চর দিগের মুখে শত্রু-রাজ্যের বৃত্তান্ত অবগত হইতে হয়। যে শত্রুর সহিত যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, চরগণকে তাহার উপদেশ দিতে হয়। দ্বিতীয় ভাগ ভোজন কাল। ভোজনের পর অভীষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তৃতীয়,চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ নিদ্রার সময়। কিন্তু নিরন্তর নানা চিন্তায় অন্তঃকরণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হওয়াতে কোনরূপেই নিদ্রা-সুখ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। রাত্রির ষষ্ঠ ভাগে শাস্ত্র চিন্তা ও কার্য্য চিন্তা করিতে হয়। সপ্তম ভাগে দূত প্রেরণ। অষ্টম ভাগে পুরোহিতেরা কতগুলি ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজার অর্থ অপহরণের বাসনায়

বলিতে থাকেন "মহারাজ! আজি বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, আপনকার অতিশয় অশুভ গ্রহ উপস্থিত। কিছু শান্তি কর্ম্ম করিতে হইবেক। শান্তি কর্ম্মের দ্রব্য সামগ্রী সুবর্ণের করাই উচিত। তাহা হইলে কর্ম্মটী উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবেক। আমার সঙ্গে যে ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছেন, ইহাঁরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য দেব। ইহাঁরা অদ্যাপি কোথাও প্রতিগ্রহ করেন নাই। ইহাঁদের দ্বারা কিছু স্বস্ত্যয়ন করান উচিত,,। ধূর্ত্ত পুরোহিতেরা এইরূপ প্রতারণা বাক্যে রাজগণকে মোহিত করিয়া, আপনারাই অর্থ সংগ্রহ করে।

মহারাজ! দণ্ডনীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে এইরূপে দিবারাত্র কেবল ক্লেশই ভোগ করিতে হয়। সুখের লেশ থাকে না। অনবরত কেবল চিত্তের বিরক্তিই জন্মে। এই সকল কারণে রাজ্য রক্ষা করা দূরে থাকুক, আপন শরীর রক্ষা করাই ভার হইয়া উঠে। তবে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত নীতিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ আবশ্যকতা আছে সত্য। কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, অতি দুরূহ দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন-ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। সেই জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবতই হইয়া থাকে। অতএব মহারাজ! আপনি দুষ্ট মন্ত্রীদিগের দুর্ম্মন্ত্রণায় বৃথা যন্ত্রণা ভোগ করিবেন না। আপন ইচ্ছানুসারে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগেই সময় সার্থক করুন। আপনি কি জানেন না, যাঁহারা অহরহঃ দণ্ডনীতি অনুশীলনের উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রতারণা পূর্ব্বক প্রভুর অর্থ অপহরণ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়সুখার্থই অপব্যয় করেন। বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে কেহই পরাঙ্মুখ নহেন। শুক্রাচার্য্য বৃহস্পতি পরাশর প্রভৃতি বড় বড় শাস্ত্রকারেরাও ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ পরিত্যাগ করেন নাই। আর দেখুন, দণ্ডনীতিজ্ঞান থাকিলেই যে উত্তম রূপে কার্য্য সাধন করিতে পারা যায়, এ কথাও অকিঞ্চিৎকর। কত শত দণ্ডনীতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং কত শত ব্যক্তি দণ্ডনীতি জ্ঞান বিরহেও উত্তম রূপ স্বকার্য্য সিদ্ধি করিয়াছেন।

মহারাজ ! আপনকার নবীন বয়স্‌, পরম সুন্দর শরীর, অপরিসীম ঐশ্বর্য্য, দশ সহস্র হস্তী, তিন লক্ষ অশ্ব, অসংখ্য পদাতি। ভাণ্ডার সকল নানা রত্নে পরিপুর্ণ। সমস্ত জগতের লোক চিরকাল ভোগ করিলেও আপনকার ঐশ্বর্য্য নিঃশেষ হইবে না। অতএব আর অধিক ধনতৃষ্ণায় বৃথা কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আপনি প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের উপর রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া, পরম সুন্দরী রমণীগণ লইয়া সুখে কালক্ষেপ করুন।

এই সমস্ত বলিয়া বিহারভদ্র সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত চ্ছলে অনন্তবর্ম্মার পদতলে পতিত হইল। অন্তঃপুরনারীরাও আপনাদেব মনের মত কথা শুনিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে হাস্য করিয়া উঠিল। রাজা তখন সহাস্য বদনে বিহারভদ্রকে বলিলেন ভদ্র ! গাত্রোত্থান কর। এই বলিয়া তাহাকে উঠাইয়া হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। অল্পবুদ্ধি অনন্তবর্ম্মা বিহারভদ্রের সেই অসদুপদেশের নিতান্ত বশীভূত হইয়া, রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনায় শ্লথাদর হইলেন। মন্ত্রিবর বসুরক্ষিত, অনন্তবর্ম্মাকে নীতিমার্গে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সমুদয় চেষ্টাই বিফল হইল। দুর্ম্মতি অনন্তবর্ম্মা তাঁহার বাক্যে কেবল মৌখিক সম্মতি প্রদর্শন করিয়া, অচিন্তজ্ঞ ভাবিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল।

মন্ত্রিবর ক্রমে ক্রমে তাহাব অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন অহো ! আমার কি নির্ব্বুদ্ধিতা ! কি মূর্খতা ! এ ব্যক্তির যে কর্ম্মে বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই, আমি সেই কর্ম্মেই ইহাকে পুনঃপুনঃ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া কেবল উপহাসাস্পদ হইতেছি। এক্ষণে ইহার আর আমার প্রতি সেরূপ ভক্তি নাই। আমাকে আর তাদৃশ স্নেহ করে না। হাসিয়া কথা কহে না। আমার বিপদ্‌কালে দয়া করে না। সম্পদকালেও আহ্লাদ করে না। উত্তম উত্তম বস্তু পুর্ব্বের ন্যায় আর আমার নিকট প্রেরণ করে না। আমার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে না।

কোন বিশেষ কার্য্যে আমাকে আহ্বান করে না। অন্তঃপুরে আর যাইতে দেয় না। আমাকে কেবল অযোগ্য কর্ম্মেই নিযুক্ত করে। আমার আসনে অন্যে উপবেশন করিলে কিছু বলে না। আমার বিপক্ষের প্রতি অধিকতর বিশ্বাস ও প্রণয় প্রকাশ করে। আমার তুল্য-গুণ শালী ব্যক্তিদিগের নিন্দা করে। কোন মূর্খ লোক নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নিন্দা করিলে তাহার কথায় অনুমোদন করে। চাণক্য যথার্থ কহিয়াছেন "যে ব্যক্তি মনের মত হয়, সে দুশ্চরিত্র হইলেও প্রিয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মনের মত না হয়, সে সচ্চরিত্র হইলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে,,। যাহা হউক, পিতৃ পিতামহেরা যে রাজবংশে চিরকাল কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন সহসা তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই অবিনীত অনন্তবর্ম্মার রাজ্য রক্ষা হওয়া অতি কঠিন। অশ্মক রাজ্যের রাজা বসন্তভানু দণ্ডনীতি শাস্ত্রে অতিশয় পণ্ডিত। বোধ হয় এই রাজ্য অবিলম্বে তাঁহারি হস্তে পতিত হইবে। বিপদ্ ঘটনা না হইলেও এই মূঢ়ের চৈতন্য জন্মিবে না। মন্ত্রিবর মনোমধ্যে এই সমস্ত আন্দোলন করিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিত এইরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে, অনন্তবর্ম্মার যথেচ্ছাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন সময় অশ্মক রাজ্যের রাজমন্ত্রী ইন্দ্রপালিতের পুত্র চন্দ্রপালিত কতগুলি দুশ্চরিত্র লোক সমভিব্যাহারে বিদর্ভ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রপালিত অতি দুরাচার, লম্পট স্বভাব, ও অশেষ দোষে দূষিত। তাহার পিতা তাহার এই সকল দোষে বিরক্ত হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দেন। চন্দ্রপালিত বিদর্ভদেশে আসিয়া প্রথমতঃ বিহারভদ্রের সহিত মিলিত হইল। সমান গুণযোগ হওয়াতে উভয়ের অতিশয় প্রণয় হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ সেই সুযোগে অনন্তবর্ম্মার সহিত চন্দ্রপালিতের সাতিশয় আত্মীয়তা হইল। দুশ্চরিত্র চন্দ্রপালিত অনন্তবর্ম্মার ছায়ার মত অনুগত থাকিয়া অনবরত তাহার মনোমত কর্ম্ম করিতে লাগিল।

অনলে অনিল যোগের ন্যায়, চন্দ্রপালিতের সম্পর্কে অনন্তবর্ম্মার কুপ্রবৃত্তি সাতিশয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

এক দিন চন্দ্রপালিত অনন্তবর্ম্মাকে বলিতে লাগিল মহারাজ! অজ্ঞেরাই মৃগয়ার নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু মৃগয়ার সমান উপকারক আর নাই। মৃগয়া করিতে গেলে অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। তাহাতে শরীর বিলক্ষণ সবল ও শক্ত হয়। অগ্নি বৃদ্ধি হওয়াতে শরীরে কোন রোগ সঞ্চার হইতে পায় না। ক্ষুৎ পিপাসাদি ক্লেশ সহনের শক্তি জন্মে। বন্য জন্তু দিগের ক্রোধাদি কালে কিরূপ ভাব ভঙ্গী হয়, সমুদয় জানিতে পারা যায়। ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ গণ বিনষ্ট হইলে পথিক লোকের শঙ্কা নিবারণ হয়। কোথায় কোন্ পর্ব্বত, কোথায় কোন্ বন, এসমস্ত অবগত হইতে পারা যায়। অনবরত মৃগয়ায় ব্যাপৃত থাকিলে উৎসাহ শক্তি সাতিশয় সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠে।

মহারাজ! মূর্খেরা না বুঝিয়াই দ্যূতক্রীড়াকে ব্যসন মধ্যে পরিগণিত করিয়াছে। কিন্তু, দ্যূতক্রীড়ায় স্বভাবের সাতিশয় উৎকর্ষ জন্মে। ক্রীড়া কালে অকাতরে ধন বিসর্জ্জন করাতে অন্তঃকরণের অত্যন্ত ঔদার্য্য হয়। জয় পরাজয়ের স্থিরতা না থাকাতে হর্ষ বিষাদের বশীভূত হইতে হয় না। দ্যূতক্রীড়ায় কূট কর্ম্মাদির পরিচয় হেতুক বুদ্ধি-নৈপুণ্য জন্মে। অনবরত এক বিষয়েই মনোনিবেশ বশতঃ চিত্তের একাগ্রতা হয়। অতএব, যে বিষয়ে এত গুণ, তাহা কিরূপে ব্যসন মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

দুশ্চরিত্র চন্দ্রপালিত মৃগয়া ও দ্যূতের এইরূপ প্রশংসা করিয়া স্ত্রী মদ্যাদি সেবনেরও অনেক গুণ বর্ণন করিল। অল্পবুদ্ধি অনন্তবর্ম্মা চন্দ্রপালিতের এই সমস্ত অসৎ উপদেশ গুরূপদেশের ন্যায় গ্রহণ করিল। এবং তদনুসারে মৃগয়াদি ব্যসনে ও স্ত্রী মদ্য সেবনে অত্যন্ত আসক্ত হইল। প্রজাগণ ভূপতির দৃষ্টান্ত দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আরম্ভ করিল। দেশের তাবৎ লোকেই নানা দোষে দূষিত হওয়াতে, কাহারও আর লোক লজ্জা ও লোকনিন্দা ভয় রহিল না। চৌর্য্য ও দস্যু-

বৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্যভিচার দোষ প্রায় সকল গৃহেই ঘটিয়া উঠিল। রাজকর্ম্মচারীগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া প্রজা পীড়ন করিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিতে লাগিল। রাজার ধনাগম ক্রমে ক্রমে অল্প হইয়া, ব্যয় বাহুল্য হইয়া উঠিল। বলবান্ ব্যক্তিরা দুর্ব্বল দিগকে, ধনবান্ ব্যক্তিরা নির্দ্ধন দিগকে, দুর্জ্জনেরা সজ্জন দিগকে, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে লাগিল। রাজ্য মধ্যে লোক সকলের কষ্টের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তবর্ম্মার সেনাগণও স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল।

অশ্মকরাজ্যের রাজা বসন্তভানু অনন্তবর্ম্মার রাজ্যের এইরূপ বিশৃঙ্খলতার সংবাদ পাইয়া কতগুলা গুপ্তচর তথায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা আসিয়া নানা উপায়ে অনন্তবর্ম্মার বন্ধু বান্ধব দিগের পরস্পর আত্ম বিচ্ছেদ করিয়া দিল। কৌশল ক্রমে প্রধান প্রধান সেনাপতি ও অমাত্যগণের প্রাণ সংহার করিল। সৈন্য সামন্ত সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তবর্ম্মার রাজ্য এই রূপে জর্জ্জরিত হইলে, রাজা বসন্তভানু, আপন আত্মীয় ভানুবর্ম্মাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অনন্তবর্ম্মার রাজ্য আক্রমণের আদেশ করিলেন। ভানুবর্ম্মা সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে অনন্তবর্ম্মার রাজ্য সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্য অনন্তবর্ম্মা তৎকালে, কুন্তলরাজ অবন্তিদেবের পরম রূপবতী নর্ত্তকীকে আনাইয়া তাহার নৃত্য দর্শন করিতে ছিল। রাজা বসন্তভানু এই সংবাদ পাইয়া অবন্তিদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। বলিলেন “মহাশয়! দুরাত্মা অনন্তবর্ম্মা যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, আর কোন রূপেই সহ্য করা যায় না। সম্প্রতি আপনকার নর্ত্তকীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব সেই দুষ্টের সমুচিত দণ্ড করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ভানুবর্ম্মা যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার রাজ্য-সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার সাহায্য করিলে অনায়াসে অনন্তবর্ম্মার সমুচিত শাস্তি হইতে পারে.,।

অশ্মকরাজ বসন্তভানু, অবন্তিদেবকে এইরূপে স্বপক্ষে আনিয়া অন্যান্য রাজগণের সহিত যোগ করিলেন। অনন্তর যখন

ভানুবর্ম্মা বিদর্ভ রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তৎকালে সকলে এককা-লেই তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। অনন্তবর্ম্মা রণ ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে অনন্তবর্ম্মার ধন সম্পত্তির বিভাগ লইয়া রাজগণের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে অশ্মকরাজ সকলকে পরাজয় করিয়া সমুদয় ধন সম্পত্তি ও সমস্ত বিদর্ভ রাজ্য আপনিই অধিকার করিলেন। কেবল ভানুবর্ম্মাকে কিয়-দংশমাত্র প্রদান করিলেন।

এই যে বালকটী দেখিতেছেন, ইনি অনন্তবর্ম্মার পুত্র। ইহাঁর নাম ভাস্করবর্ম্মা। মঞ্জুবাদিনী নামে ইহাঁর একটী ভগিনী আছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। অনন্তবর্ম্মার রাজ্য বসন্তভানুর হস্তগত হইলে, বসুরক্ষিত মন্ত্রী এই ভাস্করবর্ম্মাকে, মঞ্জুবাদিনীকে এবং রাজমহিষী বসুন্ধরাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে হঠাৎ পীড়া উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্রিবর কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। আমরা কতগুলি অনুচর সমভিব্যাহারে ছিলাম। পথিমধ্যে এইরূপ বিপদ্ ঘটনা হওয়াতে, ভীত হইয়া ঐ তিন জনকে লইয়া মাহিষ্মতী নগরী উপস্থিত হইলাম। অনন্তবর্ম্মার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অমিত্রবর্ম্মা মাহিষ্মতী নগরীর রাজা। আমরা তাঁহার নিকটে তাঁহার ভ্রাতৃভার্য্যাকে পুত্র কন্যা সহিত সমর্পণ করিলাম। পাপিষ্ঠ অমিত্রবর্ম্মা দেবীর রূপ লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার নিকট বিরুদ্ধ অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। দেবী তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন, তাহার মতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না।

পাপাত্মা অমিত্রবর্ম্মা মনে মনে চিন্তা করিল " আমি নিঃসন্তান। অনন্তবর্ম্মার মহিষী আমাকে নিঃসন্তান দেখিয়া সপুত্রক এস্থানে উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হয় এই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অনন্তবর্ম্মার স্ত্রী ইহাকে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার চেষ্টা করিবেক। অতএব ইহাকে জীবিত রাখা অনুচিত,,। এই বিবেচনা করিয়া অমিত্রবর্ম্মা এই বালকটীর প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিতে লাগিল। দেবী তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমাকে

গোপনে বলিলেন " তাত নালীজঙ্ঘ ! তুমি ভাস্করবর্ম্মাকে লইয়া এস্থান হইতে পলায়ন কব। এখানে থাকিলে ইহার জীবন রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে থাক, আমাকে সংবাদ দিও। আমি যদি কখন এ দুশ্চরিত্রের হস্তে পরিত্রাণ পাই, তোমার নিকট উপস্থিত হইব",। দেবীর এই আজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ভাস্করবর্ম্মাকে লইয়া যমালয়বৎ অমিত্রবর্ম্মাব বাটী হইতে পলায়ন করিলাম। ক্রমে ক্রমে এই নির্ব্বান্ধব বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ করিয়াছি। সুকুমার রাজকুমার পথশ্রান্তি প্রযুক্ত সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইলেন। আমি ইহাঁর নিমিত্ত কূপে জল তুলিতে আসিয়া দৈবাৎ পতিত হইয়াছিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধার কবিলেন। মহাশয় ! এক্ষণে আপনি আমার প্রাণ দান করিলেন, এই নিরাশ্রয় রাজকুমারের আশ্রয় প্রদান করুন। এই বলিয়া সেই বৃদ্ধ আমার হস্তে ভাস্করবর্ম্মাকে সমর্পণ করিল।

দেব ! আমি বৃদ্ধের মুখে এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া, সবিশেষ পরিচয় লওয়াতে জানিতে পারিলাম, ভাস্করবর্ম্মা আমার পিতার পিতৃস্বস্রীয় ভগিনীর পুত্র। তখন আমি তাহাকে সস্নেহ আলিঙ্গন করিলাম। বৃদ্ধ আমার পরিচয় পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল। অনন্তর আমি তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, কিরূপে ভাস্করবর্ম্মাব ক্ষুৎ পিপাসা শান্তি করিব চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম দুই মৃগ দৌড়িয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাৎ এক ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হস্তে ধাবমান হইয়াছে। আমি ব্যাধের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া মৃগদ্বয়কে বধ করিলাম। একটী মৃগ আপনাদের নিমিত্ত রাখিলাম, আর একটী ব্যাধকে দিলাম। ব্যাধ আমার ধনুর্ব্বিদ্যায় পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। আমি তাহাকে মাহিষ্মতী নগরীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল " অদ্য আমি তথায় ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, শুনিলাম চণ্ডবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রচণ্ডবর্ম্মার সহিত অমিত্রবর্ম্মার ভ্রাতৃকন্যা মঞ্জুবাদিনীর বিবাহ হইবেক, মহা সমারোহ হইতেছে",। এই বলিয়া ব্যাধ মৃগ লইয়া

প্রস্থান করিল। আমি দাবানলে মৃগমাংস দগ্ধ করিয়া বালকের বৃদ্ধের ও আপনার ক্ষুধা শান্তি করিলাম।

অনন্তর বৃদ্ধকে বলিলাম নালীজঙ্ঘ! অমিত্রবর্ম্মা মনে করিয়াছে মঞ্জুবাদিনীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিলে রাজমহিষী বশীভূত হইবেন। সে এই অভিপ্রায়ে সমারোহ পূর্ব্বক মঞ্জুবাদিনীর বিবাহ দিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। যাহা হউক, তুমি কুমারকে আমার নিকট রাখিয়া একাকী ফিরিয়া যাও। অগ্রে দেবীর নিকট গোপনে তনয়ের শুভ সংবাদ ও আমার সমাচার নিবেদন কর। পরে সর্ব্বসমক্ষে এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ কর, যে, "আমি কুমারকে লইয়া যেমন পলায়ন করিতেছিলাম, অরণ্য মধ্যে এক ব্যাঘ্র আসিয়া কুমারকে মুখে করিয়া লইয়া গেল,,। অমিত্রবর্ম্মা এই কথা শুনিয়া অবশ্যই মনে মনে সন্তুষ্ট হইবেক, কিন্তু বাহিরে কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিবেক। এবং দেবীকে নানা প্রকার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহাকে আপন বশবর্ত্তিনী করিবার মানসে তাঁহার মনোমত কর্ম্ম করিতে থাকিবেক।

নালীজঙ্ঘ! আমি তোমাকে এই পদ্মনাভ বিষ দিতেছি, এবং বিষ নাশক ঔষধও দিতেছি। তুমি এই বিষ লইয়া দেবীর হস্তে সমর্পণ কর। তাঁহাকে বলিয়া দাও, তিনি এই বিষ জলে মিশাইয়া তাহাতে এক ছড়া মালা ফেলিয়া রাখেন। যখন পাপাত্মা অমিত্রবর্ম্মা কামার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট অসদভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেক তখন যেন তিনি এই বিষাক্ত মালা দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করেন, এবং এই কথা বলেন "অরে নরাধম! আমি যদি যথার্থ পতিব্রতা হই, এই মাল্যাঘাতেই তোমার প্রাণ সংহার হইবেক,,। মাল্য প্রহার করিবামাত্র অমিত্রবর্ম্মার মৃত্যু হইবেক। অনন্তর তিনি যেন গোপনে এই বিষনাশক ঔষধের জলে মাল্য প্রক্ষালন করিয়া মঞ্জুবাদিনীর গলদেশে সংলগ্ন করিয়া দেন। নালীজঙ্ঘ! এই সমস্ত সম্পন্ন হইলে তুমি আমার নিকট একবার আসিও। আমরা মাহিষ্মতীর শ্মশান দেশে সন্ন্যাসীর বেশে বাস করিব।

দেব ! নালীজঙ্ঘ আমার পরামর্শে সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিল। আমিও রাজপুত্রকে লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে মাহি-ষ্মতী রাজ্যের শ্মশানে উপস্থিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগি-লাম। দেবী বসুন্ধরা নালীজঙ্ঘ মুখে আমার সংবাদ পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। এবং আমার উপদেশানুরূপ সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন। প্রথমতঃ কাল্পনিক পুত্র-শোক প্রকাশ করি-লেন। অনন্তর অমিত্রবর্ম্মা যখন তাঁহার নিকট দুরভিলাষ প্রকাশ করিল, তখন বিষমাল্য প্রহারে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। চারি দিকে জনরব হইয়া উঠিল "কি আশ্চর্য্য ! পতিব্রতার কি মাহাত্ম্য ! অমিত্রবর্ম্মা আপন ভ্রাতৃভার্য্যার পাতিব্রত্য ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া ছিল, পতিব্রতার মাল্যাঘাতেই প্রাণ বিনষ্ট হইল ! সেই মালা এক্ষণে মঞ্জুবাদিনীর বক্ষঃস্থলের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব পতিব্রতার প্রভাবেই এই অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি পতিব্রতার অমতে চলিবেক, তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হই-বেক,,।

ইতস্ততঃ এইরূপ জনরব হইতে লাগিল, এমন সময় নালী-জঙ্ঘ আসিয়া আমাকে বলিল মহাশয় ! প্রচণ্ডবর্ম্মা মঞ্জুবাদিনীর পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, রাজভবনেই অবস্থিতি করিতেছে। আমি নালীজঙ্ঘ মুখে এই সংবাদ পাইয়া দেবীকে অনন্তর যাহা করিতে হইবেক, সমস্ত বলিয়া দিলাম। নালীজঙ্ঘ গমন করিয়া দেবীর নিকট নিবেদন করিল। এক দিন দেবী আমার উপদেশানুসারে আমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন গতরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া বলিতেছেন "বসুন্ধরে ! আগামী চতুর্থ দিবসে প্রচণ্ডবর্ম্মার মৃত্যু হইবেক। পঞ্চম দিবসে অতি প্রত্যূষে, রেবা নদী তীরবর্ত্তী আমার মন্দিরে তুমি তোমার পুত্র ভাস্করবর্ম্মাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি ব্যাঘ্রী রূপে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া রাখিয়াছি। তাহার সঙ্গে এক পরম সুন্দর ব্রাহ্মণকুমারকে প্রেরণ করিব। তুমি তাঁহাকেই মঞ্জুবাদিনী সমর্পণ করিও,,। মন্ত্রিগণ দেবীর মুখে এইরূপ স্বপ্নের

বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন তবে এক্ষণে প্রচণ্ডবর্ম্মার সহিত মঞ্জুবাদিনীর বিবাহ স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। স্বপ্নের ফলাফল দেখিয়া, যাহা হয় করা যাইবেক। এই কথা বলিয়া মন্ত্রিগণ প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দিবসে আমি ভাস্করবর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থী হইয়া গোপনে দেবীর ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেবী পুত্র-মুখাবলোকনে অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। আমাকে বিনয় করিয়া বলিলেন ভগবন্! অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি অমাত্য গণকে যে স্বপ্নের কথা বলিয়াছি, যথার্থ হইবে কি না। আমি বলিলাম মাতঃ! অদ্যই আপনি স্বপ্নের ফল দেখিতে পাইবেন। তখন দেবী পরমানন্দে মঞ্জুবাদিনীকে আনাইয়া আমার চরণে প্রণাম করাইলেন। আমাকে দেখিয়াই মঞ্জুবাদিনীর মনে রাগানুবন্ধ হইল। আমি তাহার সানুরাগ কটাক্ষ পাতে অধীর হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তখন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নালীজঙ্ঘকে সঙ্কেত করিয়া বহির্গত হইলাম। নালীজঙ্ঘ আমার সঙ্গে সঙ্গে পুরীর বাহিরে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তৎকালে প্রচণ্ডবর্ম্মা রাজসভা-ভবনে নর্ত্তক গণের নৃত্য দর্শন করিতেছে।

অনন্তর আমি এক নির্জ্জন প্রদেশে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব নটের বেশ ধারণ করিলাম। ভাস্করবর্ম্মাকে আমার কন্থা কমণ্ডলু প্রভৃতি পরিচ্ছদ রক্ষা করিতে বলিয়া, সভাভবনে উপস্থিত হইলাম। প্রচণ্ডবর্ম্মার সম্মুখে এরূপ নৃত্য করিতে লাগিলাম, যে, সকলেই আমাকে দেখিয়া এককালে মুগ্ধ হইয়া রহিল। আমি তৎকালে সর্ব্ব সমক্ষেই প্রচণ্ডবর্ম্মার বক্ষঃস্থলে সাঙ্ঘাতিক ছুরিকা প্রহার করিলাম। এবং, মহারাজ বসন্তভানুর জয় হউক বলিয়া তৎক্ষণেই পলায়ন করিলাম। এক জন আমাকে খড়্গাঘাত করিবার উদ্যোগ করিল। তাহাকে সেই খড়্গ দ্বারাই সংহার করিয়া, সপ্ত হস্ত প্রমাণ প্রাচীর এক লম্ফেই উল্লঙ্ঘন করিয়া উপবনে পতিত হইলাম। সভাস্থ সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। আমি উপবন মধ্য দিয়া দ্রুত বেগে এমত নির্জ্জন স্থান দিয়া পলায়ন করিলাম, কেহই আমাকে, কোন্ দিকে গেলাম

স্থির করিতে পারিল না। সকলেই মনে করিল অশ্মকরাজের লোক আসিয়া প্রচণ্ডবর্ম্মার বিনাশ করিয়া গেল। আমি সেই ভাস্কর-বর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বেশ পরিবর্ত্ত করিয়া শ্মশানে প্রস্থান করিলাম। আমার সাহস ব্যাপারে রাজদ্বারে মহা জনতা হইয়া ছিল, আমরা তন্মধ্য দিয়া অক্ষোভে চলিয়া গেলাম, ঘুণাক্ষরেও কেহ আমাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না।

ইতিপূর্ব্বে আমি রেবা নদীর তীরবর্ত্তী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে প্রতিমার নিম্নভাগে এক গহ্বর করিয়া রাখিয়া ছিলাম। গহ্বরের উপর প্রতিমা স্থাপিত থাকাতে, মন্দিব মধ্যে গহ্বর আছে বলিয়া কাহারও অনুভব করিবার যো ছিল না। প্রচণ্ডবর্ম্মার প্রাণ সংহার করিয়া আসিয়া, সেই দিনই রাত্রিযোগে, আমি ও ভাস্করবর্ম্মা উভয়ে দেবী-প্রেরিত বহু মূল্যের রত্নভূষণ ও পট্ট বসন পরিধান করিয়া গহ্বর মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া থাকিলাম।

এদিকে দেবী প্রচণ্ডবর্ম্মার মৃত্যুতে কল্পিত শোক প্রকাশ করিয়া চণ্ডবর্ম্মার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। পর দিন প্রত্যুষে অমাত্য-গণ ও পৌরবর্গ সমভিব্যাহারে রেবা নদীর তীরে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে মহা সমারোহ পূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ নানাবিধ উপচারে ভগবতীর পূজা করিলেন। অনন্তর, মন্দিরের অভ্যন্তরে কেহ কোথায় আছে কি না, বিলক্ষণ রূপে পরীক্ষা করাইয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিলেন। তখন আমি গহ্বরের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া ঐ শব্দ শুনিতে পাইলাম। বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতিমা মস্তকে করিয়া তুলি-লাম, রাজকুমারকে বাহিব করিয়া পুনর্ব্বাব পূর্ব্ববৎ প্রতিমা স্থাপন করিলাম। অনন্তর ভগবতীকে বন্দনা করিয়া কবাট উদ্ঘা-টন করিলাম। তাবৎ লোক আমাকে ও রাজকুমার ভাস্করব-র্ম্মাকে দেখিয়া এককালে বিস্ময়াপন্ন হইল। সকলেই রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অকপট ভক্তি সহকারে আমাকে প্রণাম করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম "তোমরা সকলে শুন, বিন্ধ্যবাসিনী জননী তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়া-

ছেন তিনি ব্যাঘ্রী রূপ ধারণ করিয়া এই ভাস্করবর্ম্মাকে আনিয়া রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে তোমরা ইহাকে বিন্ধ্যবাসিনী-নন্দন বলিয়া গ্রহণ কর। বিন্ধ্যবাসিনী আমাকে ইহার ভগিনী মঞ্জুবা-দিনীর পাণি গ্রহণ করিতে কহিয়াছেন,,।

আমার মুখে ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর এই আজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করিয়া তাবৎ লোক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল অহো! ভোজবংশের অদ্য কি সৌভাগ্য! বিন্ধ্যবাসিনী স্বয়ং মঞ্জুবাদিনীর যোগ্য বর প্রেরণ করিয়াছেন। মঞ্জুবাদিনী তখন আমাকে দেখিয়া অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল। রাজ-মহিষী সেই দিবসেই আমার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। রাজ্যের সমুদয় লোক আমাকে দেবাংশ পুরুষ নিশ্চয় করিল। আগ্রহ পূর্ব্বক আমার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। রাজকুমা-রের, দেবীপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি হইল। আমি উত্তম অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে নীতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন করাইতে লাগিলাম। আপনি সমুদায় রাজ্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। আর্য্যকেতু নামে অমিত্রবর্ম্মার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মন্ত্রিত্ব কর্ম্মে যথার্থ উপযুক্ত। তিনি আমার রাজ্য রক্ষা কর্ম্মে দক্ষতা দেখিয়া নিতান্ত অনুগত ও বশীভূত হইলেন। আমি তাঁহার সাহায্যে রাজ্যের সমস্ত কণ্টক শোধন করিলাম, শত্রুর নাম মাত্র রহিল না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণকে আপন আপন স্বধর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম।

দেব! এক্ষণে সিংহবর্ম্মার সাহায্যার্থ আসিয়া আপনকার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে। এই বিবরণ বলিয়া বিশ্রুত রাজবা-হনের চরণে প্রণাম করিলেন।

সমাপ্ত।